পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩১ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 30, Issue 1543, Saturday, 16 September 2023 FREE www.parichoy.com

জনগণ চাইলে থাকবো, না চাইলে অসুবিধা নেই
- শেখ হাসিনা

বিস্তারিত ০৯ পাতায়

আরো আছে...

- ডলার ব্যয়ের স্বপ্ন ঘাম ঝরায়, তবুও বিদেশে বাড়ছে বাংলাদেশিদের কার্ডের লেনদেন-৫ম পাতায়
- সৌদি আরব-রাশিয়ার সিদ্ধান্তে বিশ্বে তেলের দামে রেকর্ড - ৫ম পাতায়
- অ্যাপল ইনকরপোরেশন : বিশ্বের ১৮৯ দেশের জিডিপির চেয়ে বড় আমেরিকার যে কোম্পানির বাজারমূলধন - ৫ম পাতায়
- এবার কংগ্রেসে বাইডেনের বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রস্তাব-৬ষ্ঠ পাতায়
- নতুন প্রজন্মের কাছে রাজনীতি ছেড়ে দিতে বাইডেন, ট্রাম্পকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান সিনেটর মিট রমনির-৬ষ্ঠ পাতায়
- ইউক্রেন যুদ্ধে ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ খরচ করেছে আমেরিকা-৭ম পাতায়
- বাইডেনকে সংবাদ সম্মেলন করতে দেয়নি দিল্লি, ভিয়েতনামে গিয়ে মুখ খুললেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট-৭ম পাতায়
- বাংলাদেশের সব বিভাগে দুর্নীতি ক্যান্সারের মতো ছেয়ে গেছে বললেন নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান-৮ম পাতায়
- ইইউ'র মানবাধিকার বিষয়ক প্রস্তাব বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনাকে চাপের মধ্যে ফেলল-৮ম পাতায়

ছেলের কীর্তিতে বিরাট বিপাকে বাইডেন, নির্বাচনের আগেই মুখ পুড়ল প্রেসিডেন্টের

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে খোলাবাজারে তীব্র ডলার সঙ্কট

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

NYC MASTER ELECTRICIAN
FREE ESTIMATES FULLY LICENSED & INSURED
GREEN POWER ELECTRIC CORP
OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE # GENERAL WIRING# RESIDENTIAL & COMMERCIAL # VIOLATION REMOVAL # TROUBLESHOOTING # PANEL UPGRADE
CONTACT : 718-445-2740 Email : greenpowerelectric18@yahoo.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
- TAX Liens Charge-Offs - Inquiries - Collections - Garnishment - Bankruptcy - Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

MOINUL ISLAM
Mega Homes Realty
Call To Find Out More +1 917-535-4131
MLS REBNY

IATA APPROVED
অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস্ এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$৭৭৫*
25-78-31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam President & CEO

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

Timothy Bompart
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর অভিযানের মুখে আতঙ্কে রয়েছে অবৈধভাবে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনকারীরা

বাংলাদেশে খোলাবাজারে তীব্র ডলার সঙ্কট

পরিচয় ডেস্ক: ডলারের বাজার নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর অভিযানের মুখে আতঙ্কে রয়েছে অবৈধভাবে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনকারীরা। বন্ধ হয়ে গেছে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রি। অবৈধদের পাশাপাশি আতঙ্কে রয়েছেন বৈধ লাইসেন্সধারী মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়ীরাও। যার প্রভাব পড়েছে কার্ব মার্কেট তথা খোলাবাজারে বৈদেশিক মুদ্রা বেচাকেনায়। বিদেশগামী যাত্রীরা ডলার কিনতে পারছে না। বিদেশফেরতরাও মানি এক্সচেঞ্জে এসে ডলার বিক্রির সাহস পাচ্ছে না। উচ্চ বিনিময় হারের মাধ্যমে মুনাফার অভিযোগে, বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিভিন্ন মানি এক্সচেঞ্জ হাউজে অভিযান চালানোর পর, বাংলাদেশের খোলা বাজারে

ডলারের সঙ্কট আরো বেড়েছে। গত দুই সপ্তাহে খোলা বাজারে প্রতি ডলারের বিনিময় হার, ১১২ টাকা থেকে বেড়ে, ১১৮/১২০ টাকায় পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশে গত কিছুদিন থেকে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু এক্সচেঞ্জ হাউজে অভিযান চালায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এসব অভিযানে এক্সচেঞ্জ হাউজকে আগের দরে ১১২ থেকে ১১৩ টাকায় ডলার বিক্রি করতে কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়া হয়। জানা গেছে, অভিযানের ফলে এই সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে মানি এক্সচেঞ্জ গুলো বাজার থেকে ডলার সম্পূর্ণভাবে তুলে নিয়েছে।

চড়া দামে ডলার বিক্রির দায়ে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স স্থগিত করা হয়েছে; কিছু প্রতিষ্ঠান সিলগালা করা *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের দুর্দান্ত জয়

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের বিপক্ষে দারুণ এক জয় দিয়ে এশিয়া কাপ শেষ করেছে বাংলাদেশ। এক বল হাতে রেখে ছয় রানের জয় পেয়েছে সাকিব আল হাসানের দল। টসে হেরে ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছিল সাকিবের দল। কিন্তু মাত্র ২৮ রানে ৩ উইকেট *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ডলার ব্যয়ের স্বপ্ন ঘাম ঝরায়, তবুও বিদেশে বাড়ছে বাংলাদেশিদের কার্ডের লেনদেন

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে ডলার সংকট আবার চরমে উঠেছে। দেশের বাইরে পড়াশোনার খরচ চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে অনেককে। আর ঘুরতে যেতে ডলার ব্যয়ের স্বপ্নে এখন ঘাম ঝরে। কারণ অনেক ব্যাংক বলে ডলার নেই, আবার অন্য উপায়ে বেশি দামে ডলার দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হয় নানা উপায়ে।

ব্যাংকে ডলার না পেয়ে গ্রাহকদের দ্রুতগতিতে ছুটে যেতে হয় খোলা বাজারে। সেখানে ডলার প্রতি দাম শুনে চোখ বড় হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। খোলা বাজারে প্রতি ডলার কিনতে ব্যয় করতে হচ্ছে ১১৮ টাকা ৫০ পয়সা পর্যন্ত। দেশের মধ্যে ডলারের এত সংকট থাকার পরেও কার্ডে দেশের বাইরে জুলাইয়ে লেনদেন হয়েছে ৫১১ কোটি ৮০ লাখ ডলার। এর আগের মাসে যার পরিমাণ ছিল ৩৮৮ কোটি ৩০ লাখ ডলার। অর্থাৎ এক মাসের মধ্যে বিদেশে কার্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশিদের লেনদেন বেড়েছে ১২৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জুলাই মাসে দেশের বাইরে বাংলাদেশিরা ভিসা কার্ডে লেনদেন করেছেন ৪০৪ কোটি ডলার। জুনে লেনদেন হয়েছিলো ৩০৩ কোটি ডলার। *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

সৌদি আরব-রাশিয়ার সিদ্ধান্তে বিশ্বে তেলের দামে রেকর্ড

পরিচয় ডেস্ক: জ্বালানি তেলের দাম নতুন করে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার জ্বালানি তেলের দাম চলতি বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। বিশ্লেষকেরা আশঙ্কা করছেন, দাম আরও বাড়তে পারে। সৌদি আরব ও রাশিয়া স্বেচ্ছায় জ্বালানি তেলের উৎপাদন কমানোর ঘোষণার দেওয়ার পর এই প্রথম দাম সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাল।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্রেন্ট জ্বালানির দাম প্রতি ব্যারেলে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৪ দশমিক ৩৫ ডলার। ২০২২ সালের নভেম্বরের পর ব্রেন্ট জ্বালানির দাম এই নতুন রেকর্ড করল। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট ক্রুডের দাম বেড়ে প্রতি ব্যারেলে দাঁড়িয়েছে ৯০ দশমিক ৮০ ডলার। ১০ মাস আগে এর দাম ছিল প্রতি ব্যারেল ৮৯ দশমিক ০৯ ডলার।

যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ব্যাংক অব আমেরিকার বিশ্লেষকেরা বলছেন, রাশিয়া ও সৌদি আরব তাদের অবস্থান বিদ্যমান রাখলে চলতি বছরের শেষ নাগাদ ব্রেন্টের দাম প্রতি ব্যারেলে ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে।

চলতি মাসের শুরুর দিকে সৌদি আরব ও রাশিয়া তাদের জ্বালানি তেল উৎপাদন কম রাখার সিদ্ধান্তের মেয়াদ বাড়ানোর ঘোষণা দেয়। দেশ দুটি মিলে আগের তুলনায় প্রতিদিন অন্তত ১৩ লাখ ব্যারেল কম জ্বালানি উৎপাদন করছে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত। এর আগে চলতি বছরের এপ্রিলে জ্বালানি তেল উৎপাদক *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

অ্যাপল ইনকরপোরেশন : বিশ্বের ১৮৯ দেশের জিডিপির চেয়ে বড় আমেরিকার যে কোম্পানির বাজারমূলধন

পরিচয় ডেস্ক: বাজারমূলধনে নতুন রেকর্ড গড়েছে আইফোন ও ম্যাকবুকের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অ্যাপল ইনকরপোরেশন। প্রথমবারের মতো কোম্পানিটির বাজারমূলধন ৩ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে গত ৩০ জুন। কোম্পানিটির বাজারমূলধন দাঁড়িয়েছে ৩.০৫ ট্রিলিয়ন বা ৩ লাখ ৫ হাজার কোটি ডলার। এটি বিশ্বপুঁজিবাজারের ইতিহাসে একটি কোম্পানির সর্বোচ্চ বাজারমূলধন। অ্যাপলের বাজারমূলধন বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির চেয়ে বেশি। এটি বাংলাদেশের জিডিপির প্রায় ৬ গুণ। জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রীর দেওয়া ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতার তথ্য অনুসারে, ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপির আকার ছিল ৪৬০.২ বিলিয়ন ডলার। বিশ্বের ১৯৫টি স্বাধীন দেশের মধ্যে ১৮৯টির জিডিপির চেয়ে অ্যাপলের বাজারমূলধন বেশি। এটি শুধু যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, ভারত, জার্মানি ও যুক্তরাজ্যের জিডিপির চেয়ে কম। ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়া অ্যাপলের বাজারমূলধন ২০২০ সালের শেষভাগে প্রথম ২ লাখ কোটি ডলারের মাইলফলক স্পর্শ করে। সেখান থেকে মাত্র ২ বছর ১০ মাস সময়ের মধ্যে গত শুক্রবার এটি ৩ লাখ কোটি ডলারের উন্নীত হয়। এদিন নাসদাকে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ২ শতাংশ বেড়ে ১৯৩ দশমিক ৯৭ ডলারের উন্নীত হয়। আর তাতেই কোম্পানিটির বাজারমূলধন ৩ লাখ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যায়। উল্লেখ, একটি কোম্পানির বাজারমূলধন হচ্ছে, ওই কোম্পানির আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ারের মূল্যের সমষ্টি।

কে কি বললেন

সরকার অচল করতে অভিশংসনের মাধ্যমে আমাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে চায় রিপাবলিকানরা -প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

১৫ আগস্টের পর আমাদের বিচার চাওয়ার অধিকারও ছিল না- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ব্যবসা না করলে এদিক-সেদিক থেকে চাঁদা নিয়ে বাঁচতে হতো- ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট নিয়ে ফের সংসদে বিরোধী দলের ব্যাপক সমালোচনার মুখে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি।

আমাদের দাবি একটাই- এই সরকারের অধীনে আর কোনো নির্বাচন নয়। তাই বিনীত অনুরোধ করবো এখনই সংসদ ভেঙে দিন। দলীয় লোক দিয়ে গঠিত নির্বাচন কমিশন বিলুপ্ত করুন - বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

এবার কংগ্রেসে বাইডেনের বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রস্তাব

পরিচয় ডেস্ক: এবার যুক্তরাষ্ট্রের সংসদে (হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস) দেশটির প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনেরে বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রস্তাব করা হয়েছে। হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের স্পিকার কেভিন ম্যাককার্থি অভিশংসন প্রস্তাব করেছেন। দেশটির সরকারের পতন এড়াতে আইনপ্রণেতারা বিভক্ত হয়ে এমন প্রস্তাব করেছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

ম্যাককার্থি সাংবাদিকদের বলেন, আমি হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের সদস্যদের কাছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রস্তাব করেছি।

রয়টার্স জানিয়েছে, ম্যাককার্থির দল এর আগে ডেমোক্র্যাট দলের পক্ষ থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকাকালে দুবার অভিশংসন প্রস্তাব করেছিলেন। ২০১৯ এবং ২০২১ সালে তার বিরুদ্ধে দুবার অভিশংসন প্রস্তাব করছেন। তবে দু'বারই এ প্রস্তাব থেকে খালাস পান তিনি।

বাইডেন ২০২৪ সালের আসন্ন নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের পক্ষ থেকে প্রার্থী হবেন। তবে নির্বাচনকে সামনে রেখে তার সংসদে অবস্থান ক্রমেই ক্ষুণ্ন হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে ২০০৯ থেকে ২০১৭ সালে ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালে

ছেলে হান্টার বাইডেনকে ব্যবসায়িক সুবিধায় লাভবান হওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। তবে সংসদে এ অভিযোগের ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করা হয়নি। গত মাসের এক প্রতিবেদন অনুসারে, বাইডেনপুত্রের এক ব্যবসায়িক সহযোগী বলেন, তার বাবা ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালে হান্টার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিলেন।

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, এ অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। এমন অভিশংসনের অভিযোগ করে রিপাবলিকানদের কাছে বাইডেনকে উপহাস করা হয়েছে।

এর কয়েক দিন আগে বাইডেনের সমালোচনা করেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত ১০ আগস্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে বাইডেনকে 'পাগল ও অযোগ্য' বলে মন্তব্য করেন তিনি।

ট্রাম্প লেখেন, জো বাইডেন একসঙ্গে দুটি বাক্য বলতে পারেন না। তিনি দেশের সীমান্ত খুলে দেওয়ার যে বিপর্যয় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা আমাদের এক সময়ের মহান যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ও ক্ষতিকারক সিদ্ধান্ত হবে। এ ধরনের অনুপ্রবেশ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। বাইডেনকে উদ্দেশ করে তিনি লেখেন, 'আমাদের দেশকে এমন একজন মানুষ ধ্বংস করছে যার মননশক্তি, চিন্তাচেতনা ও আইকিউ একজন প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীর সমান।'

বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্টকে নিয়ে এটুকু বলেই থামেননি ট্রাম্প। তিনি আরও লেখেন, 'তিনি (বাইডেন) নির্বোধ ও অযোগ্য। তিনি পাগল হয়ে গেছেন।'

নতুন প্রজন্মের কাছে রাজনীতি ছেড়ে দিতে বাইডেন ট্রাম্পকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান সিনেটর মিট রমনির

পরিচয় ডেস্ক: নতুন প্রজন্মের কাছে রাজনীতি ছেড়ে দিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সিনেটর ও সাবেক প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী মিট রমনি। আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্রে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। সেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা এরই মধ্যে ঘোষণা করেছেন জো বাইডেন ও ট্রাম্প। প্রাথমিক পর্যায়ের প্রস্তুতি চলছে। এমন সময় মিট রমনি তাদেরকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানালেন। অবসরে যাওয়া নিয়ে নিজের পরিকল্পনার বিষয়ে মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি এ আহ্বান জানান।

মিট রমনি বলেছেন, তিনি আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নেননি। কারণ, রাজনীতি নতুন প্রজন্মের নেতাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। উল্লেখ্য, মিট রমনির বয়স এখন ৭৬ বছর। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের গভর্নরসহ যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে ২০ বছর ধরে সক্রিয়।

কয়েক বছরে রিপাবলিকান দলের এই প্রথম সারির নেতা প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও ট্রাম্পের কড়া সমালোচনা করেছেন। মিট রমনি ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সিনেট সদস্য আছেন। এরপর তিনি আর নির্বাচন করবেন না বলে জানিয়েছেন।

বুধবার বিকেলে তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট দিয়ে জানিয়েছেন, এখন বয়স হয়েছে। বয়সই তাকে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। তিনি বলেন, আরও এক দফা যদি নির্বাচন করে নির্বাচিত হই তাহলে আমার বয়স হবে ৮০র কোটার মাঝামাঝি। খোলামনে বলছি, এটা হলো নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বের সময়। নির্বাচনে লড়াই করবো না বলেই আমি লড়াই থেকে সরে যাবো না।

পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, তিনি চান রিপাবলিকান দলে আরও যুব শ্রেণির মানুষ যুক্ত হোন। তারা *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

'যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি পচে গেছে', ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা প্রসঙ্গে পুতিন

পরিচয় ডেস্ক: সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলোকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে দাবি করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি বলেন, এসব মামলা প্রমাণ করে যুক্তরাষ্ট্রে দুর্নীতি কত গভীর। রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় শহর ভ্লাদিভস্তকে চলমান 'ইস্টার্ন ইকোনোমিক ফোরাম'-এ যোগ দিয়ে এসব কথা বলেন পুতিন।

রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে চলমান মামলা প্রসঙ্গে আমার মতামত হচ্ছে, এটি একটি ভাল বিষয়। কারণ এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি যে পচে গেছে তা প্রকাশ্যে চলে এসেছে। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যা হচ্ছে তা হলো, পুরোপুরি রাজনৈতিক কারণে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর উপরে নিপীড়ন। আর এটা করা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও গোটা বিশ্বের মানুষের সামনে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, আমরা শুনেছি যে- ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি ইউক্রেন *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধকারতম অধ্যায় চলছে, দাবি ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের অন্ধকারতম অধ্যায় চলছে বলে দাবি করেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, আমার মনে হয় না আমাদের দেশের চারদিকে এর আগে আর কখনো এত বেশি অন্ধকার ছিল। তিনি অভিবাসীদের নিয়ে ডেমোক্রেটদের নীতির সমালোচনা করেন এবং অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রে ইনভেশন বা আক্রমণ চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, ডেমোক্রেটরা আবারও কোভিড নিয়ে মাতামাতি শুরু করতে যাচ্ছে। সিএনএন জানিয়েছে, সাউথ ডাকোটাতে রিপাবলিকানদের একটি সমাবেশে যোগ দিয়ে এসব কথা বলেন ট্রাম্প। তিনি ২০২৪ সালে আবারও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে চাইছেন। যদিও এখনও রিপাবলিকান দল থেকে তাকে মনোনয়ন দেয়া হয়নি। ট্রাম্প বলেন, প্রতিদিন আমাদের অধিকার ও স্বাধীনতা পদদলিত করা হচ্ছে। এটা গণতন্ত্রের জন্য কঠিন হুমকি। তাই এখন আমাদের দেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। হয় আমরা সঠিক দিকে যাব নইলে ভুল দিকে।

আর আমরা যদি এখন ভুলটাকে বেছে নেই তাহলে আমাদের জন্য আর কোনো দেশ বলে কিছু থাকবে না। ট্রাম্প আরও বলেন, আমরা একসঙ্গে লড়াই করবো, আমরা একসঙ্গে জয় ছিনিয়ে আনবো এবং আমরা একসঙ্গে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবো।

আলাবামায় ছাত্রের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক, পদত্যাগ করলেন শিক্ষিকা

পরিচয় ডেস্ক: ভদ্রতার ছদ্মবেশে কিছু শিক্ষক বা শিক্ষিকা যেমন নিজেরা ডুবছেন, তেমনি শিক্ষক সমাজের ওপর কালিমা লেপন করছেন। অভিভাবকরা তাদের কাছে সন্তানদের পাঠান সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে। কিন্তু সেই শিক্ষক বা শিক্ষিকা যদি নিজে যৌননিপীড়ক হয়ে ওঠেন, শিক্ষার্থীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেন, তাহলে তাকে কি শিক্ষক বা শিক্ষিকা বলা যায়! বর্তমান সময়ে দেশে বিদেশে এমন ঘটনার খবর অহরহ পাওয়া যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামায় এমন একটি ঘটনা ঘটেছে। সেখানে বিবাহিতা একজন শিক্ষিকা এবং সন্তানের মা ক্রিস্টাল ফ্রস্ট (৩৫) তার দু'জন টিনেজ শিক্ষার্থীর সঙ্গে *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ছেলের কীর্তিতে বিরাট বিপাকে জো-বাইডেন, নির্বাচনের আগেই মুখ পুড়ল প্রেসিডেন্টের

পরিচয় ডেস্ক: সামনেই প্যুক্তরাষ্ট্রের রেসিডেন্ট নির্বাচন। তার আগেই বিরাট বিপাকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তথ্য গোপন করে বন্দুক ক্রয়ের দায়ে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেন। এই ইস্যুকে ঘিরে তোলপাড় শুরু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। মাদকের প্রভাবে থাকা অবস্থায় আগ্নেয়াস্ত্র রাখা র অভিযোগ সহ মোট তিনটি অভিযোগে তাকে দায়ী করা হয়েছে। যদিও সমস্ত অভিযোগই অস্বীকার করেছেন হান্টার।

এর আগে কংগ্রেসের স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট তদন্তের ঘোষণা দিয়েছেন। তবে ছেলে হান্টারকে দোষী সাব্যস্ত করার পর জো বাইডেনের সমস্যা আরও বাড়বে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞমহল। হান্টার বাইডেন বন্দুক বিক্রির জন্য এক বন্দুক ব্যবসায়ীকে প্রতারণা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে হান্টারের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।

ফলে বিরাট বিপাকে এখন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ছেলে হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে এক বন্দুক ব্যবসায়ীকে প্রতারণা করার জন্য ফৌজদারি অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। নিজে হয়েছেন কংগ্রেসে রিপাবলিকানদের ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়ার শিকার।

গত মঙ্গলবার (১২ সেপ্টেম্বর) প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট তদন্তের নির্দেশের খবর জানিয়েছেন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থি। তবে ছেলে হান্টার আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে প্রেসিডেন্টের সমস্যা আরও বাড়বে।

একাধিক সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে হান্টারের বিরুদ্ধে ডেলাওয়্যারের ডিস্ট্রিক্ট আদালতে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে হান্টার বাইডেন ২০১৮ সালে বন্দুক কেনার সময় মাদকাসক্ত ছিলেন। হান্টারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ যে যুক্তরাষ্ট্রে ২০২৪ সালের সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুলবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। জো বাইডেনের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারে এই অভিযোগকেই তুরুপের তাস হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন সম্ভাব্য রিপাবলিকান প্রার্থী ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যদিও তিনি নিজেই চারটি ফৌজদারি মামলার মুখোমুখি।

সংবাদ সংস্থা এএনআই- জানিয়েছে, বিচার বিভাগ প্রেসিডেন্টের ছেলে হান্টার *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

বাইডেনকে সংবাদ সম্মেলন করতে দেয়নি দিল্লি, ভিয়েতনামে গিয়ে মুখ খুললেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট

পরিচয় ডেস্ক:সংবাদ সম্মেলন করতে পছন্দ করেন না ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নিজের ক্ষমতার নয় বছরেও তিনি দেশে কোনো সংবাদ সম্মেলন করেননি। অন্য দেশে গেলেও ভারতের শর্ত থাকে, সাংবাদিকরা মোদিকে কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না। যদিও গত জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় মোদি বাধ্য হয়েছিলেন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে। যুক্তরাষ্ট্র ওই সফরের আগে থেকেই বিষয়টি নিয়ে ভারতকে চাপ দিচ্ছিল। কিন্তু এবার নিজ দেশে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে সংবাদ সম্মেলন করতে দিলেন না মোদি।

যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল মোদি-বাইডেন দ্বিপক্ষীয় আলোচনার পর মার্কিন প্রথা অনুযায়ী সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করতে। যেকোনো দেশের নেতার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার পর হোয়াইট হাউসে যৌথ সংবাদ সম্মেলন করা যুক্তরাষ্ট্রের রীতি। কিন্তু জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে আসা বাইডেনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার পর কোনো রকম প্রশ্নোত্তর পর্বের মুখোমুখি হতে মোদি রাজি হননি। ভারতের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল, প্রশ্নোত্তর পর্ব বা সংবাদ সম্মেলন কোনোটাই করা হবে না। এমনকি বাইডেনও আলাদাভাবে কোনো সংবাদ সম্মেলন করতে পারবেন না। তবে এভাবে থামিয়ে রাখা যায়নি বাইডেনকে।

জি-২০ শেষ করেই তিনি উড়াল দেন ভিয়েতনামের উদ্দেশ্যে। সেখানে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েই ভারত প্রসঙ্গ টেনে আনেন। ভারতের নাগরিক সমাজ, মানবাধিকার ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে নিজের অবস্থান জানিয়ে দেন। বাইডেন বলেন, কোনো দেশকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী হিসেবে গড়ে তুলতে গেলে এই বিষয়গুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

যদিও মোদির বেশ প্রশংসাও করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ভিয়েতনামে তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের বন্ধুত্ব ও অংশীদারত্ব আরও জোরদার কীভাবে করা যায়, তা নিয়ে আমি ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যা আমি সব সময় করে থাকি, এবারও তাই করেছি। শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

রিপাবলিকানরা আমাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে চায় বললেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, রিপাবলিকানরা তাঁর সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরাতে চায়। এ জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিশংসন তদন্ত শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে অভিশংসন তদন্ত শুরুর সমালোচনা করার পর গত বুধবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বাইডেন এই মন্তব্য করলেন। বাইডেনের বিরুদ্ধে অভিশংসন তদন্ত শুরুর উদ্যোগকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে মন্তব্য করেছেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জ্যঁ-পিয়েরে। গতকাল তিনি সাংবাদিকদের বলেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

ভার্জিনিয়ায় ডেমোক্র্যাটিক দলের তহবিল জোগানদাতাদের এক অনুষ্ঠানে বাইডেন বলেন, 'তারা (রিপাবলিকানরা) কেন এই উদ্যোগ নিয়েছে, আমি জানি না। শুধু জানি, তারা আমাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে চায়। আমার সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

বাইডেন আরও বলেন, 'অভিশংসন তদন্তের প্রতি আমার মনোযোগ নেই। আমি প্রতিদিন সকালে উঠি, অভিশংসন তদন্তে মনোযোগ দিই না। কারণ, আমার আরও অনেক কাজ আছে।' গত মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিশংসন তদন্ত শুরুর ঘোষণা দেন মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থি। তিনি জানান, প্রতিনিধি পরিষদ বাইডেনের বিরুদ্ধে অভিশংসন তদন্ত করবে। বাইডেনের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও দুর্নীতির অভিযোগ এই তদন্তের কেন্দ্রে থাকবে। গত জানুয়ারি মাসে প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ নেন রিপাবলিকানরা। এর পর থেকেই তাঁরা ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বিরুদ্ধে তদন্ত করে আসছেন। তবে এ-সংক্রান্ত শুনানিতে বাইডেনের অসদাচরণের বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেনের ব্যবসায়িক লেনদেনের বিষয়ে আরও নজর দিয়েছেন রিপাবলিকানরা। তাঁরা বিষয়টিকে সন্দেহজনক বলছেন। একই সঙ্গে তাঁরা হান্টারের কার্যকলাপ সম্পর্কে বাইডেনের জানাশোনা থাকার বিষয়টি সামনে আনছেন। বলেছেন, হান্টারের ব্যবসায়িক চুক্তিতে প্রভাব রেখেছেন বাইডেন। হান্টার বাইডেন বর্তমানে তাঁর বিদেশি ব্যবসায়িক স্বার্থসংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য করসংক্রান্ত অপরাধের জন্য ফেডারেল তদন্তের অধীন রয়েছেন। হান্টারের বিরুদ্ধে মামলায় কোনো ধরনের হস্তক্ষেপের কথা অস্বীকার করেছে হোয়াইট হাউস।

ইউক্রেন যুদ্ধে ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ খরচ করেছে আমেরিকা

পরিচয় ডেস্ক:রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত বাইডেন প্রশাসন ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ দিয়েছে বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। বিরোধী রিপাবলিকান দলের ৩০ জন সিনেটরের চিঠির জবাবে হোয়াইট হাউজের অফিস অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেট বা ওএমবি'র পক্ষ থেকে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

চিঠিটি লিখেছেন ওএমবির পরিচালক শালান্দা ইয়ং এবং তা ফক্স নিউজের হাতে পড়েছে। ফক্স নিউজ আমেরিকায় রিপাবলিকান দলের অনেকটা মুখোপাত্রের ভূমিকা পালন করে থাকে। এই বিপুল অর্থ খরচের পক্ষে ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাট এবং বিরোধী রিপাবলিকান দলের সমর্থন রয়েছে বলে শালান্দা ইয়ং দাবি করেন।

তিনি বলেন, আমেরিকার পক্ষ থেকে যে অর্থনৈতিক সমর্থন দেয়া হয়েছে তা যুদ্ধক্ষেত্রে সফলতা আনতে ইউক্রেনের জন্য অপরিহার্য ছিল। তিনি দাবি করেন, ইউক্রেনের জনগণ তাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে।

যদিও রাশিয়া বারবার বলেছে, ওয়াশিংটনের পদক্ষেপে শুধু যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হবে, সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। এরপরও আমেরিকা এই বিপুল অংকের অর্থ খরচ করেছে যার বড় অংশ ব্যয় হয়েছে অস্ত্র খাতে। - পার্সটুডে

বাংলাদেশের সব বিভাগে দুর্নীতি ক্যান্সারের মতো ছেয়ে গেছে বললেন নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান

পরিচয় ডেস্ক: বিচারপতি ওবায়দুল হাসান বলেন, 'মামলাজট পুরোনো ব্যাধি। শপথ নেওয়ার পর চেষ্টা করব সবার সঙ্গে কথা বলে বিচার বিভাগকে গতিশীল করতে। বিচার বিভাগসহ দেশের সব বিভাগে দুর্নীতি ক্যানসারের মতো ছেয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান। তিনি বলেন, এই ক্যান্সার থেকে মুক্তি পাওয়াই বড় চ্যালেঞ্জ। দুর্নীতি যাতে কমানো যায়, সেই উদ্যোগ নিতে হবে।

বিচার বিভাগকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না এ বিষয়ে তিনি বলেন, বিচার বিভাগ রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এটা আমি মনে করি না। বিচারকরা তাদের মতো করে কাজ করে যাচ্ছেন ।

গত বুধবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সুপ্রিম কোর্টে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে আইন মন্ত্রণালয় থেকে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি ওবায়দুল হাসানকে ২৪তম প্রধান বিচারপতি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর শপথের পর থেকে এই নিয়োগ কার্যকর হবে। এখন তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বিচারপতি হাসান বলেন,ওমামলাজট পুরোনো ব্যাধি। শপথ নেওয়ার পর চেষ্টা করব সবার সঙ্গে কথা বলে বিচার বিভাগকে গতিশীল করতে। সব বিচারকের প্রতি আহ্বান থাকবে,

বিচার বিভাগের কাজকে নিজের কাজ মনে করবেন। মামলাজট কমানোই বড় চ্যালেঞ্জ্ব

তিনি বলেন, সামাজিক পরিবর্তন না এলে শুধু মামলা করে অপরাধ দূর করা যাবে না।

বিচার বিভাগের ওপর আস্থার ঘাটতির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন,ওআস্থার ঘাটতি সর্বত্রই। বিচার বিভাগের প্রতি আস্থার ঘাটতি নেই, তা বলব না। তবে তা শুধু বিচারকদের কারণে নয়, আইনজীবীসহ এই বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার কারণে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এটি ধীরে ধীরে আমাদের কাজ করার মাধ্যমে দূর হবেব্ব

প্রধান বিচারপতি আরও বলেনওআমাদের ওপরে আস্থার যে বিষয়টি আপনারা বলছেন, এখনো আপনার কোনো অসুবিধা হলে আপনি কোর্টেই যাবেন। আমাদের ডিসপোজালের রেট কিন্তু দিনের পর দিন বাড়ছে। মানুষের যদি আস্থাই না থাকবে, মানুষ কোর্টে আসবে কেন! আস্থা আছে বলেই মানুষ কোর্টে আসে। হ্যাঁ, তবে, আস্থা হান্ড্রেড পারসেন্ট আছে এ কথাটা আমি বলতে পারব না। এটা বলার মতো অবস্থায় আমরা নেই। যেমন আমি বলেছি, কোনো সেক্টর নেই যেটার ওপর মানুষের আস্থার কমেনি।

তিনি বলেন, আমি শুধু একটি কথা বলবো, যারা রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন, আমাদের আইনজীবী বন্ধুরা যারা রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছেন- তারা রাজনীতিটা করুন কিন্তু আদালত অঙ্গনে তারা যেন সহনশীলতার পরিচয় দেন। তারা যেন একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। তাহলে এই উত্তাপগুলো আদালতে ছড়াবে না। সমাজের রাজনৈতিক বিষয়গুলো সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য করা ঠিক হবে না এবং এটা আমার বিষয়ও না।

আমাদের সামনে যখন বিচার আসে, কোনো একটি মামলা আসে, সেটা আমাদের এবং অধঃস্তন আদালতে নিষ্পত্তি করতে হয়। সূত্র দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

ইইউ পার্লামেন্টে 'বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি' নিয়ে রেজুলেশন গ্রহণে চরম হতাশ বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে 'বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি' নিয়ে রেজুলেশন গ্রহণ করায় চরম হতাশা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ।

গত বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) রেজুলেশনটি গৃহীত হওয়ার পর ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, 'অধিকার' নামে এনজিও'র দুজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আদালতের দেওয়া রায় নিয়ে ইইউ পার্লামেন্টে যে রেজুলেশনটি গ্রহণ করেছে, তার ভাষায় একটি স্বাধীন দেশের বিচার ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর ইচ্ছার প্রতিফলন দেখা গেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, যে রেজুলেশনটি গ্রহণ করা হয়েছে, সেটির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বাংলাদেশ। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাদেশের ৫০ বছরের অংশীদারিত্ব এবং বাংলাদেশ আশা করে, তারা পারস্পরিক সম্মান ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানো থেকে বিরত থাকার ভিত্তিতে অর্থবহ সম্পর্ক অব্যাহতভাবে বজায় রাখবে।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে ৫ মে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজত ইসলাম সমাবেশ করে। পরে সমাবেশস্থলে রাতযাপনের ঘোষণা দেন সংগঠনের নেতারা। তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দিতে যৌথ অভিযান চালায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। ওই অভিযানে ৬১ জন নিহত হয় বলে দাবি করেছিল অধিকার।

তবে সরকারের ভাষ্য, সেই রাতের অভিযানে কেউ মারা যায়নি। শাপলা চত্বরে অভিযানের পর ২০১৩ সালের ১০ আগস্ট গুলশান থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছিলেন ডিবির তৎকালীন উপ-পরিদর্শক (এসআই) আশরাফুল ইসলাম।

মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগে তথ্য প্রযুক্তি আইনে করা মামলায় বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের সম্পাদক আদিলুর রহমান খান শুভ্র ও সংগঠনটির পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানের দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। একইসঙ্গে ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ১ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই রায়কে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে 'বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি' নিয়ে রেজুলেশন গ্রহণ করা হয়।

ইইউ'র মানবাধিকার বিষয়ক প্রস্তাব বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনাকে চাপের মধ্যে ফেলল

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির ক্রমাবনতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যরা (এমইপিরা)। একইসঙ্গে তারা এনজিও, মানবাধিকার সংগঠন ও কর্মী, এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য একটি নিরাপদ ও অনুকূল পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের একটি রেজ্যুলেশন (প্রস্তাব) পাসের পর দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়,ওবাংলাদেশকে অবশ্যই তাদের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার, বিশেষ করে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো মেনে চলতে হবে। সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো যেন বিদেশি অনুদান গ্রহণ করতে পারে, তা-ও কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে - সাইবার নিরাপত্তা আইন প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সদ্য পাস হওয়া সাইবার নিরাপত্তা বিল নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা বলেছে, দুর্ভাগ্যবশত, সাইবার নিরাপত্তা আইন অনেক দিক দিয়েই এর আগের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো।

বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের তীব্র আপত্তির মুখে গতকাল জাতীয় সংসদে ওসাইবার নিরাপত্তা বিল্ব্ পাস হয়। আজ বিলটি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ওয়েবসাইটে প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে। দূতাবাস থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশের সংসদে পাস হওয়া এই বিলের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ ছিল।

যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের পক্ষ থেকে আরো জানানো হয়, ওনতুন আইনটির আন্তর্জাতিক মানদণ্ড নিশ্চিতে বাংলাদেশ সরকার অংশীজনদের এটি পর্যালোচনা এবং তাদের মতামত অন্তর্ভুক্ত করার পর্যাপ্ত সুযোগ দেয়নি।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো এই আইনেও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, জামিন অযোগ্য ধারা বহাল রাখা হয়েছে এবং সমালোচকদের গ্রেপ্তার, আটক ও কণ্ঠরোধ করতে খুব সহজেই এর অপব্যবহার হতে পারেব্ব

সমালোচনা করার আগে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট পড়ার পরামর্শ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে পাস হওয়া 'সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট ২০২৩ব্ব একটু পড়ে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,"আগে আইনটি পড়ুন।চ

''মানুষ আইনের সমালোচনা করলেও কোনো সমস্যায় পড়লে তারা এই আইনই ব্যবহার করেন্ব বলে মনে করেন তিনি।

ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টকে ঘিরে যত উদ্বেগ ছিল, সাইবার সিকিউরিটিঅ্যাক্টে তা ঠিক করা হয়েছে দাবি করেন সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার কবির। দুটি আইন পড়ে তুলনা *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

জনগণ চাইলে থাকবো, না চাইলে অসুবিধা নেই -প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের ভোটাধিকার নিয়ে যাতে কেউ ছিনিমিনি খেলতে না পারে সে বিষয়ে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। গত ১৪ সেপ্টেম্বরবৃহস্পতিবার একাদশ জাতীয় সংসদের ২৪তম অধিবেশনে সমাপনী ভাষণ দেয়ার সময় তিনি বলেন, জনগণের ভোটাধিকার নিয়ে যাতে কেউ ছিনিমিনি খেলতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোন চক্রান্তের কাছে বাংলাদেশের জনগণ মাথানত করেনি আর করবেও না। গণতান্ত্রিক ধারাটা যেন ব্যাহত করতে না পারে। আজকের বাংলাদেশ, বদলে যাওয়া বাংলাদেশ। এদেশের মানুষকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না। দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, এই অগ্রযাত্রা যেন অব্যাহত থাকে।

ডেপুটি স্পীকার এডভোকেট শামসুল হক টুকুর সভাপতিত্বে বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাতে জাতীয় সংসদের সমাপনী বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ যে বদলে গেছে, দেশের মানুষ ভালোভাবে বসবাস করছে, উন্নয়নের সুফল জনগণ ভোগ করছে-এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। টানা তিন মেয়াদে সরকারের ধারাবাহিকতা ছিল বলেই আমরা দেশের এতো উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা যাতে অব্যাহত থাকে সেজন্য দেশের মানুষের কাছে আহ্বান জানাই। সামনে নির্বাচন।

জনগণ ভোট দিলে এখানে (সরকারি দলে) থাকবো, না দিলে ওইদিকে (বিরোধী দলে) যাব, কোন অসুবিধা নেই। তবে যতদিন আছি জনগণের কল্যাণ করে যাব। জনগণের ওপর আমরা সব ছেড়ে দিচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অক্টোবর মাসে আরেকটা অধিবেশন বসবে। সেটাই হবে এই সংসদের শেষ অধিবেশন। এর পরে নির্বাচন হবে।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত সব নির্বাচনই অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে দাবি করে সংসদ নেতা বলেন, আওয়ামী লীগের আমলে এ পর্যন্ত যতগুলো নির্বাচন হয়েছে- উপ-নির্বাচন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন। প্রতিটি নির্বাচন স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে। এর থেকে শান্তিপূর্ণ কবে হয়েছে বাংলদেশে নির্বাচন? কিংবা পৃথিবীর কোন দেশে হয়ে থাকে?

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনেক দেশে নির্বাচন তো এখনো তাদের বিরোধী দল মানেইনি। এরকম তো ঘটনা আছে। তারপরও আমাদের নির্বাচন নিয়ে অনেক ছবক শুনতে হচ্ছে। আজকে যখন সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন আমরা *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

ফরাসি প্রেসিডেন্টের সফরে কী বার্তা পেল বাংলাদেশ?

নোমান বিন হারুন: তিন দশক পর বেশ আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে বাংলাদেশ সফর করে গেলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁ। বাংলাদেশ-ফ্রান্স দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বেশ পুরোনো এবং ঐতিহাসিক। ১৯৭২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে ফ্রান্স বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ১৭ মার্চে প্যারিসে বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপনের মধ্য দিয়ে দু'দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সতেরো শতকে ফরাসি বণিকদের তৎকালীন বাংলায় আগমনের মধ্য দিয়ে যে সম্পর্কের সূচনা হয় তারই ধারাবাহিকতা যেন এখনও অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশের সঙ্গে ফ্রান্সের সম্পর্ক মূলত অর্থনৈতিক স্বার্থে। ফ্রান্সে বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের আড়াই বিলিয়ন ডলারের একটি বড় বাজার রয়েছে; যা ভারত বা চীনের মোট রপ্তানির চেয়েও বেশি। বাণিজ্যিক সম্পর্কের পাশাপাশি বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ফ্রান্সের সহযোগিতা রয়েছে। ১৯৯০ সালে প্রেসিডেন্ট মিতেরাঁর বাংলাদেশে আগমনের মধ্য দিয়ে এই সহযোগিতার সূচনা হয়। সেই সফরে ফ্রান্স বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ প্রকল্পে সাহায্য করে। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

অবাধ, মুক্ত, নিরাপদ ইন্দো-প্যাসিফিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলকে অবাধ, মুক্ত, সংযুক্ত, সমৃদ্ধ, নিরাপদ ও স্থিতিস্থাপক দেখার অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্র তার এই নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমাদের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের উদ্দেশ্য এবং অবস্থান এটাই। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেছেন মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা প্রশ্নে তিনি বলেছেন, যেসব সাংবাদিক ও ব্যক্তিত্ব সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করে তাদের ওপর বাংলাদেশ সরকারের পদ্ধতিগত ও ব্যাপক নিপীড়নের বিষয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। সাংবাদিক মুশফিকুল ফজল আনসারী তার কাছে জানতে চান, জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বাংলাদেশ সফর করেছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ। ঢাকায় তিনি বলেছেন, এ অঞ্চলে মার্কিন শাসন ও হস্তক্ষেপ প্রতিষ্ঠার যেকোনো উদ্যোগকে প্রতিরোধ করবে রাশিয়া। একই সঙ্গে ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, ইন্দো-প্যাসিফিকের নাম করে যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে আসতে চায় এবং এ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়। ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্যাটেজি নিয়ে এর জবাবে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন, রাশিয়ার প্রতি সম্মান রেখেই আমি বলবো, এটি হলো সেই দেশ- যারা দুটি প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালিয়েছে। আগ্রাসী যুদ্ধ করছে।

স্কুল, হাসপাতাল এবং এপার্টমেন্ট ভবনের ওপর প্রতিদিনই বোমা হামলা করছে। অন্য দেশে চাপিয়ে দেয়া নির্দেশনা নিয়ে তাদের কথা বলা উচিত নয়। মোটামুটিভাবে বলা যায়, সের্গেই ল্যাভরভ যা বলেছেন, তা তিনি সজ্ঞাতে বলেননি।

তার কাছে আবার প্রশ্ন *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের ২৯ সচিবের ৪৩ সন্তান বিদেশে : অনুসন্ধানে তথ্য

পরিচয় ডেস্ক: প্রশাসনের ২৯ সচিবের ৪৩ সন্তান বিদেশে বসবাস করছেন। এর মধ্যে ১৮ জন সচিবের ২৫ সন্তান বাস করছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বাকি ১৮ জন আছেন কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও ভারতে। এই ৪৩ জনের মধ্যে বেশির ভাগই পড়াশোনা করছেন। বাকিরা ব্যবসা বা চাকরি করছেন। একটি দায়িত্বশীল সংস্থার অনুসন্ধানে এসব তথ্য মিলেছে।

সূত্র বলেছে, গত মে মাসে নতুন মার্কিন ভিসা নীতি ঘোষণার পর প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাসহ সচিব পদমর্যাদার ৮৬ জনের সন্তানদের কে কোথায় আছেন এবং কী করছেন, তা নিয়ে অনুসন্ধান চালানো হয়। অনুসন্ধানের পর ৮৬ সচিবের মধ্যে ২৯ জনের সন্তানদের বিদেশে থাকার তথ্য প্রতিবেদন আকারে তৈরি করা হয়। পর্যায়ক্রমে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সন্তানদের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে বলে জানা যায়। ওই তালিকায় থাকছে দেশের ৮ বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশের ৮টি রেঞ্জের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি), ৬৪ জেলার জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও পুলিশ সুপার (এসপি)।

২৪ মে রাতে যুক্তরাষ্ট্র নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করে। এই নীতির আওতায় বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য দায়ী বা জড়িত বলে মনে হলে যেকোনো বাংলাদেশি ব্যক্তির জন্য ভিসা দেওয়ায় বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে বলে জানায় দেশটি। বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা, সরকারপন্থী এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা নতুন এই ভিসা নীতির অন্তর্ভুক্ত হবেন।

জানতে চাইলে সাবেক *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

একান্ত ফটো সেশনের সময় বাইডেনের সাথে আলাপের বর্ণনা দিলেন সায়মা ওয়াজেদ

পরিচয় ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা এবং অটিজম বিশেষজ্ঞ সায়মা ওয়াজেদ আজ নয়াদিল্লিতে জি২০ সম্মেলনের ফাঁকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে সেলফিসহ তাদের বেশ কয়েকটি একান্ত ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভেসে বেড়ানোর প্রেক্ষাপটে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার আলাপচারিতার বর্ণনা দিয়েছেন।

সায়মা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স, পূর্বের টুইটারে লিখেছেন, নয়াদিল্লিতে জি২০ সামিটে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে চমৎকার আলাপ হয়েছে। তিনি যোগ করেন,আমি তার সাথে সার্বিক জনস্বাস্থ্যের অংশ হিসেবে মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবার গুরুত্ব এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুল মনোবিজ্ঞানীর বিষয় *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

কলকাতার দৈনিক সংবাদ প্রতিদিন এর রিপোর্ট

পদ্মা সেতু বিপ্লব এনেছে বাংলাদেশে, যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়াও অর্থনীতি-কৃষিতেও ব্যাপক উন্নতি

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব এনেছে পদ্মা সেতু । মাত্র এক বছরেই পদ্মা সেতু বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের শুধু যোগাযোগের সুবিধাই নয়, গোটা দেশের অর্থনীতি-সহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। সেতু পার হতে এখন সময় লাগে মাত্র ৬ থেকে ৭ মিনিট। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৈত্রিক নিবাস রাজধানী ঢাকা থেকে দেড়শো কিলোমিটার দূরে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায়।

তিনি নিজেই এখন হেলিকপ্টার ছেড়ে কারে, জিপে চেপে বাড়ি যান। পদ্মাপাড়ে গিয়ে জলখাবার খান। এই পদ্মা সেতুতে রেললাইন জুড়ে যাওয়ায় ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলার ভাঙা থানা পর্যন্ত রেল চলাচল দ্রুতই শুরু হচ্ছে।

এই রেললাইন সংযুক্ত হবে যশোর পর্যন্ত। এর ফলে বর্তমানে ঢাকা-কলকাতা ৫০০ কিলোমিটারের পরিবর্তে দূরত্ব দাঁড়াবে আড়াইশো কিলোমিটার। রেলে চড়ে কলকাতা পৌঁছানো যাবে ৬ ঘণ্টার মধ্যেই। ভোগান্তি দূর হবে রোগী-সহ পড়ুয়াদের।

আগে জলযানের জন্য পদ্মা পেরতে সময় লাগতো দেড় থেকে দু'ঘণ্টা। এখন রাজধানী ঢাকা থেকে মানুষ বাসে করে বেনাপোল-পেট্রাপোল পৌঁছয় সাড়ে চার ঘণ্টায়। আগে এই সময় লাগত ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা। আর আবহাওয়া খারাপ থাকলে তো কথাই নেই। ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে যেত। এখন পদ্মা সেতুর জন্য কৃষক যেমন তাঁর ফসল দ্রুততার সঙ্গে রাজধানী ঢাকায় পাঠিয়ে কাঙ্খিত মূল্য পাচ্ছেন, অপরদিকে মানুষ দ্রুততার সঙ্গে গন্তব্যে পৌঁছতে পারছেন।

গত বছরের ২৫ জুন পদ্মা সেতুর উদ্বোধন হয়। ২৬ জুন থেকে সেতুটি যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। সেতু চালুর পর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের আগের মতো আর ফেরিঘাটে ৪/৫ ঘণ্টা অসহনীয় ভোগান্তি নেই। কাজ শেষ হলে ফেরি ধরার তাড়াও নেই। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের নতুন প্রাণ দিয়েছে এই সেতু। এখন খুব সহজেই মানুষ রাজধানী ঢাকায় থেকে নিজের গ্রামের বাড়িতে ফিরে যেতে পারছেন।

গত এক বছরে ম্যাজিকের মতো বেড়েছে এই জনপদের জমির দাম। উন্নত হয়েছে মানুষের জীবনযাত্রার মান। সেতুর দুই পাড়ের অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-পর্যটন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের বিকাশ ঘটেছে। পদ্মার এপার ও ওপারের কৃষি ও শিল্পপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা দ্রুত হচ্ছে। সেতুকে কেন্দ্র করে দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে পড়ছে ইতিবাচক প্রভাব।

গত এক বছরে পদ্মা সেতুতে টোল আদায় হয়েছে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার বেশি। সেতু বিভাগ জানায়, ২০২২ সালের ২৬ জুন ভোর ৬টা থেকে শুরু হওয়া পদ্মা সেতুতে চলতি বছরের ২০ জুন পর্যন্ত ৩৬২ দিনে ৫৬ লক্ষ ২৬ হাজার ৯৪৯টি গাড়ি যাতায়াত করেছে।

ওইসব গাড়ির টোল থেকে আয় হয়েছে ৭৯০ কোটি ৯৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। আয় থেকে ৬২২ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা ঋণ পরিশোধ করেছে সেতু কর্তৃপক্ষ।- ঢাকা থেকে সুকুমার সরকার, সংবাদ প্রতিদিন

বাংলাদেশ-সহ এশিয়ার চার দেশের পোশাক রপ্তানি আয় ৬৫ বিলিয়ন ডলার কমাবে বিরূপ জলবায়ু

পরিচয় ডেস্ক: গবেষকদের মতে, প্রচণ্ড তাপদাহের কারণে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা কমবে। জলবায়ুর দুর্যোগে অনেক কারখানাও বন্ধ হবে। ফলে এই ক্ষতি হবে রপ্তানির। চরম তাপপ্রবাহ এবং বন্যার কারণে ২০৩০ সাল নাগাদ এশিয়ার চারটি দেশের পোশাক রপ্তানি আয় থেকে ৬৫ বিলিয়ন হ্রাস পাবে বলে যৌথ এক গবেষণায় উঠে এসেছে। বিনিয়োগ ব্যবস্থাপক সংস্থা- ক্লোডার্স ও কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বুধবার (১৩ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত তাদের গবেষণা নিবন্ধে এতথ্য জানান।

গবেষকদের মতে, প্রচণ্ড তাপদাহের কারণে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা কমবে। জলবায়ুর দুর্যোগে অনেক কারখানাও বন্ধ হবে। ফলে এই ক্ষতি হবে রপ্তানির। *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

চলতি অর্থবছরের জুলাই-আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ২.৯৫ শতাংশ

পরিচয় ডেস্ক: এ সময়ের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি ১.৪২ বিলিয়ন থেকে বেড়ে ১.৪৬ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় চলতি অর্থবছরের জুলাই-আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি ২.৯৫ শতাংশ বেড়েছে।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল ইপিবি তথ্যের বরাত দিয়ে বলেন, এ সময়ের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানি ১.৪২ বিলিয়ন থেকে বেড়ে ১.৪৬ বিলিয়ন ডলার হয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) পোশাক রপ্তানি গত অর্থবছরের একই *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

আগস্টে বাংলাদেশে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ৯.৯২ শতাংশ

পরিচয় ডেস্ক: চলতি বছর আগস্ট মাসে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। গত মাসে সার্বিক মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৯২ শতাংশে। গত দুই মাসে দেশে মূল্যস্ফীতি সামান্য কমার পর আগস্টে তা আবার বেড়েছে। পাশাপাশি আগস্ট মাসে দেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতি অনেকটা বেড়েছে। গত মাসে সার্বিক খাদ্য মূল্যস্ফীতি হয়েছে ১২ দশমিক ৫৪ শতাংশ। এ ছাড়া শহরের চেয়ে গ্রামে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। রবিবার (১০ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) মূল্যস্ফীতির হালনাগাদ তথ্য *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

২৮ অক্টোবর উদ্বোধনের পরদিন জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে বঙ্গবন্ধু টানেল

পরিচয় ডেস্ক: সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সেতু বিভাগের সচিব মনজুর হোসেন বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল শুধু চট্টগ্রামের জন্য নয়, পুরো বাংলাদেশের জন্যই একটা গর্বের বিষয়। আগামী ২৮ অক্টোবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা উদ্বোধনের জন্য তারিখ নির্ধারণ করেছেন। ইতোমধ্যেই সব কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এটার প্রিকমিশনিং, কমিশনিং থেকে শুরু করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা যেগুলো, সেগুলো দেখা হয়েছে।'

নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল আগামী ২৮ অক্টোবর উদ্বোধনের পরদিন জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সেতু বিভাগের সচিব মো. মনজুর হোসেন।

গত ১২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকালে নগরীর সার্কিট হাউজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিমূলক সভা শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তিনি।

তিনি বলেন, 'আগামী *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট - ইআইইউ'র আর্থিক ঝুঁকি মূল্যায়নে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কার পেছনে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: এশিয়ায় আর্থিক ঝুঁকি হ্রাস পেলেও বেশ কয়েকটি দেশ, বিশেষ করে শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান দুর্বল অবস্থানে আছে। ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) এর প্রকাশিত এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দক্ষিণ এশিয়ায় আর্থিক ঝুঁকির মূল্যায়নে (ফিন্যান্সিয়াল রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট) বাংলাদেশকে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার পেছনে রাখা হয়েছে।

প্রতিবেদনে লন্ডন-ভিত্তিক ইআইইউ বলেছে, এশিয়ায় আর্থিক ঝুঁকি হ্রাস পেলেও বেশ কয়েকটি দেশ, বিশেষ করে শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান দুর্বল অবস্থানে আছে।

বাহ্যিক অর্থায়নের রিকোয়্যারমেন্ট অ্যাসেসমেন্টের বিষয়ে ইআইইউ জানিয়েছে, এসব রিকোয়্যারমেন্ট পূরণে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৬০% পর্যন্ত কমতে পারে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশে রাজস্ব ঘাটতি জিডিপির ৫% এর বেশি হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য থেকে দেখা গেছে, ২০২২-২৩ সালে দেশের বাজেট *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

জয় বাংলা | আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান | জয় বঙ্গবন্ধু

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি,
বিশ্ব শান্তি মডেলের প্রণেতা (জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত), স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানের রূপকার, বঙ্গবন্ধু কন্যা, দেশরত্ন

জননেত্রী শেখ হাসিনা'র
সার্বজনীন নাগরিক সংবর্ধনা

অভ্যর্থনা
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩, রবিবার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনাকে নিউইয়র্ক জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানানো হবে (সময় ও টার্মিনাল নাম্বার পরে জানানো হবে)

শান্তি সমাবেশ
Address: 46th street, 1st Ave
তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩, শুক্রবার
সময়: দুপুর ১২টা

সার্বজনীন নাগরিক সংবর্ধনা
Hotel Marriott Marquis. (Ball Room)
1535 Broadway, New York 10036
Date: 22 September 2023, Time: 5.00 PM

অর্থ কমিটি
আহবায়ক: নুরুল আমিন বাবু সদস্য সচিব: এন আমিন
সদস্য: নুরুল ইসলাম নজরুল, আইয়ুব আলী
তোফাজ্জল হোসেন, শিমুল হাসান

নিরাপত্তা কমিটি
আহবায়ক: সাইকুল ইসলাম সদস্য সচিব: সুমন মাহমুদ
সদস্য: মোহাম্মদ বাবুল, মোহাম্মদ শোয়েব
সাফাত রহমান, ইসমত হক খোকন

মঞ্চ কমিটি
আহবায়ক: এম উদ্দিন আলমগীর সদস্য সচিব: শাহ চিশতী
সদস্য: সফিউদ্দিন তালুকদার, রশিদ রানা
মোঃ ইমরান, রায়হান কবির বনি

অভ্যর্থনা কমিটি
আহবায়ক: মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
সদস্য সচিব: তানভীর কায়সার
সদস্য: কানিজ ফাতেমা শাওন, হেলাল মিয়া, নোভেল আমিন

প্রচার কমিটি
আহবায়ক: শিবলী ছাদেক সদস্য সচিব: ইলিয়াস খসরু
সদস্য: শাহীন ইবনে দিলওয়ার, শেখ সফিক
আবুল হোসেন, মোঃ ইসহাক মোল্লা বাবু

আপ্যায়ন কমিটি
আহবায়ক: মাসুদ হোসেন সিরাজী
সদস্য সচিব: মোতাসিম বিল্লাহ দুলাল সদস্য: মোহাম্মদ মুহিত
মোসাহেদ চৌধুরী, গোলাম মাওলা চৌধুরী

শেখ হাসিনার সরকার, বার বার দরকার
সকল প্রবাসী বাঙালি আমন্ত্রিত

রফিকুর রহমান রফিক
সভাপতি

ইমদাদুর রহমান চৌধুরী (ইমদাদ)
সাধারণ সম্পাদক

আয়োজনে

নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ

সার্বিক সহযোগিতায়

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগ, কানেকটিকাট স্টেট আওয়ামী লীগ, মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগ, ভার্জিনিয়া স্টেট আওয়ামী লীগ, মেরিল্যান্ড স্টেট আওয়ামী লীগ, নিউজার্সী স্টেট আওয়ামী লীগ, নিউ ইংল্যান্ড স্টেট আওয়ামী লীগ, মিশিগান স্টেট আওয়ামী লীগ, ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট আওয়ামী লীগ, পেনসিলভেনিয়া স্টেট আওয়ামী লীগ, জর্জিয়া স্টেট আওয়ামী লীগ, ফ্লোরিডা স্টেট আওয়ামী লীগ, টেক্সাস স্টেট আওয়ামী লীগ, ইলিনয়েস স্টেট আওয়ামী লীগ, উইসকনসিন স্টেট আওয়ামী লীগ, সাউথ জার্সী মেট্রো আওয়ামী লীগ, ফিলাডেলফিয়া ট্রাই-কাউন্টি আওয়ামী লীগ, মিশিগান মহানগর আওয়ামী লীগ, জর্জিয়া মহানগর আওয়ামী লীগ, ফ্লোরিডা স্টেট মহানগর আওয়ামী লীগ, সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা মহানগর আওয়ামী লীগ, জর্জিয়া মহানগর আওয়ামী লীগ, ডালাস আওয়ামী লীগ, টেম্পা আওয়ামী লীগ (ফ্লোরিডা), বাফেলো সিটি আওয়ামীলীগ, নিউইয়র্ক আপস্টেট সিটি আওয়ামী লীগ, নিউজার্সী সিটি আওয়ামী লীগ, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগ, যুক্তরাষ্ট্র কৃষক লীগ, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী যুবলীগ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী মহিলা যুবলীগ, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি, যুক্তরাষ্ট্র জাসদ, যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্রী পার্টি মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম-মুক্তিযুদ্ধ ৭১, বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার ভেটার্নস ১৯৭১ ইউএসএ ইঙ্ক, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন, বঙ্গমাতা পরিষদ, পেশাজীবি সমন্বয় পরিষদ, শেখ হাসিনা মঞ্চ, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, শেখ কামাল স্মৃতি পরিষদ, শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদ, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী ফোরাম ইউ এস এ, বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবি পরিষদ, বঙ্গবন্ধু থিয়েটার, মুক্তিযোদ্ধা যুব কমান্ড, গোপালগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন আমেরিকা ইঙ্ক, বঙ্গবন্ধু-বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বপক্ষের সকল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

শহর জুড়ে শুধু লাশ, কতটা ভয়াবহ লিবিয়ার চিত্র?

পরিচয় ডেস্ক : শহরজুড়ে যেখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে লাশ। ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপ, কাদাজল, রাস্তাঘাটে পড়ে রয়েছে মৃতদেহ। সমুদ্রেও ভাসতে দেখা যাচ্ছে বহু লাশ। ঝড় 'ড্যানিয়েল' এবং বন্যাবিধ্বস্ত লিবিয়ার দেরনা শহর এখন ধ্বংসস্তূপ। এমন ভয়াবহ চিত্র দেখে আৎকে উঠছেন সেখানের বেঁচে যাওয়া বাসিন্দারা।

সমুদ্রের তীরে ভেসে আসছে একের পর এক লাশ। গত রোববার (১০ সেপ্টেম্বর) লিবিয়ার দেরনা শহরে প্রলয়ংকরী একটি ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে সমুদ্রে ভেসে গিয়েছিলেন এই মানুষগুলো। এখন পর্যন্ত প্রায় সাত হাজার মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেলেও লিবিয়ার কর্তৃপক্ষ বলছে আরও ১০ হাজারের বেশি মানুষ এখনো নিখোঁজ রয়েছে। তবে দেশটির আল-বায়দা মেডিকেল কলেজের পরিচালক আব্দুল রহিম মাজিক দাবি করেছেন, মৃতের সংখ্যা ২০ হাজারের ঘরে পৌঁছতে পারে।

গত ১৩ সেপ্টেম্বর বুধবার রাতে দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেরনা শহরের রাস্তা-ঘাটে এখনো মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। জলোচ্ছ্বাস ডেনিয়েলের আঘাতে দেরনা এলাকার অসংখ্য পরিবারের সব সদস্যই মারা গেছেন। বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ জনপদ পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এ অবস্থায় কত সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হয়েছে তা নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন হবে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ।

লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলের আকাশে এখন শুধুই আহাজারি। গত ৪ সেপ্টেম্বর গ্রিসের উপকূলে ভূমধ্যসাগরে তৈরি হয়েছিল ঝড় 'ড্যানিয়েল'। এর ফলে ৫ এবং ৬ সেপ্টেম্বর গ্রিসে রেকর্ড বৃষ্টিপাত ঘটে। গ্রিসের জাগোরা গ্রামের একটি অংশে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৭৫০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। যা প্রায় ১৮ মাসের বৃষ্টিপাতের সমতুল্য। থেসালি, মধ্য গ্রিসের অনেক অংশে ২৪ ঘণ্টায় ৪০০ থেকে ৬০০ মিমি বৃষ্টিপাত হয়। প্রবল বৃষ্টির ফলে গ্রিসে ১৫ জনের প্রাণহানি হয়। 'ড্যানিয়েল' ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করে লিবিয়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং ক্রমে 'মেডিকেন' (মেডিটেরানিয়ান হারিকেন)-এ পরিণত হয়। 'মেডিকেন'-এ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় এবং মধ্য-অক্ষাংশের ঝড়ের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই ঝড় সাধারণত সেপ্টেম্বর এবং জানুয়ারির মধ্যে তৈরি হয়।

লিবিয়ার জাতীয় আবহাওয়া কেন্দ্র জানিয়েছে, ১০ সেপ্টেম্বর তীব্র হয় 'ড্যানিয়েল'। এর ফলে দেশের বিভিন্ন অংশে ১৫০ থেকে ২৪০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়। সৃষ্টি হয় ভয়াবহ বন্যার। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত লিবিয়ার আল-বায়দাতে। সেখানে ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ২৪ ঘণ্টায় ৪০০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে।

রোববার (১০ সেপ্টেম্বর) ভয়ঙ্কর শক্তি নিয়ে 'ড্যানিয়েল' আছড়ে পড়ে লিবিয়ার উপকূলে। 'ড্যানিয়েল'-এর তাণ্ডবে লন্ডভন্ড হয়ে গেছে আল-বায়দা, আল-মার্জ, তোবরুক, বাতাহর মতো বেশ কিছু শহর। তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা দেরনা এবং বেনগাজির। দেরনায় বেশ কয়েকটি নদীবাঁধ রয়েছে। ঝড়ের তাণ্ডবে তিনটি বাঁধ ভেঙে গেছে। পানির তোড়ে সমুদ্রে ভেসে গেছে বহু বাড়িঘর। এর জেরেই বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। শহরের পানি বিশেষজ্ঞরা বিবিসিকে জানিয়েছেন, প্রবল বৃষ্টির চাপে দেরনার ১২ কিমি দূরে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

অভিবাসী ঠেকাতে উপকূলে ড্রোন ও ক্যামেরা বসাচ্ছে ফ্রান্স

পরিচয় ডেস্ক: ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যমুখী অভিবাসন স্রোত ঠেকাতে উপকূলে নজরদারি বাড়াতে ড্রোন ও ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফ্রান্স। বেশ কয়েক মাসের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রশিক্ষণের পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটি।

আগামী তিন মাস উত্তর ফ্রান্স উপকূলে ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি বাড়ানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে স্থানীয় মারিতিম প্রেফেকচুর। শনিবার (৯ সেপ্টেম্বর) ড্রোনসহ নিরাপত্তা জোরদারের বিষয়টি স্থানীয় দৈনিক লা ভোয়া দ্যু নর্দকে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। খবর ইনফোমাইগ্রেন্টসের

প্রেফেকচুর আরও জানায়, সোমবার থেকে পরবর্তী তিন মাসের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

মারাত্মক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় বিশ্বের প্রায় ২৪ কোটি মানুষ

পরিচয় ডেস্ক: চলতি বছর খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় থাকা এসব মানুষ বিশ্বের ৪৮টি দেশে বাস করছেন। গত ১৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার লন্ডনে প্রকাশিত খাদ্য সংকটের ওপর বৈশ্বিক রিপোর্টে এ কথা বলা হয়েছে।

২০২৩ সালের আগস্ট মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হালনাগাদ করা এ রিপোর্টে দেখা গেছে যে, ৩৬টি দেশের ৩ কোটি ৩৬ লাখ ৪০ হাজার মানুষ 'জরুরি অবস্থার' মধ্যে রয়েছেন এবং ৪টি দেশের ১২ লাখ ৮৬ হাজার মানুষ 'বিপর্যয়কর অবস্থার' মধ্যে রয়েছেন।

রিপোর্টটিতে দেখা গেছে, এরমধ্যে দক্ষিণ সুদানে সর্বোচ্চ ৬৩ শতাংশ মানুষ এ সংকটে রয়েছে। এরপরে রয়েছে ইয়েমেন (৫২ থেকে ৫৫ শতাংশ)। এরপরে যেসব দেশ রয়েছে সেগুলো হলো- আফগানিস্তান, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, হাইতি ও সুদান। এসব দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা সংকটে রয়েছে। এমন সংকটকে 'সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা' পর্যায়-৩ বা তার উপরে বলে সনাক্ত করা হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২ কোটি ১৬ লাখ মানুষ মারাত্মক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় আছে যা ২০২২ সালের চেয়ে ১০ শতাংশ বেশি। খাদ্য নিরাপত্তা সংকট কবলিত ২১টি দেশের ২ কোটি ৭২ লাখ শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যাদের বয়স ৫ বছরের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

স্বাধীন খালিস্তানের দাবিতে কানাডায় গণভোট, ক্ষুব্ধ ভারত

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের আপত্তি উপেক্ষা করে খালিস্তান রাষ্ট্রের দাবিতে কানাডায় গণভোটের আয়োজন করে কট্টরপন্থী গোষ্ঠী 'শিখস ফর জাস্টিস' (এসএফজে)। মোদি সরকারের পক্ষ থেকে কূটনৈতিক স্তরে আপত্তি জানানো হলেও, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সরকার এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে চায়নি। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

ভারতে নিষিদ্ধ *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

লোকসানে ডুবে যাচ্ছে পাকিস্তান এয়ারলাইন্স

পরিচয় ডেস্ক:আর্থিক সংকটে পাকিস্তান টালমাটাল। এ খবর পুরনো। কিন্তু নতুন খবর হলো জাতীয় বিমান সংস্থা পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স (পিআইএ) তার চেয়েও ভয়াবহ সংকটে। তাদের যে পরিমাণ সম্পদ আছে তার চেয়ে কমপক্ষে ৫ গুন বেশি ঋণ এবং বিভিন্ন দায়বদ্ধতা। এর পরিমাণ ২৫০ কোটি ডলার। বেসামরিক বিমান চলাচল বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হিসাবে শুধু গত অর্থবছরেই (২০২২-২৩) পিআইএ লোকসান দিয়েছে ২৯ কোটি ১০ লাখ ডলার। এমন লোকসানের ফলে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে পিআইএ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা সম্ভব হচ্ছে না। তাদের বেশ কিছু বিমান মাটি কামড়ে রানওয়েতে পড়ে আছে। অর্থাৎ তা কোনো অপারেশনে ব্যবহার করা হচ্ছে না।

এরই মধ্যে ডন রিপোর্ট করেছে, আগামী কয়েক মাসের *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

ভিসা জটিলতায় বাংলাদেশের পর্যটক কম, মন্দায় কলকাতার ব্যবসায়ীরা

পরিচয় ডেস্ক:ভিসা জটিলতায় বাংলাদেশের পর্যটক কমেছে কলকাতায়। এতে মন্দার মুখে পড়েছেন সেখানকার পর্যটনসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা। ফলে প্রভাব পড়ছে স্থানীয় অথনীতিতেও। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কলকাতার মারকুইস স্ট্রিট, ফ্রির স্কুল স্ট্রিট, কেওয়াইডি স্ট্রিট ও সুদ্দর স্ট্রিট বাংলাদেশি পর্যটক অধ্যুষ্যিত অঞ্চল। প্রতি বছরের গ্রীষ্মকালে এ অঞ্চলে অনেক দর্শনার্থী আসেন। তবে ভিসা জটিলতায় এবার দর্শনার্থী কমেছে। ফলে অর্থনীতিতে তার প্রভাব পড়েছে। টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, বাংলাদেশি দর্শনার্থীদের ভিসা *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি,
বিশ্ব শান্তি মডেলের প্রণেতা (জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত), স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানের রূপকার, বঙ্গবন্ধু কন্যা, দেশরত্ন

জননেত্রী শেখ হাসিনা'র

জাতিসংঘের ৭৮তম অধিবেশনে যোগদান ও ২৮ সেপ্টেম্বর শুভ জন্মদিন উপলক্ষে

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

ক্যালভিন মন্ডল
ফাউন্ডার চেয়ারম্যান - ক্যাথরিনা লাভ ফর বাংলাদেশ।
ও পরিবারবর্গ

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর বাংলাদেশ সফর

ফরহাদ মজহার

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ সিঙাড়া খেয়েছেন, নৌকায় তুরাগ ভ্রমণ করেছেন, 'জলের গান'কে ফাউন্টেন পেন দিয়ে বাউলদের একতারা নিয়ে গিয়েছেন - অতঃপর ফরাসি প্রতিষ্ঠান এয়ারবাসের ১০টি এ-৩৫২ উড়োজাহাজ এবং একই প্রতিষ্ঠান থেকে বঙ্গবন্ধু-২ স্যাটেলাইট বিক্রি করেছেন। মাখোঁ ভাল সেইলসম্যান, বুঝলাম। কিন্তু বিশ্ব ব্যবস্থায় দ্বিপক্ষীয় বিভাজন ঘটছে। সেই আলোকেও ভাবা দরকার। আফ্রিকায় তাড়া খেয়ে ফরাসি প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে এসেছেন কি? আহা! কতোদিন দেখিনি তোমায়! মার্কিন ও ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর ছায়া থেকে সরে গিয়ে বাংলাদেশের ফ্যাসিস্ট শাসকগোষ্ঠি রুশ-চিন অক্ষ শক্তির দিকে ঝুঁকে পড়ছে কি? মাখোঁ কি সেই ঝোঁক নিবৃত্ত করতে এসেছেন?

প্রতীকী মনে হোল একতারা নিয়ে যাওয়া। একালে ঔপনিবেশিক আমলে দখলদারি করে লুট করবার দরকার হয় না। বাণিজ্য ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি ও লোকায়ত জ্ঞান আত্মসাৎ করার শক্তিশালী ব্যবস্থা চালু রয়েছে। মাখোঁর একতারা নিয়ে যাওয়া কিম্বা ঔপনিবেশিক, সাম্রাজ্যবাদী এবং ফ্রান্সের মতো চরম বর্ণবাদী ও ইসলাম বিদ্বেষী দেশকে একতারা দেওয়া দারুন প্রতীকী! ইন্টারেস্টিং। বাংলাদেশের আধুনিক গায়করা হামেশা তথাকথিত 'বাউল'দের গান গায়। অনায়াসে গরিব বাউল ফকিরদের গান তারা আত্মসাৎ করে, কিন্তু বিপরীতে তারা কিছু দেয় দেখি নি। বাংলার ভাবচর্চার ধারার সঙ্গে আজ অবধি কারও আন্তরিক সম্পৃক্ততাও দেখি নি। চুরি ছাড়া। তবে বাউল ও নানান লোকগান ও সুর আত্মসাৎকারী গায়কদের কাছে বাউল গান আসলে ইসলাম মোকাবিলা করবার ধর্ম নিরপেক্ষ অস্ত্র। লোকায়ত গান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র সেকুলার শহুরে গায়কদের কাছে নিছকই কাঁচামাল আহরণের ক্ষেত্র। দারুন লাগল। মাখোঁকে যারা একতারা দিয়েছেন তাঁরা এসব ভাবেন নাই ধরে নিচ্ছি, কিন্তু তাদের এটা বোঝা দরকার ছিল একতারা দেয়ার মালিক তারা নন ।

আফ্রিকায় ফ্রান্সের সাবেক উপনিবেশগুলোতে একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটছে। ১৯৯০ সাল থেকে আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলের দেশগুলোতে যে ২৭টি সেনা অভ্যুত্থান হয়েছে তার ৭৮ শতাংশই হয়েছে সাবেক ফরাসী উপনিবেশগুলোতে। সামরিক অভ্যুত্থানের বিরোধিতার চেয়ে সমর্থনই দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক ইতিহাসের প্রতি ঘৃণা দেখা যাচ্ছে। এই সময় মাখোঁ এলেন বাংলাদেশে। মালির সামরিক অভ্যুত্থানের নেতা কর্নেল আবুলায়ে মাইগা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে বলেছেন, "নব্য-ঔপনিবেশিক, আধিপত্যবাদী" দেশটি "সার্বজনীন নৈতিক মূল্যবোধ বর্জন করেছে" এবং মালির "পিঠে ছুরি মেরেছে।" বুরকিনা ফাসোতে ফেব্রুয়ারিতে সেদেশের সামরিক সরকার ফরাসী সৈন্য মোতায়েন সম্পর্কিত দীর্ঘ দিনের চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিয়ে এক মাসের মধ্যে সমস্ত ফরাসী সৈন্যকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। মালি ও বুরকিনা ফাসোর প্রতিবেশী দেশ নেইজারে সেনাবাহিনী প্রেসিডেন্ট মোহামেদ বাজুমকে উৎখাত করেছে সম্প্রতি। তারা বলেছে, মোহাম্মদ বাজুম ফ্রান্সের বসানো একটি পুতুল যার মূল লক্ষ্য একটাই ফরাসী স্বার্থ রক্ষা।

নাইজেরের সেনাশাসক জেনারেল আবদুর রহমান টিচিয়ানি ফ্রান্সের সাথে স্বাক্ষরিত পাঁচটি সামরিক চুক্তি বাতিল করে দিয়েছেন। অভ্যুত্থানের পর জনতা নেইজেরে ফরাসী দূতাবাসেও হামলা চালিয়েছে। কাগজে-কলমে ঔপনিবেশিক শাসন শেষ হওয়ার পরও ফরাসীরা তাদের সাবেক উপনিবেশগুলোর কার্যত পুরানা ঔপনিবেশিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক শোষণ জারি রেখেছে। আফ্রিকার সাহেল ফ্রান্সের নেতৃত্বে পশ্চিমা কিছু দেশ কট্টর ইসলামপন্থীদের বিদ্রোহ দমন করবার জন্য প্রচুর অর্থ সাহায্য দিয়েছে, সেনা মোতায়েন করেছে, কিন্তু এখন অভিযোগ উঠছে

মূলত পাশ্চাত্যের পুতুল সরকারগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্যই সন্ত্রাস দমনের কথা বলা হয়। বিশাল এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবার জন্য জাতীয় সামরিক বাহিনী ও জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী না করে আলাদা ভাবে ক্ষমতাসীন্দের ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী বাহিনি গড়ে তোলা হয়। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা বিচার করলে আফ্রিকার অবস্থাও বোঝা যাবে।

ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখবার জন্যই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বহাল রাখা হয়। টাট্টিখানায় যারা বদনা দেয়, তারাই পানি সাপ্লাই করে, প্রাচীন প্রবাদ! মাখোঁর ফ্রান্স কখনই তার ঔপনিবেশিক অতীত বা ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে মুক্ত হয় নি। ভিয়েতনামসহ ইন্দোচীনের অন্তর্গত দেশগুলোতে অমানবিক ও নিষ্ঠুর কলোনিয়াল শোষণ, যুদ্ধ, হত্যাকাণ্ড, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং নিজ দেশে কালো ও ইসলাম ধর্মালম্বিদের আচরণের জন্য নিন্দিত। বর্ণ বিদ্বেষী কলোনিবাজ ফ্রান্সকে তাড়াবার আফ্রিকায় এখন আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি নেইজারের অভ্যুত্থান এবং পশ্চিম আফ্রিকাসহ প্রায় পুরা আফ্রিকাতেই ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সকে উৎখাত ও তাড়াবার দাবি উঠেছে। তাড়া খেয়ে মাখোঁ বাংলাদেশে আরেক ফ্যাসিস্ট শক্তির সাথে হাত মেলাতে ও ব্যবসা করতে এসেছেন। ভালই হোল তিনি সিঙারা খেলেন, তুরাগ ভ্রমণ করলেন। তবে তার হাতে বাংলার প্রাণের জিনিস একতারা তুলে দেওয়া ঠিক হয় নি। ফরাসি উপনিবেশকারীরা ১৬ শতকে আমেরিকায় গিয়েছিল এবং একশো বছর পরে ক্যারিবিয়ানে দাস ব্যবস্থা ভিত্তিক কলোনিয়াল প্ল্যান্টেশন স্থাপন করেছিল।

আজকের হাইতি থেকে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী ফরাসি সাম্রাজ্য বিপুল সম্পদ লুট করেছিল। উপনিবেশগুলির প্রতি ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক মনোভাব যারপরনাই কুখ্যাত । স্বাধীনতার জন্য হাইতির জনগণের বিদ্রোহ, লড়াই এবং সেই ইতিহাসের মধ্যে কলোনিয়াল প্রভু ও দাস ব্যবসায়ী ফ্রান্সের কুকীর্তি বিধৃত। তথাকথিত ফরাসি বিপ্লবের অতি মাত্রার মহিমা কীর্তন ১৭৯১ সালে হাইতির আফ্রো-বংশীয় জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহ ও বিপ্লবের খবর চাপা পড়ে গিয়েছে। পাশ্চাত্য ইতিহাস আমাদের ভিন্ন ভাবে পাঠ করতে হবে। আমরা সেই গণবিদ্রোহ ও বিপ্লবের গল্প শুনি না যেখানে দাসদের বিদ্রোহ ছিল আরও মর্মস্পর্শী ঔপনবেশিকতা ও দাস ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হাইতির জনগণের সেই মর্মস্পর্শী ইতিহাসের বয়ান আমাদের পাঠ্য বইতে নাই। সেই ইতিহাসই উপনিবেশোত্তরবাংলাদেশের জনগণের জন্য অধিক শিক্ষণীয়। কেন? কারন ১৯৮৯ সালে খোদ ফ্রান্সে ফরাসিদের নিজের দেশেই যখন বিপ্লবের আগুন জ্বলছে সেই অবস্থাতেও ফ্রান্স হাইতিদের স্বাধীনতা দিতে অস্বীকার করেছিল। দাস বিদ্রোহ দমনকারী ফ্রান্সকে আমরা চিনি না। বর্ণ বিদ্বেষী পাশ্চাত্যের কাছ থেকে আমাদের রাজনৈতিক শিক্ষা নেবার বিশেষ কিছু নাই। ফরাসি বিপ্লবকে হাইতির জনগণের স্বাধীনতা যুদ্ধের মানদণ্ড দিয়ে নতুন করে পর্যালোচনা করা শিখতে হবে আমাদের। বিশ্ব ইতিহাস আমাদের নতুন করে পাঠ করতে হবে, আমাদের নিজেদের জায়গা থেকে। সেই ইতিহাস কালো মানুষদের লড়াই, দাস ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম এবং নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা কায়েমের স্বপ্নের সঙ্গে জড়িত। মনে করিয়ে দিতে চাই ইসলামের এতিম নবীকে আপন সন্তান হিশাবে যিনি লালন পালন করেছেন তিনি উম্মে আইমান বারাকা। তিনি কালো। কৃষ্ণাঙ্গ। তাঁর ইতিহাস বর্ণবাদী কোরেশ গোত্র আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছে। নিজ গোত্রের বিরুদ্ধে মোহাম্মদ (সাঃ) তরবারি ধরতে হয়েছিল।

ইসলাম গোত্রবাদ, গোষ্ঠিবাদ, বর্ণবাদ বিরোধী ধর্ম। কিন্তু রাসুলের মৃত্যুর পর গোত্রবাদ, গোষ্ঠবাদ, রক্তবাদ ও হানাহানি ইসলামে ফিরে এসেছে। আজ যখন আমরা দেখি সৌদি আরবসহ আরব দেশে বাঙালি 'মিস্কিন' বা ভিক্ষুকের জাতি হিশাবে সম্বোধিত হয়, তখন আমাদের বুঝতে হবে মানুষের *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

একটি সেলফি আমাদের দেউলিয়া রাজনীতি

চিররঞ্জন সরকার

'সেলফি'-যার অর্থ নিজেই নিজের ছবি তোলা। নানা অঙ্গ-ভঙ্গিমায় নিজের ছবি তুলে মুহূর্তেই তা দেখতে পারার স্বাধীনতা এনে দিয়েছে সেলফি। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর বদৌলতে সেলফি শব্দ ও সংস্কৃতি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। হাটে, মাঠে, ঘাটে, পথে-প্রান্তরেড়সর্বত্রই আজ 'সেলফি'র জয়জয়কার। দুঃখ, শোকে ম্রিয়মাণ মানুষও কান্নার মাঝে চট করে ধরে রাখছে তার ওই মুহূর্তের স্মৃতি ।আর আনন্দের সময় 'সেলফি' তো এক অনিবার্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

এ কথা তো অস্বীকার করা যাবে না যে মানুষ নিজেকে দেখতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। তাই হয়তো আয়না, কিংবা ক্যামেরার প্রতি আকর্ষণ কখনোই গোপন করতে পারে না। নিজের খুঁটিনাটি বিষয় কিংবা ভঙ্গিমা দেখতে সবার আড়ালে হলেও দাঁড়িয়ে যাই আয়না বা ক্যামেরার সামনে। তবু খুঁতখুঁতানির শেষ নেই। অন্যের সামনে নানা অঙ্গ-ভঙ্গিমায় দাঁড়াতে দ্বিধা কাজ করে অনেকের। এই সমস্যার সমাধান করল একটি নতুন প্রযুক্তি, একটি নতুন শব্দ 'সেলফি'!

এই অভিনব পদ্ধতি নিজের ছবি তোলার ক্ষেত্রে মানুষকে স্বাবলম্বী করেছে। এটা এক অর্থে বেশ ভালো এবং আনন্দের কথা। ব্যস্ত দুনিয়ায় পরনির্ভরশীলতা যত কম হয়, ততই মঙ্গলজনক। কিন্তু সবকিছুতে স্বনির্ভরতা মানুষকে ক্রমে বিচ্ছিন্ন ও একা করে তোলেড়এ কথাও সত্যি। বিচ্ছিন্নতা মানুষকে করে তোলে স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক। যূথবদ্ধ হয়ে কাজ করার মানসিকতা অনেক ক্ষেত্রেই নষ্ট করে দেয় এ ধরনের আত্মকেন্দ্রিকতা। বর্তমান বিশ্বের 'বাজ ওয়ার্ড' সেলফি 'সেলফিশ', অর্থাৎ স্বার্থপরের ইংরেজি শব্দের সঙ্গে কোথায় যেন মিলে যায়!

এই আত্মকেন্দ্রিকতা মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে আলাদা করে দেয়। প্রতিটি মানুষের চিন্তা-চেতনায় তীব্রভাবে ফুটে ওঠে শুধু ব্যক্তি 'আমি'র প্রতি আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষার জগতে সামগ্রিক বা সামষ্টিকতার যেন কোনো ঠাঁই নেই।

নিজেকে নিয়ে, নিজেকে দিয়ে, নিজেকে দেখার ও দেখানোর এই আবিশ্ব প্রবণতা উসকে দিয়েছে মোবাইল ফোনের সেলফি ক্যামেরা। এই দৃশ্যকেন্দ্রিকতা ইন্টারনেট-নির্ভর, যার দ্বারা নিমেষে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে দৃশ্য-তথ্য বণ্টন সম্ভব। তাই আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের প্রতিনিধিত্বের দায়ভার সঁপেছি সেলফিতে, প্রযুক্তি আমাদের অংশবিশেষ নিয়ে অনায়াসে পাড়ি দিচ্ছে অন্যের ফোনের-পর্দায়।

আমাদের অস্তিত্ব হয়ে উঠেছে অস্থির, মুহূর্তগামী, সদা মন্তব্যপিপাসু। এই অস্থিরতা বাধ্য করে আমাদের চালচলন, পাশের মানুষজন ও পটভূমি পাল্টে-পাল্টে নিজেকে সচেতনভাবে সাজাতে। গোটা পরিকল্পনাই নিজের দ্বারা, যদিও অধিকাংশ সময় তা অপরমুখী। সে কারণেই মুহূর্তে তার বিতরণ না হলে সব প্রয়াসই বৃথা।

নিজস্বী-স্পৃহায় উৎসাহ দিতে বাজারে আসছে নিত্যনতুন 'সেলফি-এক্সপার্ট' ক্যামেরা। উন্নততর মেগাপিক্সেল-মহিমায় উদ্ভাসিত হচ্ছে নিজ-দৃশ্য-আরতি, পরবর্তী সেলফির তরঙ্গে বিলীন হচ্ছে খানিক আগে তোলা নিজের ছবিটি। এই অস্থায়িত্বই সেলফির স্বভাব।

সাময়িকতার দৈনন্দিন উৎসবে আমরা এতই মগ্ন যে নিজের কোনো ছবিই আলাদা করে দাগ কাটে না, দীর্ঘমেয়াদি হয় না। স্থিরচিত্রের নান্দনিক দর্শনে স্থান-কালের স্থিতির যে অনড়-ভাবনা ছিল, ডিজিটাল অঢেলপনা সেই স্থায়িত্বকে বাতিল করেছে। সেলফির আধিক্যের সামনে অ্যালবামে সুরক্ষিত গুটিকয় ছবি এখন মূল্যবান হলেও 'অচল'। অফুরন্ত, ওজনহীন ডিজিটাল সঞ্চয়-ভান্ডারের সামনে অ্যালবাম কোথায়!

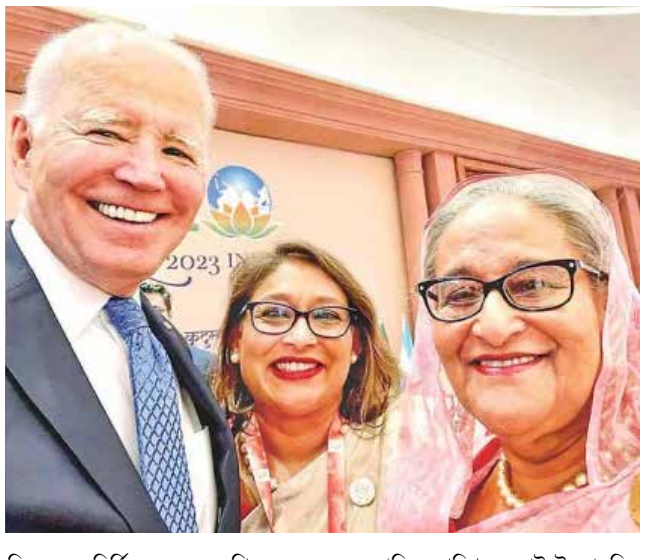

নিমেষে ও নির্বিঘ্নে কমকে বেশিতে, এক-কে একাধিকে পরিণত করাই উত্তরাধুনিক প্রযুক্তির দর্শন। পারদর্শিতাও।

এই স্ব-মুদ্রণের মাধ্যমে জ্ঞানত বা অজান্তে আমরা হয়ে উঠেছি একাধারে দৃশ্য এবং দর্শক। সেলফি-দর্শনের ধারক-বাহক-প্রচারকও আমরাই। আমরাই অংশগ্রহণকারী, আমরাই মূল্যায়নকারী। সেলফিগ্রস্ত এই সভ্যতা নিজেকে দৃশ্য-পণ্যে পরিণত করে ও তাকে বিতরণ করে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সদা উন্মুখ। সেলফি-ক্যামেরাটি এখন এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠছে, প্রতিটি সেলফিই জরুরি এক 'স্ট্যাটাস আপডেট'। ছবি তুলে বা তোলার মুহূর্তেই না জানালে যেন জীবন বৃথা। প্রতিটি ব্যক্তিগত মুহূর্তই এখন প্রচারযোগ্য ও মন্তব্যকামী; নিজের অস্তিত্ব, সঙ্গ ও একাকিত্বকে সেলফির মাধ্যমে সম্প্রচার করাটা দাঁড়িয়েছে অভ্যাসে।

এমনিতেই বর্তমানে আমরা এক অনুদার সংকীর্ণ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে বসবাস করছি। ছোট ছোট ঘর। আকাশ নেই। মাঠ নেই। খোলা জায়গা নেই। মানুষ, বাড়িঘর, আর স্থাপনায় ঠাসাঠাসি এক প্রায়ন্ধকার পরিবেশে আমরা বড় হচ্ছি। বেড়ে উঠছি। আমাদের দৃষ্টিসীমা সংকীর্ণ আর আবদ্ধ নানা স্থাপনায়। অথচ আমরা জানি, মন বড় হওয়ার জন্য বড় পরিসর চাই। উদার আকাশ, দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। বড় বড় বাড়িঘর, উঠোন চাই। চাই বড় মানুষের সান্নিধ্য।

কিন্তু এখন সবকিছু ছোট। সারাক্ষণ মোবাইল-ট্যাব-ল্যাপটপ আর কম্পিউটারের স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকা। দৃষ্টিসীমা একটি নির্দিষ্ট বৃত্তে আবদ্ধ হওয়ায় মনের দিগন্ত কখনো বিস্তৃত হতে পারছে না। ফলে আমরা বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছি। জাতি হিসেবে আমরা রিক্ত-নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছি। শুধু নিজের সুবিধা আদায় করতে গিয়ে যদি অন্য কারও অসুবিধা হয়, আমরা তার পরোয়া করছি না।

সর্বত্র যখন সেলফির জয়জয়কার, তখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের সঙ্গে একটি সেলফি তুলেছেন। এই সেলফি নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে। গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট শেখ হাসিনা এবং তাঁর কন্যার সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গিতে সেলফি তুলছেন। জো বাইডেন ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে জি২০ সম্মেলন চলাকালে এই সেলফি তোলেন। প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল মনের আনন্দে এ ছবি সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ (সাবেক টুইটারে) প্রকাশ করেন। তারপর ছবিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

ছবি নিয়ে শুরু হয় নানা ধরনের মত-মন্তব্য, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ। সরকার-সমর্থকদের কেউ কেউ নির্বাচন সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শেখ হাসিনা সরকারের সম্পর্ক ভালো হয়ে যাওয়ার প্রমাণ হিসেবে এই সেলফিকে বর্ণনা করছেন। আবার সরকারবিরোধীদের কেউ কেউ এটাকে সংকীর্ণতা হিসেবে বিবেচনা করছেন। তাঁদের মতে, 'সেলফি দিয়ে বিভ্রান্তির চেষ্টা হচ্ছে এবং সেলফিতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের কোনো নড়চড় হবে না।' কয়েক মাস যাবৎ দুই দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েনের পটভূমিতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের হাসিমুখে শেখ হাসিনা এবং তাঁর কন্যার সঙ্গে সেলফি তোলার ঘটনাকে কার্যত 'আগের দূরত্ব ঘুচে গেছে' বলে প্রচারের চেষ্টা করছে আওয়ামী লীগের সমর্থকেরা।

এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

Federation of Bangladeshi Associations in North America Inc.

FOBANA

ফোবানার নবগঠিত স্টিয়ারিং কমিটি (২০২৩-২০২৪-২০২৫) চেয়ারম্যান ও এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারিসহ কমিটির কর্মকর্তাদের

শাহ্ নেওয়াজ
চেয়ারম্যান
ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটি

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম
এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি
ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটি

আবুল আজাদ
সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান
ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটি

মোহন জব্বার
ভাইস চেয়ারম্যান
ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটি

উত্তম দে
এক্সিকিউটিভ জয়েন্ট সেক্রেটারি
ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটি

কবিরুল ইসলাম
এ্যাসিস্ট্যান্ট জয়েন্ট সেক্রেটারি
ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটি

ফিরোজ আহমেদ
ট্রেজারার
ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটি

স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যবৃন্দঃ

আলী ইমাম শিকদার (নিউইয়র্ক),
মোহাম্মদ হোসেন খান (নিউইয়র্ক),
ড.ইবরুল চৌধুরী (পেনসিলভেনিয়া),
নিশান রহিম (নিউইয়র্ক),
মোহাম্মদ মহিম (মন্ট্রিয়াল),
জিল্লুর রহমান জিল্লু (নিউইয়র্ক),
মইনুল হক হেলাল (কানেক্টিকাট),
মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন (নিউইয়র্ক),
হাসান চৌধুরী (ওয়াশিংটন),
মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া (টরোন্টো),
ইলিয়াস হাসান (আটলান্টা),
ভাস্কর চন্দ্র (আটলান্টা),
কামরুল হাসান (মিশিগান),
হোসেন বাচ্চু পাঠান (নিউজার্সি),

আসল ব্যাপারটা ক্ষমতার

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

একটি দৈনিকে ১৫ আগস্ট প্রকাশিত সংবাদ শিরোনাম জানাচ্ছে : মশার পেছনে ১ হাজার ৭৯ কোটি টাকা খরচ হয়েছে; তবে ফল শূন্য। ফল পাচ্ছি না। ওষুধেই নাকি ভেজাল আছে। একটি দৈনিক তো মস্ত সংবাদ শিরোনাম দিয়েছে দেখলাম এ রকমের : 'মশার ওষুধে বড় জালিয়াতি'। ভেতরের খবর এ রকমের যে, উত্তর ঢাকার মেয়র মহোদয় বেশ ঢাকঢোল পিটিয়েই ঘোষণা দিয়েছিলেন বিটিআই নামের একটি ব্যাকটেরিয়া সিঙ্গাপুর থেকে আমদানি করা হয়েছে এবং সেটা প্রয়োগ করাও শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটি ওই ওষুধ আদৌ সরবরাহ করেনি। মশাকে তাহলে পায় কে? ওই একই দৈনিক দুই দিন আগে (১৩ আগস্ট) মশা মারা বিষয়ে আরেকটি খবর দিয়েছে। সেটা এই মর্মে যে, মশা মারার প্রকল্পে 'লুটপাটের আয়োজন' চলছে। প্রকল্পের জন্য যেসব খরচ ধরা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে বিদেশি গাড়ির জন্য ৭ কোটি, ৬০ জনের বিদেশ সফরের জন্য ২০ কোটি। আরও আছে। পরামর্শদাতার জন্য ধরা হয়েছে ৬৯ কোটি এবং দেশি প্রশিক্ষণের জন্য ১০০ কোটি।

মশারা মনে হয় বধির ও নির্বোধ, নইলে এসব গর্জন শুনে তাদের দেশছাড়া হওয়ার কথা ছিল। তারা পালায়নি। বরং আরও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। খবরে প্রকাশ, আমাদের অর্থমন্ত্রী নাকি এক গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে জরুরি একটা কথা বলতেই ভুলে গেছিলেন মশার কামড়ের ভয়ে! সিঙ্গাপুর থেকে ওষুধ আমদানির বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য হলো, ওষুধ আসলে এসেছে চীন থেকে। আশা ছিল ওই ওষুধে মশারা কাবু হবে। অন্য একটি দৈনিক পত্রিকায় এর পরপরই বলা হয়, 'মশা নিধনে উল্টো পথে হাঁটছে কর্তৃপক্ষ'। সেই হাঁটাহাঁটির অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হতে শুরু করবে। আশা করা কতটা সঙ্গত জানি না, কিন্তু আমরা ছোটখাটো মানুষ, আশা ছাড়া আমাদের ভরসা কী।

মশার সঙ্গে মশারি আসে। মশারির চাহিদা বাড়ে, দামও নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পায়। অনেককাল আগে, সেই যখন পাকিস্তান হয়েছে মাত্র তখন, একজন কবি সমাজে মানুষের সংকীর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতা বোঝানোর জন্য লিখেছিলেন, 'বড় ছোট হয়ে গেছি আমরা, মশারির ভেতরে আছি সবাই।' পঙ্‌ক্তিটি তখন বেশ প্রাসঙ্গিক ছিল; কেননা ঢাকা শহরে তখন দুঃসহ অত্যাচার চলছিল মশার। এরপর কত যুগ চলে গেছে, আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি, জয়ী হয়েছি যুদ্ধে, কিন্তু কই মশার হাত থেকে তো বাঁচতে পারলাম না। বরং উৎপাত আরও উন্নত হলো। তবে অন্যান্য উন্নতির দরুন মশারির উপমা এখন কোনোরকমের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবে না; বিশেষ করে এই কারণে, অধিকাংশ মানুষই এখন মশারির চাইতেও ছোট জায়গায়, বলা যায় গুহায় বসবাস শুরু করে দিয়েছে। করোনাভাইরাসের কঠোর হুকুমনামা তো ছিল এই যে, বাঁচতে হলে গুহাবাসী হওয়া চাই। ওই হুকুম মানতে যাদের গাফিলতি, তাদের অনেকেই শাস্তি পেয়েছেন প্রাণহারানোর। নিরাপত্তা দেখছি কোথাও নেই। আমরা জানতাম এবং বলতামও, ট্রেনে যাতায়াত অধিকতর নিরাপদ, এখন দেখা যাচ্ছে সেই নিরাপত্তাটা আর নেই। বড় দুর্ঘটনার কথা বাদই রাখলাম, ছিনতাইকারী ও ডাকাতচক্র পথে পথে ঢিল ছুড়ে ট্রেন থামিয়ে দেয়, তারপর ট্রেনে উঠে যাত্রীদের সর্বস্ব লুট করে নেয়। বাধা দিলে ছুড়ে ফেলে দেয় নিচে।

এ লেখাটা লিখতে লিখতেই খবর দেখলাম : 'বিছানায় পড়ে ছিল স্ত্রীর লাশ, ঝুলে ছিল স্বামী'। খবরটি ময়মনসিংহ শহরের। পুলিশের ধারণা, স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যার পর স্বামী আত্মহত্যা করেছেন। নয় মাস আগে তাদের বিয়ে হয়। দুজনেরই এটি দ্বিতীয় বিয়ে। রাজধানীর কামরাঙ্গীর চরের ঘটনাটা অবশ্য একটু ভিন্ন ধরনের।

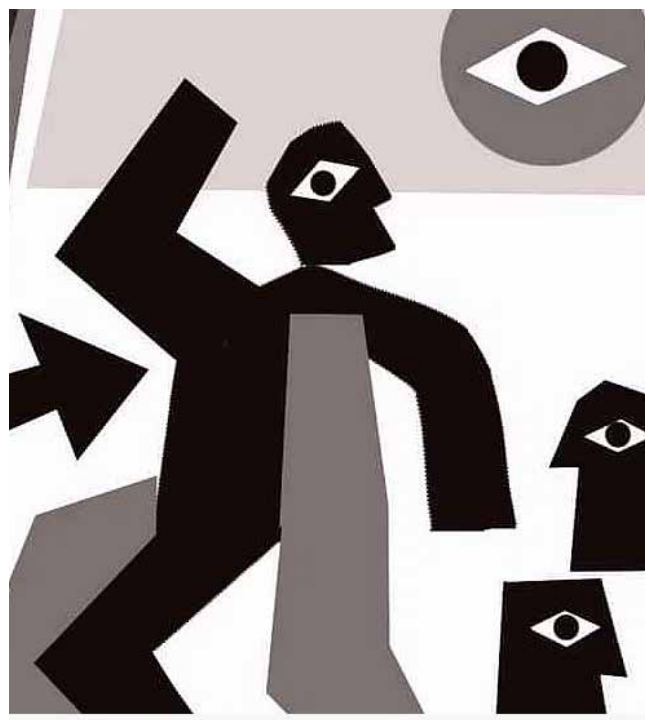

সেখানে দুজন নয়, একজনই প্রাণ হারিয়েছেন। প্রাণ হারিয়েছেন স্ত্রী, পলাতক রয়েছেন স্বামী। স্বামী নাকি প্রেমের মাধ্যমে স্ত্রীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিলেন। তাদের দুই বছর বয়সি একটি সন্তান রয়েছে। একই দিনের ঘটনা এসব। ঘটনা আরও আছে, কেরানীগঞ্জে একটি কেমিক্যাল কারখানার গুদামে আগুন লাগায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে একই পরিবারের পাঁচজন। গুদামের পাশের বসতবাড়িতে তারা থাকতেন। রাতে সবাই ঘুমিয়ে ছিলেন। তারা ঘুমিয়ে ছিলেন একটি সুন্দর সকালের স্বপ্ন নিয়েই। ওই একই দিনের আরও কয়েকটি খবর এ রকমের : 'ভগ্নিপতিকে সঙ্গে নিয়ে স্ত্রী খুন' (ফরিদপুরে), 'কক্সবাজারে পাহাড়ধসে বৃদ্ধের মৃত্যু', 'বিভিন্ন স্থানে জামায়াতের বিক্ষোভ সংঘর্ষ, একজন নিহত; পুলিশসহ আহত ২৮', 'পাঁচ জেলায় পানিবাহিত রোগ ছড়ানোর শঙ্কা', 'ব্যবসায়মুখী রাজউক, মূল কাজে নজর কম', 'ডেঙ্গুতে ২৪ ঘণ্টায় ১০ জনের মৃত্যু, ভর্তি ১৯৩৪', 'বাণিজ্যের আড়ালে অর্থ পাচার চলছেই', 'কুড়িগ্রামে প্লাবিত শতাধিক চর, ৫ হাজার মানুষ পানিবন্দি', 'খুলনায় ওষুধ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের সংঘর্ষ, আহত ২০; ব্যবসায়ীদের কর্মবিরতিতে ভোগান্তির শিকার চিকিৎসাপ্রত্যাশীরা', 'চাঁদা না দেওয়ায় শিক্ষককে মারলেন চেয়ারম্যানপুত্র' (বরগুনায়), 'চাল না দিয়ে মার দিলেন চেয়ারম্যান' (সাতক্ষীরায়), 'ঢাকায় র‍্যাব পরিচয়ে তিনজনকে অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়', 'জনস্বাস্থ্যের স্যালাইন ইউনিট বন্ধে সংকট তীব্র', 'চট্টগ্রামে বন্যা-জলাবদ্ধতায় ৭০০ কোটি টাকার ক্ষতি', 'ডুবছে টাঙ্গুয়ার হাওর, বড় ইঞ্জিন নৌকা ও হাউসবোটের অবাধ চলাচলে এবং পর্যটকদের কর্মকাণ্ডে ঝুঁকির মুখে হাওরের জীববৈচিত্র্য'।

আসল ব্যাপারটা কিন্তু ক্ষমতার। যার ক্ষমতা আছে সে-ই বড়। মশার মতো ক্ষুদ্র হলেও। আর ক্ষমতার একেবারে জন্মগত স্বভাবটি হলো নিজেকে প্রদর্শন করা। প্রদর্শন এক প্রকারের অনুশীলনও বটে। এ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা আরও ক্ষমতাবান হয়; ক্ষমতাবান হয়ে আতঙ্কের কারণ হয়, দুর্বলের জন্য। বিদ্যা সম্পর্কে বলা আছে, যতই করিবে দান ততই যাবে বেড়ে। ক্ষমতা সম্পর্কে ঠিক উল্টোটাই সত্য। ক্ষমতার নির্লজ্জতম প্রকাশের একটি হচ্ছে ধর্ষণ।

আমাদের এক অধ্যাপক-লেখক বন্ধু প্রায়ই বলতেন, কোনো কোনো বাঙালির প্রধান বিনোদন হচ্ছে ধর্ষণ। কিছুটা স্পষ্টভাষী ছিলেন। লোকে বলত দুর্মুখ। বাঙালিকে ভালোবাসতেন বলেই অধিক দুঃখের সঙ্গে বলতেন এমন কথা। এবং বলাই বাহুল্য, আমরা কেউই তাঁর কথায় সায় দিতাম না। আজ তিনি নেই, এক যুগ হবে তিনি চলে গেছেন। কিন্তু আজ যদি তিনি আমাদের মধ্যে থাকতেন তাহলে তাঁর মতের বিরোধিতায় আগের মতো জোর যে পেতাম না তা সত্য। আমাদের যত প্রকারের গৌরব, অর্জন, বড়াই সবই ম্লান হয়ে যায় কয়েকটি কারণে। এর মধ্যে রয়েছে দুর্নীতিও। কিন্তু সর্বাধিক লজ্জাজনক হচ্ছে ধর্ষণ, যা বেড়েই চলেছে। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাওয়ার কথা।

একটি ঘটনা তো গল্পের মতো শোনাবে, অস্ত্রোপচার-পরবর্তী সংক্রমণের চিকিৎসা নিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে যান ২৮ বছর বয়সি এক নারী। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেশ কিছুদিন তার ড্রেসিং *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

দ্য ঘোস্ট রাইটার ও দেশের বাস্তবতা

মুজতাহিদ ফারুকী

অ্যাডাম ল্যাঙ ব্রিটেনের সবচেয়ে দীর্ঘকালীন প্রধানমন্ত্রী। তিনি অসম সাহসী এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি পারেন না এমন কাজ নেই। তার অভিধানে ব্যর্থতা শব্দটি নেই। দেশের রাজনীতিতে তিনি চমক সৃষ্টি করতে পারেন দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করে দিয়ে। পারেন বিশ্বরাজনীতির জোয়াল নিয়ন্ত্রণ করতে। তার রাজনীতির অভিধানে জোরালোভাবে আছে গুম, খুন, হত্যার মতো জনপ্রিয় শব্দগুলো। না, এটি ব্রিটেনের কোনো বাস্তবের প্রধানমন্ত্রীর বিবরণ নয়। ব্রিটেনে অ্যাডাম ল্যাঙ নামে কেউ কোনোকালে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন না। কিন্তু সারাবিশ্ব প্রধানমন্ত্রী অ্যাডাম ল্যাঙ-এর নাম জানে। কারণ, তিনি এক জনপ্রিয় ও বেস্ট সেলার উপন্যাসের নায়ক। ক্ষমতা, রাজনীতি, দুর্নীতি এবং হত্যার মতো অপরাধের ওপর এই বইটির লেখক ব্রিটিশ সাংবাদিক ও ঔপন্যাসিক রবার্ট হ্যারিস- যিনি পম্পেই ও এনিগমার মতো দুর্ধর্ষ উপন্যাসের জন্য বিখ্যাত। আর হলিউডের অন্যতম সেরা চিত্র পরিচালক রোমান পোলানস্কি 'দ্য ঘোস্ট রাইটার' নামের ওই রাজনৈতিক থ্রিলার (২০০৭) নিয়ে সাড়া জাগানো ছবি তৈরি করেছেন (২০১০)।

হ্যাঁ, ঘোস্ট রাইটার। ভুতুড়ে, ভাড়াটে অথবা বেনামি লেখক। সম্প্রতি দেশে বহুল আলোচিত বিষয়। গত ৭ সেপ্টেম্বর বার্তা সংস্থা এএফপির অনুসন্ধানী রিপোর্ট 'নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের সরকারের প্রশংসা করে মিডিয়ায় লিখছেন ভুয়া বিশেষজ্ঞরা' প্রকাশের পর আলোচনার সুনামি বয়ে যায় রাজনৈতিক অঙ্গন ও মিডিয়া জগতে। লেখা হয় অনেক সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ। সামনে আসে সরকারের গত এক বছরে প্রচারণা খাতে নেয়া বিভিন্ন কর্মসূচির ফিরিস্তি, যার মধ্যে অন্যতম ছিল, 'অভিবাসী কূটনীতি' নামে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নতুন একটি অধিশাখা গঠন এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে 'ইতিবাচক' আর্টিকেল লেখানোর জন্য সরকারি বাজেট থেকে সম্মানী দিয়ে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে কলামিস্ট ভাড়া করার মতো বিষয়গুলো। আমরা সে প্রসঙ্গে যাব না। বরং উপন্যাসের কাহিনীটা দু'চার কথায় দেখে নিই। ব্রিটিশ রাজনীতির অবিকল্প ক্রীড়নক এবং চরম বিতর্কিত প্রধানমন্ত্রী অ্যাডাম ল্যাঙ পদত্যাগের পর স্মৃতিচারণমূলক বই লিখতে চান। এজন্যে তিনি ভাড়াটে লেখক জোগাড় করেন। ভাড়াটে লেখকের দায়িত্ব কী? তিনি ক্লায়েন্টের দেয়া রেখাচিত্রের ওপর কাজ করে সেটিকে এমন এক বইয়ের রূপ দেবেন যা ক্লায়েন্টকে একজন চমৎকার মানুষ হিসাবে জনসমক্ষে তুলে ধরবে। তার সুনাম বাড়িয়ে দেবে। উপন্যাসের ভাড়াটে লেখকের জন্য অ্যাডাম ল্যাঙ-এর মতো রাজনীতিকের জীবনী লেখা ছিল বিরাট সুযোগ, কারণ সম্মানীর পরিমাণ অকল্পনীয়। এমন সুযোগ জীবনে একবারই আসে। লেখক প্রচণ্ড শীতের ঋতুতে অ্যাডাম ল্যাঙের সাথে কাজ করতে প্রত্যন্ত উপকূলীয় দ্বীপে উড়ে যান- যেখানে তিনি পরিচিত সব মানুষ থেকে, গোটা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন।

লেখক জানতে পারেন, তার আগে আরেকজন ভাড়াটে লেখক একই দায়িত্ব পালন করতে এসে মর্মান্তিকভাবে নিহত হয়েছেন। বিচ্ছিন্নতা এবং আগের লেখকের অস্বাভাবিক মৃত্যু দ্বিতীয় লেখকের অস্বস্তির একমাত্র কারণ ছিল না। তিনি জানতে পারেন, তার ক্লায়েন্টের অতীত জীবন গভীর গোপনীয়তার চাদরে মোড়া, তিনি এমন এক ব্যক্তি যার আছে ইতিহাসের সত্য পাল্টে দেবার ক্ষমতা। যদিও জীবনে কিছু ভুলভ্রান্তিও তিনি করেছেন। যেমন, বিতর্কিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে বিশ্বশক্তি আমেরিকার সঙ্গে যোগ দেয়া। এই ভুলের কারণে শেষ পর্যন্ত তাকে ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছে। লেখক উপলব্ধি করেন তিনি সম্ভবত জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছেন। দ্য ঘোস্ট রাইটার প্রকাশ পায় ২০০৭ সালে। তার আগে ২০০৩ সালে ব্রিটেন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকার সঙ্গী হয়ে ইরাক আক্রমণ করে। সচেতন পাঠকের কি বুঝতে বাকি আছে, অ্যাডাম ল্যাঙ আসলে কে?

আমরা জানি, টনি ব্লেয়ার ক্ষমতায় থাকতেই মিডিয়ার বিচারে যুদ্ধাপরাধী সাব্যস্ত হন। সেটি ঘটেছিল নাট্যমঞ্চে, টেলিভিশনের সিরিয়ালে এবং সবশেষে হ্যারিসের উপন্যাসে। পরে সরকারি তদন্তেও টনি ব্লেয়ার চরম মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হন।

যা হোক, ঘোস্ট রাইটারের আইডিয়া কিন্তু নতুন নয়। এরা যে খুব অস্পৃশ্য বা নিন্দিত তা-ও না। অনেক দেশেই বেনামি লেখকের তালিকা থেকে লেখক খুঁজে নেয়া যায়। তার মানে বিষয়টি লুকোছাপার কিছু নয়। অস্ট্রেলিয়ার লেখক সমিতি অঁংঃৎধষরধহ ঝড়পরবঃু ড়ভ অঁঃযড়ৎং (অঝঅ) এ ধরনের লেখকের তালিকা অনলাইনে দিয়েছে। বাংলাদেশেও অনেক টাকাওয়ালা লোক ভাড়াটে লেখক দিয়ে আত্মজীবনী লেখান। এমন কিছু লেখকের নামও অনেকে জানেন। সেবা প্রকাশনীর ভাড়াটে লেখকেরা কাজী আনোয়ার হোসেনের স্মরণীয় সৃষ্টি মাসুদ রানা সিরিজ লেখায় যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সেটি তুঙ্গ স্পর্শ করে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাডাম ল্যাঙের কাহিনী নিছকই কল্প-কাহিনী, ফিকশন। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার যা করেছে সেটি অভিনব। গোয়েবলসের প্রপাগান্ডা কৌশল বিশ্বসেরা হলেও তার সময়ে রাষ্ট্রের তথা জনগণের কষ্টের টাকা খরচ করে কলামিস্ট ভাড়া করার নজির নেই। সেদিক থেকে বাংলাদেশ সরকার সম্ভবত একটি নতুন বিশ্বরেকর্ড করেছে, ইতিহাস যার মূল্যায়ন একসময় নিশ্চয়ই করবে।

সরকারিভাবে বলা হয়েছে, বিদেশে বসে যারা বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে তাদের দাঁতভাঙা জবাব দেবেন ভাড়াটে কলামিস্টরা। দেশের বাইরে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে তাদের দিয়ে 'গঠনমূলক ও ইতিবাচক প্রবন্ধ, অনুচ্ছেদসহ নানা ধরনের লেখা' প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমিন ২০২২ সালের আগস্টে অনুষ্ঠিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে বলেছিলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে আর্টিকেল লেখার মতো দক্ষ জনবল না থাকায় আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে কলামিস্টদের দিয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে ইতিবাচক আর্টিকেল লেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৈঠকে কমিটির সদস্য নাহিম রাজ্জাক বলেছিলেন, ইদানীং দেশের বাইরে বিভিন্ন ডায়াসফোরাগুলো ব্যাপকভাবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা চালাচ্ছে। এর মোকাবিলায় মিশনগুলোর জোরালো ভূমিকা রাখা উচিত। সাংবাদিক হিসাবে বিদেশের কোথায় কে কী ধরনের প্রচারণা চালাচ্ছেন সেটি অনুসরণ করা আমাদের স্বাভাবিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এজন্যে প্রায়শ বিশেষ করে লন্ডন, প্যারিস, নিউ ইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশী অ্যাকটিভিস্টদের সোশ্যাল মিডিয়া ফলো করতে হয়। সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, বিদেশে যারা সক্রিয়ভাবে বাংলাদেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেন তাদের কেউই কোনোভাবেই 'বাংলাদেশবিরোধী' প্রচারণার সঙ্গে সামান্যও জড়িত নন। তারা যেটি করেন তা হলো, তাদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের সরকারের নানা অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা এবং ভুলভ্রান্তি তুলে ধরা। এটি মত প্রকাশের অধিকারের আওতাভুক্ত। তবে হ্যাঁ, এটাও সত্য যে, সরকারের কাজের সমালোচনা করতে গিয়ে কেউ হয়তো অসত্য তথ্যও উপস্থাপন করেন। সেটি সব সময় অসদুদ্দেশ্যে করেন এমন না। বিদেশ থেকে তথ্যের সত্যতা শতভাগ নিশ্চিত হওয়া কঠিন। যখন এ দেশে তথ্য শেয়ার করতে গেলে প্রায়শ মৃত্যুর ঝুঁকি পর্যন্ত থাকে। আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলে নয়। বিদেশ থেকে যারা অ্যাকটিভিজম করেন তাদের কেউ কেউ ভাষা ব্যবহারে এবং প্রকাশ ভঙ্গিতে অনেকটাই অমার্জিত, অসংযত এবং ক্ষেত্রবিশেষে অশালীনও। সেটি তাদের রুচিবোধের ব্যাপার বলে এড়িয়ে যেতে পারলে খুশি হওয়া যেতো। সে সুযোগ নেই। যারা বিদেশে বসে সরকারের কথিত অপকর্মের সমালোচনা করছেন তাদের অনেকে দেশে অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুমের শিকার হয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হন। কেউ বা জীবনের ঝুঁকির মুখে কোনোরকমে পৈতৃক প্রাণটা হাতে নিয়ে পালিয়ে বাঁচেন। তাদের ক্ষোভ কি খুব অস্বাভাবিক? আবার বিদেশে বসে সমালোচনার কারণে যদি কারো দেশে বসবাসরত পরিবারের ওপর জুলুম হয়, তার জবান সংযত রাখা দুঃসাধ্য। অসংযত রসনা তার ক্ষোভ প্রশমন করে। তখন এমনকি সত্যমিথ্যা, বৈধ অবৈধ কোন অস্ত্রে আপনাকে ঘায়েল করবে তা দেখার সুযোগও কমই থাকে। আল্লামা সাঈদীর মৃত্যুতে শোক জানানোর কারণে যুক্তরাষ্ট্রে পিএইচডি গবেষণারত শিক্ষার্থীর মাকে পুলিশের ধরে নিয়ে যাবার টাটকা কাহিনী তো কেউ ভুলে যায়নি। ভুলে যায়নি প্রবাসী এক সাংবাদিকের বোনকে অত্যাচার করার কাহিনীও।

ছেলেবেলা থেকে প্রবাদবাক্য শুনে আসছি, চুরিবিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা। সচরাচর পরীক্ষায় নকল বা ঘুষ খাওয়ার মতো প্রসঙ্গে কথাটা বলা হয়। আমাদের মনে হয়, ভাড়াটে লেখকদের আউটসোর্সিং-এর নামে সরকার যে অস্তিত্বহীন তথাকথিত 'বিশেষজ্ঞ-বিশ্লেষক' মাঠে নামিয়েছে এটি এক অর্থে চুরি-জোচ্চুরির পর্যায়েই পড়ে। কারণ, লেখকের যেখানে অস্তিত্ব নেই, সেখানে এ খাতে বরাদ্দ করা অর্থ (শোনা যায়, বিপুল পরিমাণ) কোথায় কে কিভাবে পকেটে পুরলো সে প্রশ্ন উঠবেই। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে তো ব্যয়ের খাত দেখাতে হবে একদিন। দৈনিক নয়াদিগন্ত-র সৌজন্যে

BEGINNER'S DRIVING ACADEMY

5 HOURS PRE LICENSING COURSE

OUR SERVICES

- Professional Certified Male & Lady Instructor.
- Flexible Lesson Timing
- Pickup, Drop Off from your Convenient Location
- All Types of DMV Express Services

6 Hours Defensive Driving Course (DDC)

BEGINNER'S DMV EXPRESS SERVICE

DMV এর সকল ধরনের জরুরী
সেবা পেতে আজই যোগাযোগ করুন

PLEASE CALL

(929) 244 7730

www.bdacademy.nyc

71-16 35th Avenue,
Jackson Heights, NY 11372.

129-20 Liberty Avenue,
South Richmond Hill, NY 11419.

জো বাইডেন কেন এত অজনপ্রিয়

রস ডাউথ্যাট

জো বাইডেন একজন অজনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট এবং নিজের ভাবমূর্তি কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে না পারলে ২০২৪ সালের নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে তাঁর পরাজয় সুনিশ্চিত। এতে খুব আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তাঁর দুই পূর্বসূরিও সরকার গঠনের এই পর্যায়ে অজনপ্রিয় হয়েছিলেন। জিততে পারবেন কি না আবারও, সেই সংশয়ও ছিল।

ট্রাম্প ও বারাক ওবামার বেলায় অপেক্ষাকৃত সহজ একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। ওবামার সময় বেকারত্বের হার ২০১১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ছিল ৯ দশমিক ১ শতাংশ। আর ছিল ওবামাকেয়ার নিয়ে দ্বন্দ্ব। ট্রাম্প অবশ্য কখনো জনপ্রিয়ই ছিলেন না। অজনপ্রিয়তাই তাঁর জন্য স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাইডেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে মধুচন্দ্রিমার কালও কাটিয়েছিলেন, তাঁর বেশ গ্রহণযোগ্যতাও ছিল। আফগানিস্তান থেকে তড়িঘড়ি করে সেনা প্রত্যাহার তাঁর জনপ্রিয়তায় ভাটা আনে। আর তখন থেকেই তাঁর জনপ্রিয়তার এই ভগ্নদশার কী কারণ, তার একক কোনো কারণ বা ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ওবামার প্রথম মেয়াদের তুলনায় বাইডেন আমলে অর্থনীতি ভালো ছিল। অর্থনৈতিক মন্দার যে ঝুঁকি ছিল, সেটাও কেটেছে। বামপন্থী উদারনৈতিকদের নিয়ে বা কোভিড নিয়ে ডেমোক্র্যাটদের যে যুদ্ধ, তা এখন থিতিয়ে গেছে। বাইডেনের পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক দল এখন পর্যন্ত রাশিয়ার সঙ্গে উত্তেজনা পরিহার করতে পেরেছে। বাইডেন এমনকি কিছু বিষয়ে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের একটা জায়গায় আনতে পেরেছেন। এত কিছুর পরও কেন নির্বাচনী লড়াইয়ে বাইডেন এগোতে পারছেন না, তা নিয়ে ডেমোক্র্যাটরা ধন্দে আছেন। বাইডেনকে টেনে ধরছে কোন বিষয়গুলো, তা নিয়ে সত্যি নিশ্চিত করে বলা কঠিন, তা আমিও বিশ্বাস করি।

তাত্ত্বিকভাবে বলতে গেলে বাইডেনের জনপ্রিয়তার পথে প্রধান বাধা হলো মূল্যস্ফীতি। মানুষ চায় না জিনিসপত্রের দাম বাড়ুক। বাইডেন অর্থনৈতিক মন্দা এড়িয়েছেন ঠিকই, মানুষের আয়ও কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু বাড়তি এই আয় চলে যাচ্ছে মূল্যস্ফীতির পেটে।

এটিই যদি বাইডেনের অজনপ্রিয়তার প্রধান কারণ হয়, তাহলে হোয়াইট হাউসের ধৈর্য ধরা ছাড়া উপায় নেই। ইউক্রেনে যুদ্ধ থামলে গ্যাসের দাম কিছুটা কমবে, এই একটা সম্ভাবনা ছাড়া বাইডেন প্রশাসনের হাতে আপাতত আর কোনো নীতি নেই। কিন্তু বাইডেনের জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ার পেছনে অর্থনীতি একমাত্র দায়ী নয়। বিভিন্ন ধরনের ভোটে দেখা যাচ্ছে, বাইডেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মতো ক্রমেই সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোর সমর্থন হারিয়ে ফেলছেন। সামাজিক কিছু বিষয়ও আসলে ডেমোক্র্যাটদের জন্য চিন্তার কারণ। দলের সক্রিয় কর্মীদের মধ্যে আফ্রিকান, আমেরিকান ও হিসপানিকদের একটি অংশ রিপাবলিকানদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

বাইডেনের বয়সটা একটা উদ্বেগের কারণ। আফগানিস্তান সংকটের সময় তাঁর জনপ্রিয়তায় চিড় ধরার কারণ হয়তো তাঁদের জনসমক্ষে না আসা। কিছু ভোটার হয়তো ভাবছেন, বাইডেনের পক্ষে একটি ভোট দেওয়ার মানে হলো, দুর্ভাগা কমলা হ্যারিসের পক্ষে একটি ভোট দেওয়া। সেদিক থেকে প্রেসিডেন্ট পদে প্রচারণায় ট্রাম্প যে শক্তি নিয়ে হাজির হচ্ছেন, তাই তাঁকে সুবিধা দিচ্ছেন। নীতি অপরিবর্তিত রেখে কীভাবে কোনো ব্যক্তি এই অবস্থায় জনপ্রিয় হতে পারেন? এমন কোনো নেতাকে আরও মহান করে তোলা বেশ কঠিন। এ ক্ষেত্রে বাইডেন যা করতে পারেন, তা হলো তিনি আরও বলিষ্ঠ ভূমিকায় মানুষের কাছে এসে দাঁড়াতে পারেন। এতে যে ঝুঁকিই থাকুক না কেন!

বলতে গেলে, এটা শুধুই একরকম কৌশল। বাইডেনের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো, মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে গেঁথে বসে যাওয়া হতাশা ও নৈরাশ্য। এ সমস্যার মূল শিকার তরুণেরা। কোভিড ও গভীর সামাজিক সমস্যা এই হতাশা বাড়িয়েছে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে রুটিনমাফিক কাজ করে গেলেই এ সমস্যার সমাধান হবে বলে আমি মনে করি না। আমি জিমি কার্টারের মতো তাঁকে কোনো বক্তৃতা নিয়ে হাজির হতে বলছি না। আর আমি এও মনে করি না যে প্রযুক্তির এই গোলমালের যুগে তিনি কোনো ক্রুসেডার হিসেবে উপস্থিত হবেন বা তাঁর হাত ধরে ধর্মের পুনরুত্থান ঘটবে। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলএই বিশ্বাস নিয়ে তাঁকে পুনর্নির্বাচনে উদ্যোগী হতে হবে।

তবে আমেরিকার মানুষ যেখানেই আশা খুঁজে পান না কেন, জরাগ্রস্ত এক প্রেসিডেন্ট একাই এই আশা তৈরি করে দেবেন, আমরা বোধ হয় এ ধারণা থেকে বহু আগে বেরিয়ে এসেছি।

দ্য নিউইয়র্ক টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিতভাবে অনূদিত। রস ডাউথ্যাট দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-এর রাজনীতি, ধর্ম ও শিক্ষাবিষয়ক কলাম লেখক

বিশ্ব রাজনীতিতে অপরাধীদের নির্বাচিত হওয়ার তালিকা বড় হচ্ছে

ইয়ান বুরুমা

ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ মাথায় নিয়ে ফের একই পদে নির্বাচন করার ঘটনা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে একধরনের স্বাতন্ত্র্যযুক্ত প্রথম সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দাঁড় করালেও প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার ইতিহাসে তিনিই প্রথম কোনো রাজনৈতিক প্রার্থী নন, যাঁকে অভিযুক্ত কিংবা দোষী সাব্যস্ত, এমনকি কারারুদ্ধ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ট্রাম্পের জ্বালানিমন্ত্রী ও টেক্সাসের সাবেক গভর্নর রিক পেরি যখন ২০১৬ সালে রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট পদের মনোনয়ন চেয়েছিলেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের একটি অভিযোগ মুলতবি অবস্থায় ছিল। এরপর ১৯২০ সালে আটলান্টা ফেডারেল পেটেনশিয়ারি থেকে প্রেসিডেন্ট পদে লড়াই করা ইউজিন ডেবস-এর কথা বলা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করে বক্তব্য দেওয়ার মাধ্যমে ১৯১৮ সালের রাষ্ট্রদ্রোহ আইন লঙ্ঘনের দায়ে তাঁর ১০ বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল। সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসেবে ডেবস প্রেসিডেন্ট পদে জয়লাভ করতে পারেননি। তবে তিনি প্রায় ১০ লাখ ভোট পেয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে এযাবৎকালে তিনিই সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলেন।

এর মধ্যে এমন অনেক প্রার্থী আছেন, যাঁরা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরও ভোটের দৌড়ে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। ওয়াশিংটন ডিসির মেয়র নির্বাচনে ম্যারিয়ন এস ব্যারি জুনিয়র মাদক রাখার জন্য ছয় মাস কারাভোগ করা সত্ত্বেও ১৯৯৪ সালে ওয়াশিংটন ডিসির মেয়র হিসেবে চতুর্থ মেয়াদে জয়ী হয়েছিলেন।

যদিও গণতান্ত্রিক দেশগুলোয় বিশিষ্ট সরকারি পদগুলো সুরক্ষিত করার জন্য আগে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রার্থিতাকে অস্বাভাবিক হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। তবে এ ধরনের লোকের রাজনৈতিক সাফল্যের কথা যে একেবারেই শোনা যায় না, তা নয়। কখনো কখনো এটি গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গেও যুক্ত থাকে।

বর্ণবাদী সরকারের দ্বারা ২৭ বছর কারাভোগের পর দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা ১৯৯৪ সালে দেশটিতে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত অবাধ নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন। দুর্নীতির দায়ে ১২ বছরের কারাদণ্ড মাথায় নিয়ে অতি সম্প্রতি ২০২২ সালে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইস ইনাসিও লুলা দা সিলভা পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। কারাদণ্ডের রায় বাতিল ঘোষণার আগে লুলাকে দুই বছরের কিছু কম সময় কারাগারে কাটাতে হয়েছে। আরও অনেকে আছেন যাঁরা জেলে থাকার সুবাদে রাজনৈতিকভাবে উপকৃত হয়েছেন।

হিটলার তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। ১৯২৩ সালে মিউনিখে তাঁর ব্যর্থ অভ্যুত্থানের আগে হিটলার অপরাধমূলক রেকর্ডধারী হিসেবে তুলনামূলকভাবে কম পরিচিত নেতা ছিলেন। 'বিয়ার হল' অভ্যুত্থানচেষ্টার সাজা হিসেবে হিটলারকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। হিটলার ল্যান্ডসবার্গ কারাগারে মাত্র ৯ মাস বন্দী ছিলেন। এই সময়টাতেই তিনি তাঁর ইহুদিবিরোধী ইশতেহার মাইন কাম্ফ লিখেছিলেন। মুক্তি পাওয়ার সময় তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। এক দশকের কম সময়ের মধ্যে আমজনতাকে উন্মত্ত করা নেতা হিটলার জার্মানির 'ফুয়েরার' হিসেবে আবির্ভূত হন।

জাপানের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের দাদা সাবেক প্রধানমন্ত্রী কিশি নোবুসুকে আরেকটি বড় উদাহরণ। কিশি তাঁর দেশের সে সময়কার আমলাতান্ত্রিক অভিজাত গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন, যেমনটি হিটলার ছিলেন না। কিশিকে হিটলারের যুদ্ধাস্ত্রবিষয়ক মন্ত্রী আলবার্ট স্পিয়ারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যাঁকে দাস নির্যাতনের নুরেমবার্গ ট্রায়ালে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তবে ১৯৪৫ সালে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে কিশি গ্রেপ্তার হলেও এবং সাড়ে তিন বছর তিনি জেলে থাকলেও আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে কখনোই বিচারের মুখে পড়তে হয়নি বা দোষী সাব্যস্ত হতে হয়নি। জেলে থাকার সময়ই কিশি বন্দীদের সঙ্গে নিয়ে রাজনৈতিকভাবে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা করেছিলেন। এসব সঙ্গী বন্দীর মধ্যে একজন কুখ্যাত গ্যাংস্টার ও একজন জাপানি ফ্যাসিস্টও ছিলেন।

আমেরিকানরা যখন ঠিক করল, জাপানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের চেয়ে চীনা ও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রীদের বিরোধিতা করা বেশি জরুরি, তখন আমেরিকানরা বুঝল, কিশিকেই তাদের প্রয়োজন। মুক্তি পাওয়ার পরপরই কিশি জাপানকে কমিউনিস্টবিরোধী ও মার্কিন মিত্র হিসেবে দাঁড় করিয়ে আমেরিকানদের আস্থার প্রতিদান দিয়েছিলেন। এর ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৫৭ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত জাপানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ট্রাম্প একনায়কও নন, আবার যুদ্ধাপরাধীও নন। তিনি এমন একজন 'দূষিত আত্মপ্রচারকারী' যিনি কিনা রাজনৈতিক এবং আর্থিক লাভের জন্য তাঁর আইনি সমস্যাগুলো কাজে লাগাতে চাইছেন। একজন স্বঘোষিত অনাহূত রাজনীতিক হিসেবে তিনি তাঁর ভিন্নমতকে রাজনৈতিক সম্পদে পরিণত করেছেন। তিনি নিজেকে দুর্নীতিবাজ অভিজাতদের দ্বারা নির্যাতিত হওয়া একজন 'শহীদ' হিসেবে চিত্রিত করেছেন।

এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে যে ট্রাম্পের কৌশল কাজ করছে। তাঁর বিরুদ্ধে তোলা প্রতিটি নতুন অভিযোগ রিপাবলিকান ভোটারদের মধ্যে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে এবং তাঁর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণাকে আরও জোরালো করেছে।

ট্রাম্পের মোটর শোভাযাত্রা, উস্কানিমূলক বক্তৃতা এবং বিচারক ও কৌঁসুলিদের লক্ষ্য করে আক্রমণ ও উপহাস মিডিয়ায় তাঁর চাঞ্চল্যকর উপস্থিতির জানান দিয়েছে।

ট্রাম্প যদি শেষ পর্যন্ত জিতে যান, তাহলে তাঁর সেই বিজয় হিটলারের ১৯৩৩ সালের অভ্যুত্থানের মতো কিছু হবে না; তবে সেই বিজয় ১৯৫০এর দশকের শেষ ভাগের কিশির শাসনাধীন জাপানের চেয়ে খারাপ কিছু হবে। ইয়ান বুরুমা রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও দ্য চার্চিল কমপ্লেক্স: দ্য কার্স অব বিয়িং স্পেশাল বইয়ের লেখক। ইংরেজি থেকে অনূদিত, স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট

GRAND OPPENING

BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
বাটারফ্লাই সিনিয়র ডে-কেয়ার

49-22 30th Avenue, Woodside, NY 11377

বর্তমান এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ারের সেবা নিতে পারেন

বর্তমানে আপনি যদি অন্য কোথাও সিনিয়র ডে-কেয়ার পরিষেবা নিয়ে থাকেন, তবে দয়া করে আমাদের একটি কল করুন। আমরা আপনাকে সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করব।

আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতাই আমাদের লক্ষ্য

Munmun Hasian Bari
Chairman

ডে-কেয়ারের মেম্বারদের জন্য সেবা সমূহ:

১. আমাদের পরিবহনের মাধ্যমে যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা
২. প্রাথমিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা
৩. কেরাম, লুডু, বিংগো সহ বিভিন্ন খেলার সু-ব্যবস্থা
৪. বিভন্ন শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
৫. দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন
৬. নামাজের সু-ব্যবস্থা (মহিলাদের আলাদা)
৭. স্বাস্থ্যসম্মত / সকল ধরনের খাবার পরিবেশন
৮. জন্মদিন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন

Jubar Chowdhury
Executive Director

আজই ফোন করুন :

347-242-2175, 631-428-1901, Fax: 347-814-0885
info@butterflyseniordaycare.com

www.butterflyseniordaycare.com

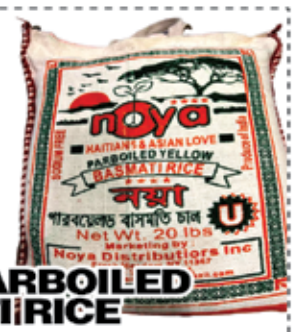

PREMIUM SUPERMARKET
حلال
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (September 15 - 21, 2023) | Promo Code : PSP37
$5 off $99 Purchase
$10 off $200 Purchase
$20 off $300 Purchase
DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY
(multiple sales cannot be combined)
SALE $3.99/LB
CUBE
FROZEN REGULAR GOAT
SALE $2.49/LB
FRESH WHOLE REGULAR CHICKEN
SALE $14.99/EA
20 LB BAG
ABDULLAH LONG GRAIN RICE
SALE $19.99/EA
20 LB BAG
NOYA PARBOILED BASMATI RICE
SALE $1.29/LB
NO CUT NO CLEAN
FRESH CHICKEN DRUMSTICK
SALE $1.89/LB
SIZE 2/3 KG
ROHU CK/A&A BRAND
SALE 2/$7.99
20 PCS
MOJA PATLA PARATHA
SALE 2/$3.99
10 PCS
MOJA DAL / ALOO PURI
SALE $13.99/EA
SIZE 8/10
HILSHA CK/A&A BRAND
SALE $19.99/EA
SIZE 10/12
HILSHA CK/A&A BRAND
SALE 2/$6.99
2 KG
TEER ATTA / MAIDA
SALE $6.99/EA
1 LITER
TEER MUSTARD OIL
SALE $3.99/LB
SIZE 1 KG
CK / CROWN BRAND
FROZEN SHOIL
SALE $4.99/EA
500 GM
CK BRAND
BAILA BLOCK
SALE $3.99/EA
8 PACK, 496 GM
BASHUNDHARA NOODLES
SALE 3/$4.99
13.5 OZ
CHAOKOH COCONUT MILK
SALE 3/$4.99
200 GM
SHAHAJALAL KESKI TRAY
SALE $9.99/EA
SHELL ON - BLUE SEA
31/40-2 LB BAG
RAW SHRIMP
SALE $9.49/EA
58.9 OZ
TANG ORANGE
SALE 3/$4.99
ONE DOZEN
MEDIUM BROWN EGGS
PREMIUM SUPERMARKET
CONTACT
WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208........ 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372........ 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

Premium Supermarket

FIRST 3 LUCKY WINNERS OF
FIRST DRAW SEP 8, 2023

SHOP & WIN
$250 RAFFLE DRAW

FOOD CERTIFIED حلال 100% HALAL

THE 1ST EVER RAFFLE DRAW IN BANGLADESHI SUPERMARKETS IN USA

SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

3 LUCKY WINNERS
JAMAICA
01. MD ARIFUL ISLAM
02. MOHAMMED MAZUMDER
03. MOHAMMED NASIR

3 LUCKY WINNERS
OZONE PARK
01. ABU THAER
02. ELIZABETH DIANE
03. MASHUQUE AHMED

3 LUCKY WINNERS
BRONX
01. SHIREEN
02. ARUSH KHAN
03. MOHAMMED ISLAM

3 LUCKY WINNERS
BELLEROSE
01. SABU
02. SARIF
03. ZULKAR NAIN

3 LUCKY WINNERS
JACKSON HEIGHTS
01. AZAD NAHAYEN
02. MD MONIRUZZAMAN
03. AFTAB SHEKDER

WE ACCEPT CATERING ORDERS FOR ANY OCCASION
আমরা যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য ক্যাটারিং অর্ডার গ্রহণ করি

● Chicken Curry ● Goat Curry ● Shrimp Curry ● Chili Chicken ● Chicken Roast
● Fish Curry (at your Choice) ● Mixed Vegetables ● Rice Pudding

Premium Sweets & RESTAURANT
REFLECTING NATIONS HERITAGE

CONTACT
PREMIUM SWEETS & RESTAURANT
168-03 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432..... 347-626-6892, 718-739-6105
37-14 73RD ST, JACKSON HEIGHTS, NY 11372..... 347-658-0297, 718-672-5000
2104, STARLING AVE, BRONX, NY 10462..... 347-626-8341, 718-239-9500
WhatsApp Number

حلال HALAL

www.premiumsweetsus.com

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training necessary and we do not charge any fee.

Call Today

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308

Jamica Office
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমায় ডার্ক চকলেট

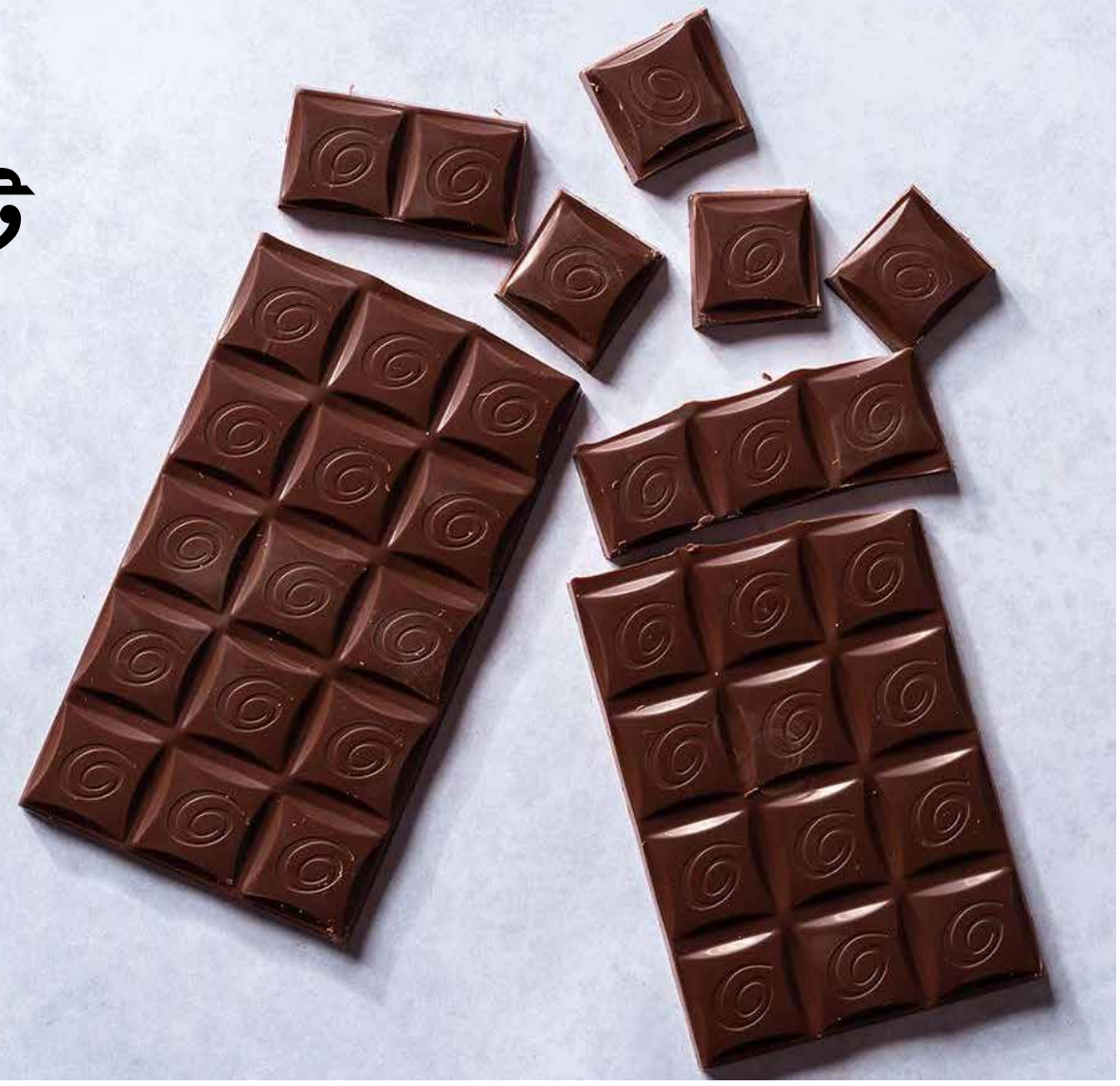

পরিচয় ডেস্ক: চকলেট খেলে দাঁতে পোকা হবেড়বড়রা শিশুদের প্রায়ই এমন ভয় দেখান। চকলেটের বায়না ধরলেই শুনিয়ে দেওয়া হয় এই লোভনীয় খাবারের হাজারো দোষ। কিন্তু গবেষণা বলছে, এই চকলেটই আপনাকে সুরক্ষা দিতে পারে হৃদ্‌রোগ থেকে। আপনি যদি চকলেটপ্রেমী হয়ে থাকেন, তবে আপনার জেনে রাখা ভালো যে, চকলেটের কোকোয়া বিনে রয়েছে স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী সব উপাদান। একটি ১০০ গ্রাম ডার্ক চকলেট বারে কোকোয়ার ৭০ থেকে ৮০ ভাগে থাকে ফাইবার, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, জিংক ও কপার। ডার্ক চকলেটে সাধারণ চকলেটের তুলনায় চিনির পরিমাণও অনেক কম থাকে।

কোকোয়ার ফ্ল্যাভানল রক্তপ্রবাহ বাড়িয়ে রক্তচাপ কমাতে সহায়তা করে। এই উপাদানগুলো ধমনিতে ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল জমা হতে দেয় না। এতে হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমে। গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত ডার্ক চকলেট খেয়েছেন এমন পুরুষদের মধ্যে হৃদ্‌রোগে মৃত্যুর ঝুঁকি ৫০ শতাংশ কম।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিষয়ক ওয়েবসাইট হেলথলাইন বলছে, এ ছাড়াও ফ্ল্যাভানল সূর্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা দেয়। এটি ত্বকে রক্তপ্রবাহ ও ত্বকের ঘনত্ব বাড়ায়। পাশাপাশি এটি ত্বকে পানির ভারসাম্য বজায় রাখে।

ডার্ক চকলেটে উপস্থিত এপিক্যাটেচিন নামের ফ্ল্যাভানল ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করে। চকলেট মানুষের অন্ত্রের জন্য উপকারী ব্যাকটেরিয়া তৈরিতে সাহায্য করে।

কখনো ভেবেছেন ডার্ক চকলেট খেলে কেন মন ভালো হয়ে যায়? কারণ ডার্ক চকলেট মস্তিষ্কের এনডোরফিন হরমোনকে উদ্দীপিত করে, যা আনন্দের অনুভূতি তৈরি করে। এর মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট সেরোটোনিনও। এটি বিষণ্নতা দূর করে।

কোকোয়া মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ বাড়ায়। যার ফলে চিন্তাশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তাই পড়াশোনার আগে বা কোনো সৃজনশীল কাজের আগে এক টুকরো ডার্ক চকলেট খেয়ে নিতে পারেন। এটি স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

সব ধরনের চকলেটে যে দাঁতে পোকা হয় না তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ ডার্ক চকলেট।

নিয়মিত খেজুর খেলে কী হয়

পরিচয় ডেস্ক: খেজুর খুবই উপকারী একটি শুকনো ফল। দুধের সঙ্গে খেজুর খেলে অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যায়। বিশেষ করে খেজুরের সঙ্গে বাদাম দুধে ফুটিয়ে খেলে নার্ভের উপকার হয়। এটি শরীর সুস্থ রাখতে খুবই সাহায্য করে।

নিয়মিত খেজুর খেলে আরও যেসব উপকারিতা পাওয়া যায়:

১. রাতে ঘুমানোর আগে দুধের সঙ্গে খেজুর মিশিয়ে খেলে মানসিক প্রশান্তি আসে। তার পাশাপাশি ঘুম ভালো হয়। এতে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা অনেক খানি বাড়ে।

২. ক্লান্তির কারণে অনেকের চোখের তলায় কালো দাগ হয়। এই সমস্যা দূর করতে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খেজুর খান। তাতে এই সমস্যা কমে যেতে পারে।

৩. অনেকেই শারীরিক ভাবে দুর্বল বোধ করেন। কোনও কাজে উৎসাহ পান না। তাদের ক্ষেত্রে খেজুর খুব কাজের হতে পারে। প্রতিদিন খেজুর খেলে শরীরে শক্তি আসে। ফেলে দুর্বলতাও কমে।

৪. যারা সদ্য মা হয়েছেন এমন নারীদের জন্য খেজুর খাওয়া খুবই উপকারী। এতে তাদের শরীরে পুষ্টিলাভ হবে। বুকের দুধের পরিমাণও বাড়ে।

৫. যেসব শিশু কৃমির সমস্যায় ভুগছে তাদেরকে সকালে খেজুর খাওয়াতে পারেন। প্রতিদিন সকালে খেজুর খেলে অন্ত্রের সমস্যা কমে। তেমনই কৃমিই অনেকটাই কমে যেতে পারে।

কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে খেজুর খাওয়া কি ভালো?

পরিচয় ডেস্ক: স্বাস্থ্যকর খাবারের মধ্যে অন্যতম খেজুর। এই ফল শক্তি, খনিজ এবং ভিটামিনের একটি দুর্দান্ত উৎস। খেজুরে প্রচুর পরিমাণে ডায়েটারি ফাইবার রয়েছে, যা হজমশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। খেজুর এমন এক ধরনের ফল যেটাকে কোলেস্টেরল-বান্ধব খাবার হিসেবে উপেক্ষা করা হয়।

থাইরয়েডজনিত চোখের রোগ

পরিচয় ডেস্ক: কাজ করতে করতে প্রায়ই চোখ লাল হচ্ছে? কোনো সমস্যা না থাকলেও চোখ প্রতিদিন লাল হয়ে থাকে? থাইরয়েডজনিত চোখের রোগের লক্ষণ হতে পারে এটি। থাইরয়েড মানবদেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যা গলার কাছাকাছি থাকে। এর থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ হরমোন নিঃসৃত হয়।

ইরয়েডে কোনো ধরনের সমস্যা হলে হরমোন নিঃসরণে ভারসাম্য বজায় থাকে না। এই হরমোনের ঘাটতি বা আধিক্যের কারণে ব্যাপক শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে। দেশের ৩০ শতাংশ মানুষ থাইরয়েড সমস্যায় ভুগছে। এর মধ্যে প্রায় ২ শতাংশ নারী এবং প্রায় শূন্য দশমিক ২ শতাংশ পুরুষ থাইরয়েড হরমোন বৃদ্ধিজনিত সমস্যায় ভুগে থাকে। ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সের মধ্যে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। থাইরয়েড-সংক্রান্ত সমস্যার সঙ্গে চোখেরও একটি সম্পর্ক রয়েছে। থাইরয়েডজনিত চোখের রোগ এমন একটি সমস্যা, যা থাইরয়েড হরমোন বেশি নিঃসরণ হলে দেখা দেয়।

লক্ষণ: চোখ ফুলে যাওয়া, চোখ লাল হওয়া, চোখ জ্বালাপোড়া করা, চোখে ময়লা জমা, চোখে ব্যথা বা চাপ অনুভব করা, সবকিছু ডাবল দেখা, চোখ নড়াচড়ার অসুবিধা

কারণ : থাইরয়েডজনিত চোখের রোগ মূলত অটো ইমিউন থাইরয়েড অবস্থার কারণে হয়। অটো ইমিউন থাইরয়েড রোগে চোখের চারপাশের সুস্থ কোষ আক্রান্ত হয়। অস্বাভাবিক ইমিউন প্রতিক্রিয়া অশ্রু গ্রন্থিগুলোর প্রদাহ সৃষ্টি করে, যে কারণে চোখ শুকিয়ে যেতে পারে।

চিকিৎসা : থাইরয়েড রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির নিয়মিত চোখ পরীক্ষা করা উচিত। চোখ শুষ্কতার হাত থেকে রক্ষা করতে কৃত্রিম চোখের পানি ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ছাড়া বাইরের ধুলাবালু ও দূষণ থেকে চোখকে রক্ষা করতে সানগ্লাস ব্যবহার করুন। চোখে হঠাৎ কোনো ব্যথা বা সমস্যা তৈরি হলে সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

- ডা. মো. আরমান হোসেন রনি

বাড়তি লবণ না খেলে হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমতে পারে ২০ শতাংশ

পরিচয় ডেস্ক: খাবারের তালিকায় বাড়তি লবণ যোগ না করলে হৃদ্‌রোগ ও মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে ঝুঁকি ২০ শতাংশ কমতে পারে বলে এক গবেষণায় দাবি করা হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার অধ্যাপকের নেতৃত্বে পরিচালিত গবেষণাটিকে 'যাবতকালের সবচেয়ে বিস্তৃত' বলছে দ্য গার্ডিয়ান।

প্রতিবেদনে বলা হয়, খাবারে বাড়তি লবণ যোগ করার কারণে হৃদ্‌রোগ ও অকালমৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায়। লবণের পরিমাণ কমিয়ে এনে বা লবণ একেবারে যোগ না করার মাধ্যমে হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্য রক্ষা হতে পারে।

গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, খাবারে যারা কখনো বাড়তি লবণ যোগ করেন না তাঁদের হৃৎস্পন্দনের গতি অস্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের তুলনায় ১৮ শতাংশ কম। এ ধরনের হৃদ্‌রোগে অ্যাট্রিয়াল ফাইব্রিলেশন বা এএফ বলে। গত এক দশকে যুক্তরাজ্যে এ রোগ ৫০ শতাংশ বেড়ে ১৫ লাখে পৌঁছেছে।

এএফের কারণে হৃৎস্পন্দনের গতি অনিয়মিত বা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেশি হয়ে যেতে পারে। এতে মাথা ঘোরানো, শ্বাসকষ্ট ও ক্লান্তি দেখা দিতে পারে। এএফে আক্রান্তদের স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা পাঁচগুণ বেশি।

গবেষক দলের প্রধান দক্ষিণ কোরিয়ার কিয়ুংপুক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের ড. য়ুন জাং পার্ক বলেন, 'আমাদের গবেষণায় পাওয়া তথ্য অনুসারে, খাবারে কম লবণ মেশালে এএফে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে।'

ভালো ঘুমের জন্য ৬ টিপস

পরিচয় ডেস্ক: রাতে ভালো ঘুম চাই বিভিন্ন কারণে। সুস্থ থাকা তো আছেই। এ ছাড়া সারা দিন যেন চনমনেভাবে উদ্যম আর তীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তি নিয়ে কাজ করা যায়, সে জন্যও ভালো ঘুম দরকার। তাই শরীর শিথিল করে এরপর ঘুমে তলিয়ে যেতে হবে। আর এ জন্য একটি 'রাত্রি রুটিন' তৈরি করতে হবে। নিউইয়র্ক সিটির স্লিপ ডিসঅর্ডার বিভাগের প্রধান গ্যারি জামিট বলেন, এতে মগজ শিফট করবে প্রতিদিন একটি স্লিপ মুডে।

ভালো ঘুম হলে কী লাভ : ১. মেজাজ থাকবে ২. চনমনে চিন্তা থাকবে স্বচ্ছ ৩. ভালো সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে , ৪. সামাজিক সম্পর্ক ভালো হবে ৫. জীবনে অসুস্থ অবস্থায় সময় কাটবে কম, ৬. ডায়াবেটিসের মতো ক্রনিক রোগের ঝুঁকি কমে যাবে, ৭. মানসিক চাপ যাবে

কিন্তু কেবল চোখ বন্ধ হলেই হবে না। চাই ভালো ঘুম। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ঘুম দরকার ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা।

৬ টিপস মেনে চলুন

১. কুসুম গরম পানিতে গোসল করুন। রাতে দেহের তাপ কমে। ঘুমানোর ২ ঘণ্টা আগে তাই ২০ থেকে ৩০ মিনিট বাথটাবে শুয়ে থাকুন কুসুম গরম পানিতে। এতে দেহে তাপ বাড়বে। এরপর কমে ধীরে ধীরে আনবে শিথিল ভাব। এতে দ্রুতই আপনি ঘুমের জগতে তলিয়ে যাবেন।

২. আলো করে দিন আবছা বা ক্ষীণ। সন্ধ্যার শেষে শরীরে নির্গত হয় স্লিপ হরমোন মেলাটোনিন; কিন্তু ঘুমের জন্য পরিবেশও থাকতে হবে উপযুক্ত। মেলাটোনিন হলো অন্ধকারের হরমোন, যেটি বেশি আলো জ্বালানো থাকলে কাজ করে না। তথ্যটি জানিয়েছেন ডা. অয়ালস্লেবেন। রাত ৯ থেকে ১০টায় চলে যান আলো-আঁধারিতে যুক্ত জায়গায়। এ রকম আবছা আলোতে বসলে ঘুমের প্রস্তুতি হবে দারুণ। ঘুমানোর সময় সব আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘর করে দিন অন্ধকার।

৩. রাতে কফি, চা বা মদের মতো উত্তেজক পানীয় পান করবেন না। চা-কফি সকালে পান করতে পারেন। শরীর থেকে চা বা কফিতে থাকা ক্যাফেইনের প্রভাব কাটতে সময় নেয় ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা। মদ্য কিংবা ধূমপান ঘুমের শত্রু।

গ্যাস্ট্রিকের চিকিৎসায় হলুদ ব্যবহারে মিলেছে ওমিপ্রাজলের উপকার জানা গেল গবেষণায়

পরিচয় ডেস্ক: বাঙালি রান্নায় একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় উপাদান হলুদ। প্রাচীনকাল থেকে হলুদ কেবল রান্নায় নয়, বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায়ও ব্যবহৃত হতো। এবার হলুদের আরও একটি গুণ খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বলছেন, গ্যাস্ট্রিক ও বদহজমের ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে হলুদ। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞান সাময়িকী বিএমজে এভিডেন্স-বেজড মেডিসিনে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়েছে, হলুদ গ্যাস্ট্রিক ও বদহজমের চিকিৎসায় ওমিপ্রাজল হিসেবে কাজ করতে পারে। এই উপাদানটি পাকস্থলীর অতিরিক্ত অ্যাসিড কমিয়ে বদহজম উপশম করতে পারে।

নিবন্ধে বলা হয়েছে, প্রাকৃতিকভাবেই হলুদে কার্কিউমিন নামে একটি উপাদান থাকে। যা সাধারণত বিভিন্ন স্থানে প্রদাহ বা জ্বলন এবং জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে। নিবন্ধে আরও বলা হয়েছে, এই ওষুধটিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বদহজমের ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে এত দিন পর্যন্ত বিষয়টি নিশ্চিত ছিল না যে, হলুদ কীভাবে বদহজম উপশমকারক হিসেবে কাজ করে।

কিন্তু ২০১৯ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত থাইল্যান্ডের একটি হাসপাতালে চালানো গবেষণার মাধ্যমে হলুদ কীভাবে কাজ করে সে রহস্যের সমাধান হয়েছে। এই গবেষণায় ১৮ থেকে ৭০ বছর বয়সী ২০৬ জন ব্যক্তিকে নেওয়া হয় যাদের সবাই বিভিন্ন পেটের পীড়ায় ভুগছিলেন। তাদের তিনটি দলে ভাগ করে ২৮ দিন পর্যন্ত তিনটি পদ্ধতিতে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

সেগুলো হলো-সরাসরি হলুদের ব্যবহার (প্রতিদিন ৪ বেলা দুটি করে ২৫০ মিলিগ্রাম কার্কিউমিন ক্যাপসুল) এবং সঙ্গে একটি ডামি ক্যাপসুল, অন্য পদ্ধতিতে একটি ২০ মিলিগ্রাম ওমিপ্রাজল ক্যাপসুলের সঙ্গে দুটি ডামি ক্যাপসুল দিনে চার বেলা এবং সরাসরি হলুদের সঙ্গে একটি ওমিপ্রাজল। ওমিপ্রাজল হলো একটি প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর। এটি সাধারণত ডিসপেপসিয়া বা বদহজম সারাতে ব্যবহার করা হয়। তবে গবেষণায় দেখা গেছে অতিমাত্রায় প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর ব্যবহার পাকস্থলীর ক্যালসিয়াম শোষণক্ষমতা কমিয়ে দেয় ফলে মানুষের অস্থি ভাঙার ঝুঁকি বাড়ে। একই সঙ্গে বিভিন্ন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বাড়ে।

যা হোক গবেষণার নমুনা হিসেবে নেওয়া ব্যক্তিদের প্রায় একই রকমের অসুস্থতা ছিল। তাদের ওপর প্রথম দফা মূল্যায়ন চালানো হয় ২৮ দিন পর এবং পরে আবার ৫৬ দিন পরে। পরে গবেষকেরা দেখতে পান, কার্কিউমিন গ্রহণ করা ওমিপ্রাজল ব্যবহারের চেয়ে অনেক নিরাপদ। এবং ওমিপ্রাজল ব্যবহারকারী রোগীদের মতোই সুস্থতা লাভ করেছিলেন কার্কিউমিন বা হলুদ গ্রহণকারী ব্যক্তিরা। গবেষকেরা গবেষণার নানা সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে বলছেন, এই নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা গ্যাস্ট্রিকের চিকিৎসায় হলুদের ব্যবহারে ইতিবাচক ফলাফল মিলেছে। তাঁরা আরও বলেছেন, আমাদের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য হয়তো গ্যাস্ট্রিকের চিকিৎসায় কার্কিউমিনের ক্লিনিক্যাল ব্যবহারের বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

কিডনি রোগের লক্ষণ

পরিচয় ডেস্ক: মানবদেহের পানি ও লবণের ভারসাম্য রক্ষা, দেহে পুষ্টি আহরণ, বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনযেকোনো কাজেই কিডনির ভূমিকা অপরিহার্য। কিডনির দীর্ঘমেয়াদি রোগ যেমন জীবনযাত্রার মান কমিয়ে দেয়, তেমনি বেঁচে থাকাকেও ফেলে দেয় ঝুঁকিতে। তাই কিডনি রোগের লক্ষণ দ্রুত নির্ণয় করতে পারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দুঃখজনক বিষয় হলো, কিডনি রোগের লক্ষণ যত দিনে প্রকট হয়, তত দিনে অনেক দেরি হয়ে যায়। তাই ছোট ছোট লক্ষণ আগে থেকেই খেয়াল করতে পারা খুব জরুরি। জেনে নিন কিডনি রোগের লক্ষণ সম্পর্কে

বারবার প্রস্রাব হওয়া : যদি প্রায়ই প্রস্রাব করার প্রয়োজন অনুভব হয়, বিশেষ করে রাতে, এটি কিডনি রোগের লক্ষণ হতে পারে। যখন কিডনির ফিল্টারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন এটি প্রস্রাব করার তাগিদ বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। পুরুষদের ক্ষেত্রে কখনো কখনো এটি মূত্রনালির সংক্রমণ বা বেড়ে যাওয়া প্রোস্টেটের লক্ষণও হতে পারে। ডায়াবেটিসও প্রস্রাব বৃদ্ধির একটি কারণ; যা পরে কিডনির রোগ সৃষ্টি করে। দীর্ঘমেয়াদি কিডনির রোগে একসময় প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায়।

প্রস্রাবে রক্তের উপস্থিতি : পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করার পরও যদি প্রস্রাবের রং গাঢ় থাকে, সেটা প্রস্রাবে রক্ত বের হওয়ার কারণে হতে পারে। এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। স্বাস্থ্যকর কিডনি সাধারণত রক্ত থেকে বর্জ্য ফিল্টার করার সময় শরীরের রক্তের কোষগুলো আলাদা করে রাখে।

ইলিশের ঝোল

পরিচয় ডেস্ক: ইলিশ দিয়ে তৈরি করা যায় সুস্বাদু অনেক পদ। ইলিশের ঝোল তার মধ্যে অন্যতম। গরম ভাতের সঙ্গে ইলিশের এই পদ থাকলে জমে যায় বেশ। তবে ঝোল শব্দটি শুনে সহজ রান্না মনে হলেও এটি ততটা সহজ নয়। বরং সঠিক রেসিপি জানা না থাকলে রান্নাটা কঠিন হতে পারে। মসলার পরিমাণও ঠিকঠাক জানা থাকা চাই।

তৈরি করতে যা লাগবে : ইলিশ মাছ- বড় ৮ টুকরা, পেঁয়াজ বাটা- ১ কাপ, আদা রসুন বাটা- ১ চা চামচ করে, টমেটো পিউরি- ২টি টমেটোর, লবণ- স্বাদমতো, হলুদ গুঁড়া- ১ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া- ২ চা চামচ, ধনে ও জিরা গুঁড়া- ১/২ চা চামচ করে, তেল- ১/২ কাপ, কাঁচা মরিচ- ৪-৫টি, লেবু পাতা- ২ টুকরা।

যেভাবে তৈরি করবেন : কড়াইতে ২ টেবিল চামচ তেল দিয়ে গরম করুন। মাছের টুকরাগুলো ধুয়ে লবণ ও ১/২ চা চামচ হলুদ মেখে হালকা করে ভেজে তুলে নিন। হাড়িতে তেল দিয়ে পেঁয়াজ বাঁটা দিন। পেঁয়াজ কয়েক মিনিট ভেজে আদা রসুন বাটা ও টমেটো পেস্ট দিন। ঢেকে কয়েক মিনিট রান্না করুন। এখন সব গুঁড়া মসলা এবং লবণ দিয়ে কষাতে থাকুন। তেল ছাড়লে ১/২কাপ পানি দিন। আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে ৩ কাপ গরম পানি দিন। পানি ফুটলে মাছের ভাজা টুকরাগুলো মসলায় ছেড়ে দিন। মসলার পানি মাছের সমান সমান হবে বা মাছ পানিতে অল্প ডুবে থাকবে। ঢেকে অল্প আঁচে ১৫ মিনিট রান্না করুন। পানি কিছুটা টেনে গেলে কাঁচা মরিচ দিন। ঢেকে আরো কিছুক্ষণ রান্না করুন। লেবুপাতা দিন আর ২ মিনিট রেখে নামিয়ে নিন।

ইলিশের লেজ ভর্তা

পরিচয় ডেস্ক: অনেকেই আছেন ইলিশ মাছ খেলেও কাটার কারণে লেজ খেতে একেবারেই পছন্দ করেন না। সেক্ষেত্রে ইলিশের লেজ দিয়েই বানিয়ে ফেলতে পারেন ভর্তা। গরম ভাতের সঙ্গে এই ভর্তা খাবারে স্বাদ বাড়াবে বহু গুণ।

উপকরণ: ইলিশের লেজ ৪টি, লবণ স্বাদ মতো, মরিচের গুঁড়া ১ চা চামচ,হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ, সরিষার তেল ৭-৮ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুঁচি আধ কাপ গোটা শুকনো মরিচ ৭-৮টি, কাঁচা মরিচ কুঁচি ২ টি, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ

প্রস্তুত প্রণালি: লেজগুলিতে লবণ, হলুদ, মরিচের গুঁড়া মাখিয়ে কড়া করে ভেজে নিন। বেশি কড়া করে ভাজলে মাছের কাঁটা বার করতে সুবিধা হবে। এ বার ভাজা মাছ থেকে সাবধানে কাঁটা বের করে নিন। মাছ ভাজার তেলে শুকনো মরিচ আর পেঁয়াজ ভেজে তুলে রাখুন। মাছের সঙ্গে সরিষার তেল, লবণ, কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজকুচি, শুকনো মরিচ আর সামান্য লেবুর রস দিয়ে ভালো করে মেখে নিন। চাইলে লেজ বেটেও ভর্তা বানাতে পারেন। ভাতের সঙ্গে খেতে পারেন ইলিশের মজার লেজ ভর্তা।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

বিফ ঝাল কষা

গরুর মাংসের নানা পদের মধ্যে ভিন্ন স্বাদের,মজাদার হলো বিফ ঝাল কষা।

যা লাগবে : গরুর মাংস (এক কেজি), তেজপাতা (দুটি), এলাচ (চারটি), দারুচিনি (দুই টুকরা), লং ও গোল মরিচ (চারটি), আদা ও রসুন (দুই টেবিল চামচ), জিরা (এক টেবিল চামচ), তেল পরিমান মতো ও হলুদ-মরিচ (দুই টেবিল চামচ) এবং লবণ পরিমান মতো।

যেভাবে করবেন : প্রথমে মসলা খুব মিহিভাবে পেস্ট করে নিতে হবে। অনেকক্ষণ ধরে পেস্ট করার পর ধীরে ধীরে মসলা থেকে সুঘ্রাণ বের হবে। এরপর সেই পেস্ট গরুর মাংসের সঙ্গে খুব ভালো ভাবে মেখে ফেলতে হবে। ভালোভাবে মাখানোর পর ৩০ মিনিট মেরিনেট করে রেখে দিতে হবে। এরপর চুলায় হালকা আঁচে ১০-১২ মিনিট জাল দিয়ে মাংসটাকে নরম করে ফেলতে হবে। তেল পরিমাণে তুলনামূলক একটু বেশি ব্যবহার করতে হবে। ১০-১২ মিনিট হালকা আঁচে জ্বাল দেওয়ার পর জ্বাল বাড়িয়ে গরুর মাংস থেকে পানি বের হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত মাংস ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে।

কিমা বিহারি

গরু কিংবা খাসির কিমা দিয়ে তৈরি মুখরোচক খাবারটি রুমালি পরোটা, নান কিংবা রুটির সঙ্গে খেতে লাগবে বেশ।

উপকরণ খ গরু/খাসির কিমা- ৭৫০ গ্রাম, আদা রসুন বাটা- ২ টেবিল চামচ, লাল মরিচ গুঁড়ো- ১ টেবিল চামচ, চিলি ফ্লেক্স- ১/২ চা চামচ, কাশ্মীরি মরিচ গুঁড়ো- ২ টেবিল চামচ, ধনে গুঁড়ো (শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করা)- ২ টেবিল চামচ, জিরা গুঁড়ো- ২ টেবিল চামচ, লবণ- স্বাদ অনুযায়ী, গরম মশলা গুঁড়ো- ১ চা চামচ, কাঁচা মরিচ বাটা- ২ মরিচ, বেসন- ৪ টেবিল চামচ, সর্ষের তেল- ৩ টেবিল চামচ, দই- ১/২ কাপ, পেঁয়াজ- ১টি মাঝারি এবং দুটি বড় সাইজের, ধনে পাতা কুচি- প্রয়োজনমতো

প্রণালি : প্রথমে গোটা ধনে নিয়ে শুকনো খোলায় ভেজে নিয়ে গুঁড়ো করে নিন। আদা, রসুন এবং কাঁচা মরিচ বেটে নিন। একটি বাটিতে দই ফেটিয়ে নিন। কটি মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ সরু করে কাটুন। তেলে বাদামি করে ভেজে বেরেস্তা বানান।

এবার একটি বড় পাত্রে মাংসের কিমা, আদা রসুন বাটা, লাল মরিচ গুঁড়ো, চিলি ফ্লেক্স, ধনে গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, নুন, গরম মশলা গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা বাটা, বেসন, ৩ টেবিল চামচ সর্ষের তেল, দই ও পেঁয়াজের বেরেস্তা নিন। সব উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে নিন। এভাবে ম্যারিনেট করে দেড় ঘণ্টা রাখুন।

একটি বড় সাইজের পেঁয়াজ মিহি কুচি করে নিন। এই রান্নায় তেল একটু বেশি লাগে। কড়াইয়ে বেশ খানিকটা সর্ষের তেল গরম করুন। এতে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজতে থাকুন। পেঁয়াজ সোনালি হয়ে গেলে তাতে ম্যারিনেট করা কিমা দিয়ে ভাজতে থাকুন। কিমা থেকে তেল আলাদা হওয়া অব্দি কষাতে থাকুন।

কিমার রং সাদা হয়ে গেলে এতে সামান্য পানি দিন। সঙ্গে দিন কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়ো। আবার কষাতে থাকুন। দেখবেন সুন্দর গন্ধ বের হচ্ছে আর তেল আলাদা হচ্ছে। কিমা ভালো মতো সিদ্ধ হয়ে গেলে আঁচ বন্ধ করে দিন। উপর থেকে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে ঢাকনা দিয়ে রাখুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর বাংলাদেশ সফর

১৪ পৃষ্ঠার পর

মুক্তির পথ অতো সিধা সরল নয়। বর্ণবাদ অনেক গভীর অসুখ। কালো মানুষের মুক্তির লড়াইয়ে ইসলামের ভূমিকা মনে রাখলে ফরাসিদের বর্ণ বিদ্বেষের সঙ্গে ইসলাম বিদ্বেষ কিভাবে জড়িত সেটাও আমরা বুঝব। হাইতিকে তার স্বাধীনতার জন্য ১৮০৪ সাল অবধি লড়তে হয়েছে। দাস ব্যবস্থার ভিত্তিতে পরিচালিত প্লান্টেশানের অধিকারী ফরাসিদের পরাজিত করার পরেও, ফরাসি রাষ্ট্র - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পূর্ণ সমর্থনে ১৮২৫ সালে হাইতি সরকারকে ১৫০ মিলিয়ন ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্কের একটি বিশাল ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করেছিল। হাইতি এই ক্ষতিপূরণ ১০৪৭ সালে সিটিব্যাঙ্ককে পরিশোধ করেছিল ১৯৪৭ সালে। আমাদের অবশ্যই ইতিহাস ভুলে গেলে চলবে না। ইসলামের ইতিহাসও সঠিক ভাবে পাঠ করতে জানতে হবে। ফরাসি বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব শব্দগুচ্ছ নিয়ে আমাদের আদিখ্যেতার শেষ নাই। এই বিপ্লবের বাণী দেশে দেশে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, কিন্তু হাইতির ১৮০৪ সালের যুদ্ধের সময় থেকে ১৯৫০ থেকে ১৯৬০-এর দশকে আলজেরিয়া থেকে ভিয়েতনাম পর্যন্ত ঔপনিবেশিক ফরাসিদের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির জন্য জনগণকে জাতীয় মুক্তির লড়াই লড়তে হয়েছে। ঔপনিবেশিক ফ্রান্সের সেই ইতিহাস কুৎসিত ইতিহাস। সেই ইতিহাস ফরাসী ছাত্রছাত্রীদেরও রাখঢাক করে পড়াতে হয়।

আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রামে (১৯৫৪-১৯৬২) বর্বর ফরাসি শাসকদের হাতে দশ লক্ষেরও বেশী আলজেরিয়ানকে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬১ সালের ১৭ অক্টোবর যখন ৩০ হাজার আলজেরিয়ান প্যারিসে মিছিল করেছিল, ফরাসি পুলিশ গুলি করে কমপক্ষে একশ জনকে হত্যা করে, তাদের মৃতদেহ সেইন নদীতে ফেলে দেওয়া হয় এবং কমপক্ষে ১৪০০ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই ইতিহাসের কথা চাপা দিয়ে রাখা হয়। গত ছয় মাসে, বুরকিনা ফাসো এবং মালির সরকার ফরাসি সৈন্যদের বের করে দিয়েছে। তারা যুক্তি দিয়েছে যে আল-কায়েদার বিরুদ্ধে ২০১৩ সালের ফরাসি হস্তক্ষেপ প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলে অস্থিতিশীলতাকে তীব্র করেছে এবং ফ্রান্স প্রকৃতপক্ষে জাতীয় রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলির সাথে মিলিত হয়েছে। ফরাসি বিরোধী এবং পশ্চিমা বিরোধী অনুভূতির একটি ক্রমবর্ধমান অনুভূতি আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলের দেশগুলি থেকে উত্তর দিকে আলজেরিয়া এবং মরক্কো পর্যন্ত তীব্র হয়ে চলেছে। যেখানে সাম্প্রতিক সফরের সময় রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রোঁকে হেনস্তা হয়েছেন। উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলে জনগণের আস্থা বাড়ছে, আফ্রিকার জনগণ এখন বেশ স্পষ্ট যে ফরাসি হস্তক্ষেপ আফ্রিকান জনগণের স্বার্থে না, বরং ফ্রান্সের সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার জন্য। খনিজ পদার্থের মধ্যে ইউরেনিয়াম ভাল উদাহরণ। যা সস্তায় আহরণ ও ফ্রান্সে নিয়ে যাবার জন্য নেইজারের আরলিট শহরে ফরাসি গ্যারিসন মজুদ রয়েছে। ফ্রান্সের সমস্ত লাইটবাল্বগুলির এক-তৃতীয়াংশ আর্লিটের ইউরেনিয়াম দ্বারা চালিত হয়। আফ্রিকার ফরাসি উপনিবেশগুলিতে ফরাসি বিরোধী বিদ্রোহ ফুলে ফেঁপে উঠছে। এরই মধ্যে হাঁফ ছাড়তে মাখোঁ বাংলাদেশে সিঙাড়া খেলেন এবং তুরাগ সফর করলেন!! তা ঠিক আছে, কিন্তু একতারা! (লেখকের ফেসবুক স্ট্যাটাস থেকে)

আসল ব্যাপারটা ক্ষমতার

১৬ পৃষ্ঠার পর

(ক্ষতস্থান পরিষ্কার) করেন হাসপাতালের কর্মী রিয়াজ উদ্দিন। একদিন তিনি বলেন, 'তোমার কিছু গোপন ছবি আছে আমার ফোনে।' ছবিগুলো দেখিয়ে তিনি হুমকি দেন, তার সঙ্গে একান্তে সময় না কাটালে সেগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। ওই নারী সম্ভাব্য বিপর্যয়ের আশঙ্কায় তাকে 'ভাই' ডেকে অনেক কাকুতিমিনতি করেন। তবে শেষ পর্যন্ত ফাঁদে পড়ে সামাজিক বদনামের ভয়ে ওই অনৈতিক প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হন। সেসব মুহূর্তের ছবিও কৌশলে তুলে রাখেন রিয়াজ। বারবার তার ওপর চলে যৌননিপীড়ন। একপর্যায়ে তিনি পুলিশের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখন রিয়াজ বিদেশে চলে যান। তবে পরে তিনি ওই নারীর স্বামীর কাছে ছবিগুলো পাঠিয়ে দেন। এতে চরম বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন ভুক্তভোগী নারী। কিছুদিন পর ফেসবুকে ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলে ছবিগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে ওই নারীর জীবন চরম দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তিনি ভুয়া আইডি বন্ধ ও ছবি অপসারণের জন্য আদালতে মামলা করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, রিয়াজ নন, ছবিগুলো ছড়িয়েছেন ভুক্তভোগীর জায়ের (স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী) ভাই। শেষ পর্যন্ত অপরাধী শনাক্ত হলেও ওই নারীর জীবনে ওঠা ঝড় আর থামছে না। লোকজনের নির্দয় কটূক্তির কারণে তিনি এখন ঘর থেকে বের হতে পারেন না। ঘরে মারধর আর গালাগাল তার নিত্যসঙ্গী। সর্বত্রই তো দেখছি ক্ষমতার দাপট!

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী শিক্ষাবিদ ও সমাজ বিশ্লেষক

একটি সেলফি আমাদের দেউলিয়া রাজনীতি

১৪ পৃষ্ঠার পর

বাইডেনের এক সেলফিতে বিএনপির নেতাদের রাতের ঘুম হারাম।' বিএনপিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'এত দিন বিএনপি আটলান্টিকের ওপারে হোয়াইট হাউসের দিকে তাকিয়ে ছিলড়াইডেন সাহেব নিষেধাজ্ঞা দিয়ে আওয়ামী লীগকে হটিয়ে তাদের ক্ষমতায় বসাবে। কী দেখলেন আজকে? বাইডেন সাহেব নিজেই সেলফি তুললেন শেখ হাসিনার সঙ্গে।'

এর জবাবে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, 'সেলফির জন্য কিন্তু র‍্যাবের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা কিংবা ভিসা নীতি উঠে যায়নি। দেউলিয়া হয়ে গেছে বলেই বাইডেনের সঙ্গে সেলফি তুলে ঢোল পেটাচ্ছেন। ভোটটা ঠিকমতো না করলে কোনো সেলফিই রক্ষা করতে পারবে না।'

কেবল রাজনৈতিক দলের নেতারাই নন, সরকার এবং বিরোধী উভয় দলের কর্মী-সমর্থকেরাও বিষয়টি নিয়ে নেমে পড়েছেন 'প্রচার যুদ্ধে'।পক্ষে-বিপক্ষে নানা বক্তব্য, আক্রমণ এবং পাল্টা আক্রমণ চলছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

কিন্তু সত্যিই কি এই সেলফি জো বাইডেনের সঙ্গে শেখ হাসিনার সব ল্যাঠা চুকেবুকে যাওয়ার বিজ্ঞাপন? না শুধুই সৌজন্য? আসলে একই অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাষ্ট্রের দুই কর্তাব্যক্তির সেলফি খুবই সাধারণ ও মামুলি একটা ঘটনা। এর দ্বারা দুই দেশের সরকারের সম্পর্কের ভালো-মন্দ কিছুই প্রকাশ পায় না।

আমেরিকা তার নিজের স্বার্থ ও সুবিধাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েই অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ও কূটনীতি পরিচালিত করে। রাষ্ট্রপতি কার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন, কার সঙ্গে সেলফি তুললেন, সেটা মোটেও কোনো তাৎপর্য বহন করে না। রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক আলাদা জিনিস। এর পেছনে লাভ-লোকসানের হিসাব জড়িত থাকে। থাকে আরও অনেক জটিল অঙ্ক ও কৌশল। সেলফি এসব তাৎপর্য ধারণ করে না।

সেলফি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা আসলে আমাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বেরই বহিঃপ্রকাশ। আগামী দিনে আমরা কীভাবে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেব, কীভাবে একটি অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য সুষ্ঠু নির্বাচন করব, সেই সিদ্ধান্ত আমাদেরই নিতে হবে।অন্য কোনো রাষ্ট্রপ্রধান বা অন্য কোনো দেশের সমর্থনের ওপর নির্ভর করে কখনো স্বদেশের গণতন্ত্র মেরামত করা যায় না।চিররঞ্জন সরকার গবেষক ও কলামিস্ট। দৈনিক আজকের পত্রিকার সৌজন্যে

স্বাধীন খালিস্তানের দাবিতে কানাডায় গণভোট, ক্ষুব্ধ ভারত

১২ পৃষ্ঠার পর

খালিস্তানপন্থী সংগঠন এসএফজে ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার সারের গুরু নানক সিংহ গুরুদ্বারে গত সপ্তাহে ওই খলিস্তানপন্থী গণভোটের আয়োজন করেছিল। কানাডায় বসবাসকারী প্রায় সাত হাজার শিখ তাতে অংশ নিয়েছিলেন। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, ওই গণভোটে হাজির ছিলেন এসএফজে-এর প্রতিষ্ঠাতা গুরপতবন্ত সিংহ পান্নুন।

গত বছরের নভেম্বরে কানাডার অন্টারিওতে জমায়েত এবং গণভোটের ডাক দিয়েছিল কট্টরপন্থী গোষ্ঠী 'শিখস ফর জাস্টিস'। সেই উদ্যোগকে সরাসরি 'জঙ্গি কার্যকলাপ' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল নয়াদিল্লি। কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো কূটনৈতিক সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, সে দেশের মাটি ব্যবহার করে ভারত বিভাজনের চেষ্টা শুরু করেছে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। কিন্তু তারপরও আয়োজিত হয়েছিল গণভোট।

২০১৯ সালের জুলাই মাসে এসএফজে-কে 'আন'ল'ফুল অ্যাক্টিভিটিজ প্রিভেনশন অ্যাক্ট' (ইউএপিএ) আইনের আওতায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল ভারত। সংগঠনের প্রধান গুরুপতবন্তের বিরুদ্ধে ভারতের 'রেড কর্নার নোটিস' জারির জন্য আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলের কাছে নয়াদিল্লির পক্ষ থেকে আবেদনও জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেই আবেদন ইন্টারপোল খারিজ করে দেয়। এর পরেই ওই বিচ্ছিন্নতাবাদী শিখ গোষ্ঠী কানাডায় গণভোটের আয়োজনের জন্য নতুন উদ্যমে তৎপরতা শুরু করে। ২০২০ সালে লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারেও স্বাধীন ও সার্বভৌম খালিস্তান রাষ্ট্রের দাবিতে বড় জমায়েত করেছিল এসএফজে। নয়াদিল্লি বারবার লিখিত এবং মৌখিক অনুরোধ করা সত্ত্বেও ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে'র সরকার নিষিদ্ধ করেনি ভারত-বিরোধী ওই সমাবেশকে।

২০২২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর মাসে কানাডার ব্রাম্পটনেও খালিস্তান রাষ্ট্রের দাবিতে সমাবেশ করে ওই সংগঠন। এর পিছনে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের মদদ ছিল বলে অভিযোগ করেছে নয়াদিল্লি।

ওই সময় একটি ভিডিও বার্তায় এসএফজে প্রধান গুরুপতবন্ত দাবি করেছিলেন, পঞ্জাবে বিধানসভা ভোটের আগে আম আদমি পার্টি (আপ)-এর অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও ভগবন্ত মান তাদের দলের জন্য ৬০ লাখ ডলারের বেশি অনুদান চেয়েছিলেন খালিস্তানপন্থী শিখদের কাছে। সূত্র : এবিপি

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT

Representation taxpayers IRS & State tax audit.
আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent
Special Price for W2 File

Members: NSA NATP Member of AICPA naea NOTARY PUBLIC

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

VISA MasterCard DISCOVER Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন?
সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA

আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

শহর জুড়ে শুধু লাশ, কতটা ভয়াবহ লিবিয়ার চিত্র?

১২ পৃষ্ঠার পর

উপরের বাঁধটি আগে ভেঙে পড়ে। সব পানি দেরনা থেকে এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বাঁধটিতে এসে চাপ সৃষ্টি করে এবং সেটিও ভেঙে পড়ে। এর ফলে শহরটির বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে।

লিবিয়ার বিমানপরিবহণ মন্ত্রী এবং পূর্বাঞ্চলীয় প্রশাসনের জরুরি পরিস্থিতি কমিটির সদস্য হিচেম আবু চকিওত রয়টার্সকে বলেছেন, 'সমুদ্রে, উপত্যকায়, ভাঙা বাড়ির নিচে সর্বত্র লাশ পড়ে রয়েছে। শহরের ২৫ শতাংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।' দেরনার ওয়াহদা হাসপাতালের ডিরেক্টর মহম্মদ আল-কাবিসি রয়টার্সকে বলেন, 'শহরের দু'টি ভাগের মধ্যে একটিতেই এখনও পর্যন্ত এক হাজার ৭০০ জন মারা গেছেন। অন্যটিতে এই সংখ্যা ৫০০।'

পূর্ব লিবিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ওথমান আবদুলজলিল সোমবার দেরনা শহর পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। অবস্থা দেখে শিহরিত মন্ত্রী জানান, দেরনা এখন 'ভূতুড়ে শহর'। তিনি বলেন, 'শহরের এখানে-সেখানে পড়ে রয়েছে মৃতদেহ। বহু মানুষ এখনও প্লাবিত ঘরে বন্দি। না খেয়ে দিন কাটছে তাদের। ধসের নীচে চাপা পড়ে রয়েছে আরও কয়েকশো দেহ। অনেকেই ভেসে গেছেন সমুদ্রে।'

ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ দ্য রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজের একটি প্রতিনিধি দলের প্রধান তামের রমজান মৃতের সংখ্যাকে 'অসংখ্য' বলে বর্ণনা করেছেন এবং নিখোঁজের সংখ্যা আনুমানিক দশ হাজার বলে নিশ্চিত করেছেন।

লিবিয়ার ইমার্জেন্সি অ্যান্ড অ্যাম্বুলেন্স অথরিটির প্রধান ওসামা আলি জানিয়েছেন, শক্তিশালী কর্দমাক্ত স্রোতে উপত্যকার বাড়িগুলো স্রেফ ভেসে গেছে। সঙ্গে যানবাহন ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ। শহরে যোগাযোগ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে, ফোন লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এর ফলে ব্যাপক উদ্ধার প্রক্রিয়া ক্রমে জটিল হয়ে পড়ছে।

সংকট মোকাবেলায় বেশ কয়েকটি দেশ ইতোমধ্যেই সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান বেনগাজিতে ১৬৮টি অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছেন। ইতালি উদ্ধার অভিযানে সহায়তার জন্য প্রতিরক্ষা দল পাঠাচ্ছে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্র।

লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলি থেকে মঙ্গলবার (১২ সেপ্টেম্বর জাতীয় ঐক্যবদ্ধ সরকারের প্রধানমন্ত্রী আবদুল হামিদ ডিবেইবা জানিয়েছেন, ১৪ টন ত্রাণ সমেত একটি বিমান বেনগাজিতে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বন্যাবিধ্বস্ত দেরনাতে এখনও ত্রাণ পৌঁছনো সম্ভব হয়নি।

২০১১ সালে শাসক মুয়াম্মার গদ্দাফির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দেশবাসী। পতন হয় গদ্দাফি সরকারের। নেপথ্যে ছিল ন্যাটো বাহিনী। তারপর থেকে পূর্বে বেনগাজিকেন্দ্রিক প্রশাসন এবং পশ্চিমে ত্রিপোলিকেন্দ্রিক প্রশাসনের মধ্যে বিরোধ চলছে। তার প্রভাব পড়েছে বন্যাবিধ্বস্ত পূর্ব লিবিয়ার উদ্ধারকাজে।

অভিবাসী ঠেকাতে উপকূলে ড্রোন ও ক্যামেরা বসাচ্ছে ফ্রান্স

১২ পৃষ্ঠার পর

জন্য ড্রোন, টহল হেলিকপ্টার, একটি টহল বিমান ও ৭৬টি ক্যামেরা একযোগে ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ফিক্সড-উইং ড্রোনগুলো ফরাসি নৌবাহিনীর মালিকানাধীন।

এই ড্রোন সিস্টেমের মূল মিশন হবে উদ্ধার ও নজরদারি বিষয়ক আঞ্চলিক ফরাসি দপ্তরকে (ক্রস) সহায়তা করা। ঝুঁকিতে থাকা নৌকাগুলোর অবস্থান শনাক্ত করা এবং অভিবাসী নৌকার মিথ্যা উপস্থিতি সম্পর্কে সন্দেহ দূর করার কাজে ব্যবহার হবে ড্রোনগুলো। বর্তমানে ফরাসি উপকূলে উদ্ধার অভিযানের জন্য কর্তৃপক্ষের ছয়টি উদ্ধার জাহাজ সক্রিয় রয়েছে।

উত্তর ফ্রান্সের কালেসহ বিভিন্ন উপকূল থেকে ব্রিটেনের দিকে যাত্রা করা অনিয়মিত অভিবাসন থামানোর লক্ষ্যে চলমান লড়াইকে শক্তিশালী করার অংশ হিসেবে এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

নতুন এই নজরদারি ড্রোন ও ক্যামেরার মাধ্যমে ফরাসি বর্ডার পুলিশ, ডিপার্টমেন্টাল পাবলিক সিকিউরিটি ডিরেক্টরেট এবং পুলিশের জেন্ডারমেরি শাখা উত্তর ফ্রান্সের শহুরে এলাকার বাইরে ও ভেতরের পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকা পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হবে।

এর সাহায্যে মানবপাচার এবং সীমান্তের অনিয়মিত পারাপারের বিরুদ্ধে লড়াই এবং ঝুঁকিতে থাকা মানুষকে উদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে চায় সরকার। ২০২২ সালে প্রায় ৮০ হাজার অভিবাসী চ্যানেল অতিক্রম করে যুক্তরাজ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিলেন।

ফ্রান্সে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে ড্রোনের ব্যবহার সাধারণত বিভিন্ন বিচার বিভাগীয় ডিক্রির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ডিক্রির শর্তা অনুসারে, উন্মুক্ত স্থানে ব্যক্তি এবং সম্পত্তির নিরাপত্তার ওপর আক্রমণ প্রতিরোধে ড্রোন দিয়ে ভিডিও করতে বৈধ কারণ থাকতে হবে।

একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সর্বোচ্চ তিন মাস পর্যন্ত এটি চালিয়ে যেতে পারবে। তবে বেশ কিছু নির্দিষ্ট শর্ত মেনে এটি নবায়নের সুযোগ রয়েছে।

২০১৮ সাল থেকে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে আসা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের হিসাব রাখতে শুরু করেছে ব্রিটেন। তখন থেকে এখন পর্যন্ত এক লাখেরও বেশি অভিবাসী এই ভয়ঙ্কর অভিবাসন রুট পেরিয়ে ফ্রান্স থেকে যুক্তরাজ্যে পৌঁছেছেন।

মারাত্মক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় বিশ্বের প্রায় ২৪ কোটি মানুষ

১২ পৃষ্ঠার পর

নীচে। সংকট কবলিত ১৫টি দেশের ৬৩ লাখ গর্ভবতী ও স্তন্যদাতা মা মারাত্মক পুষ্টিহীনতায় ভুগছেন বলেও রিপোর্টটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। চলতি বছর খাদ্য নিরাপত্তহীনতার সংকট কবলিত ২৫টি দেশ ও ১০টি অঞ্চলের তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায়নি। এসব দেশের ৪ কোটি ১০ লাখ মানুষ মারাত্মক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সংকটে ছিল বলে ২০২২ এর উপাত্তে দেখা গেছে। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে- মিয়ানমার, সিরিয়া ও ইউক্রেন।

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফওএ) গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, চলতি বছর খাদ্য মূল্য ইতিহাসের সর্বোচ্চ বহাল থাকবে। তবে দাম ২০২২ সালে মার্চে ইউক্রেনে রুশ হামলার পর যে পর্যায়ে বেড়েছিল তার চেয়ে কিছুটা কমবে।সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law- Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ◻ Bankruptcy ◻ Civil ◻ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
★ Personal Tax
★ Business Tax
★ Sales Tax
★ Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
★ Citizenship Application
★ Family Petition
★ Green Card Renew
★ All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

SUMMER PROGRAM CAMPS

FROM JUNE TO SEPTEMBER

KT KHAN'S TUTORIAL

ADVANCED ENRICHMENT CAMP GRADES 3 - 8

NEW YORK STATE WRITING, ELA, MATH EXAMS

TUESDAY - THURSDAY: IN-PERSON OR
FRIDAY - SUNDAY: DIGITALLY

LEARN NEXT YEAR'S MATERIAL AHEAD OF TIME!

FAMILIES WIN MEDALS AND OFFICIAL CERTIFICATES

SPECIALIZED HIGH SCHOOLS ADMISSIONS TEST (SHSAT)

ENROLLING AT | 6TH, 7TH, & 8TH GRADERS

TUESDAYS - FRIDAYS: BOOTCAMPS & WORKSHOPS
SATURDAYS / SUNDAYS: GROUP CLASSES

SHSAT TEST DATE: OCTOBER 2023
NEXT KHAN'S DIAGNOSTIC: JUNE 24, 2023

4,000 ACCEPTANCES! MOST ACCEPTANCES IN NYC!

SAT & COLLEGE ADMISSIONS REGENTS & HIGH SCHOOL SUBJECTS

2023 SAT TEST DATES: JUNE, AUGUST, OCTOBER

TUESDAY - FRIDAY: SAT SUMMER ELITE
SATURDAY - SUNDAY: SAT SUMMER PREMIUM

NEW STUDENTS ALSO RECIEVE OUR KHAN'S SAT BOOKS FOR FREE!

FREE COLLEGE ADMISSIONS WORKSHOPS

FEATURED IN:

WSJ BBC SPECTRUM NEWS1 PBS NEWSHOUR

CALL NOW AT 718-938-9451 OR VISIT KHANSTUTORIAL.COM

২৮ অক্টোবর উদ্বোধনের পরদিন জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে বঙ্গবন্ধু টানেল

১০ পৃষ্ঠার পর

২৮ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পরদিন চট্টগ্রামবাসী এই টানেল দিয়ে যাতায়াত করতে পারবেন।'

মনজুর হোসেন বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল শুধু চট্টগ্রামের জন্য নয়, পুরো বাংলাদেশের জন্যই একটা গর্বের বিষয়। আগামী ২৮ অক্টোবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা উদ্বোধনের জন্য তারিখ নির্ধারণ করেছেন। ইতোমধ্যেই সব কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এটার প্রিকমিশনিং, কমিশনিং থেকে শুরু করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা যেগুলো, সেগুলো দেখা হয়েছে।'

টানেলের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে সেতু সচিব বলেন, 'টানেল উদ্বোধন করে দেয়ার পরও আমাদের কার্যক্রম চলমান থাকবে। যেমন ওএন্ডএম যেটা বলা হয় অপারেশন এন্ড মেন্টেইন্যান্স, এটা কিন্তু চলবে। টানেলর কাজ শুরু করার পর যে বিষয়গুলো বলা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে ফাঁড়ি, ডাম্পিং স্টেশনের জন্যে জায়গা রয়েছে- যা করতে পারব বলে আশা করছি আমরা।

'এর বাইরে অপারেশনের যারা রয়েছে, মেন্টেইন্যান্স যারা করবে তাদের কিন্তু নিজস্ব কিছু ভেহিকল থাকবে। রিস্কউ ভেহিকল, ইমার্জেন্সী ভেহিকল, রেকারের মত ভেহিকল। অন্যদের সাপোর্ট বা সবকিছু মিলিয়ে সমন্বয় করতে পারলে আশা করি যে পরবর্তীতে কোনো সমস্যা হবে না।' টানেল ও তার আশেপাশের ট্রফিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে তিনি বলেন, 'পুলিশের একটা নির্দিষ্ট প্ল্যান থাকবে। সিডিএর পক্ষ থেকেও কিছু প্রস্তাব আছে, তারাও কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। টানেলের যে আরেকটা বড় লক্ষ্য রয়েছে, আমাদের কক্সবাজারেও বেশ কিছু বড় প্রকল্প হচ্ছে। ভবিষ্যতে কিন্তু আগামী দু-চার বছরের মধ্যে সে প্রকল্পে যাতায়াতের জন্য টানেলটা খুব ব্যবহার করা হবে। সেক্ষেত্রে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় পুলিশের আলাদা প্যান রয়েছে। তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে আমরা সব কাজ করতে চাই।' যানবাহন চলাচলের গতি ও ধরণ বিষয়ে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'কোন ধরনের যানবাহন চলাচল করতে পারবে নিধারর্ণ করা আছে, টোলও নির্ধারণ করা হয়ে গেছে। আপাতাত ডিজাইন অনুযায়ী ঘন্টায় ৮০ কিলোমিটার বেগে যান চলতে পারবে। কনসেপ্টটা তো আমাদের জন্য নতুন, সে অনুযায়ী কিন্তু এটার কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ভেতরে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে কীভাবে রেস্কিউ করতে হবে সে জিনিসগুলো অন্য যে কোনো ব্রীজ বা সড়কের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এ জিনিসটা নিশ্চিত করতে হচ্ছে, টানেলও নিরাপদ থাকবে, টানেল যারা ব্যবহার করবে তারাও নিরাপদ থাকবে। সেই ধারণা থেকে এই মুহূর্তে টু-হুইলার বা থ্রী-হুইলারের জন্য এটা বোধহয় নিরাপদ হবে না।' ট্রায়ালরান নিয়ে তিনি জানান, 'আমি বলেছিলাম ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল কাজটা হয়ে যাওয়ার পরই প্রিকমিশনিং এন্ড কমিশনিং, সেফটি ইস্যুজগুলো দেখা। এগুলো সবই ট্রায়ালরানের অন্তর্ভুক্ত।'

ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট - ইআইইউ'র আর্থিক ঝুঁকি মূল্যায়নে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কার পেছনে বাংলাদেশ

১০ পৃষ্ঠার পর

ঘাটতি জিডিপির ৫.১% এ সংশোধন করা হয়েছিল। এদিকে, দেশের পাবলিক ঋণের সাথে জিডিপি অনুপাত এ অর্থবছরে ৪০% এর কম হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে জিডিপির শতাংশ হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা-নির্ধারিত পাবলিক ঋণ বর্তমানে ১০-৩০% এর মধ্যে। প্রতিবেদনে পণ্য রপ্তানি, প্রাথমিক আয় এবং রেমিটেন্সের শতাংশ হিসাবে মোট বৈদেশিক ঋণ পরিষেবা ১০% এর কম হবে বলে অনুমান করা হয়েছে ৬নো রিটার্ন টু চিপ মান্নি শিরোনামের এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক সুদহারের সাম্প্রতিক উর্ধ্বগতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ওপর চাপ বাড়িয়েছে।

আর্থিক পর্যবেক্ষণ সংস্থাটি শ্রীলঙ্কাকে ২০২২ সালে খেলাপি হওয়া ছয়টি দেশের মধ্যে তালিকাভুক্ত করেছে।

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
(F Train to 179th Street (South Side)
91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

Sahara Homes
NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!
BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!
Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM
Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
Individual Income Tax
Business Income Tax
Non-Profit Tax Return
Accounting & Bookkeeping
Retirement and Investment Planning
Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry
স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100
ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991
Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

ভিসা জটিলতায় বাংলাদেশের পর্যটক কম, মন্দায় কলকাতার ব্যবসায়ীরা

১২ পৃষ্ঠার পর

জটিলতা দূর করতে কেন্দ্র সরকারের কাছে চিঠি দিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। তারা ভিসা সহজীকরণের দাবি জানিয়েছেন।

বাংলাদেশি দর্শনার্থীরা জানান, বর্তমানে ভারতের ভিসা পেতে ৯০ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়; যা আগে আরও দ্রুত পাওয়া যেত। ভিসা পেতে সময় বেশি লাগায় দর্শনার্থী কমেছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, মৌসুমে প্রতিদিন কলকাতায় অন্তত ছয় হাজার দর্শনার্থী যান। কখনো সেটা বেড়ে ১৫ হাজার ছাড়িয়ে যায়। তবে ভিসা জটিলতার কারণে বর্তমানে দর্শনার্থীর সংখ্যা কমে ২ থেকে ৩ হাজারে নেমে এসেছে।

ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. সাইফ শামীম জানান, গত আগস্ট মাস থেকে আমাদের ব্যবসায় মন্দা চলছে।

ঢাকা-কলকাতা চলাচলকারী সোহাগ পরিবহনের অপারেটর মনতোশ কুমার সাহা বলেন, আগের চেয়ে দর্শনার্থীর সংখ্যা অনেকে কমেছে। বর্তমানে একটি গাড়িতে ১২ থেকে ১৪ জনের মতো ভারতীয় যাত্রী থাকছেন।

লোকসানে ডুবে যাচ্ছে পাকিস্তান এয়ারলাইন্স

১২ পৃষ্ঠার পর

মধ্যেই পিআইএর মূল কার্যক্রম এবং বিভিন্ন সম্পদ বিক্রি করে দেয়া হতে পারে।

গত সপ্তাহে বেসামরিক বিমান চলাচল বিষয়ক মন্ত্রণালয় কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে। তাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলা হয়েছে, এই বিমান সংস্থা আর্থিক সংকটে হাঁসফাঁস করছে। ॥

এতে বলা হয়েছে এসব ঋণ রয়েছে ঋণদাতাদের কাছে, বিমান ভাড়া, জ্বালানি সরবরাহকারী, ইন্স্যুরেন্স, আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ অপারেটরদের কাছে। এমনকি বকেয়া আছে ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট এসোসিয়েশনের কাছে। এমন অবস্থায় পিআইএর ১৩টি লিজ নেয়া বিমানের মধ্যে ৫টি মাটিতে অচল বসে আছে। আরও চারটি বিমান একই ভাগ্য বরণ করতে চলেছে।

মন্ত্রণালয় বলেছে, মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে বোয়িং এবং এয়ারবাসের খুচরা যন্ত্রাংশের সরবরাহ থাকবে না। এমন ভয়াবহ উদ্বেগের মধ্যে মন্ত্রণালয় অবিলম্বে পাকিস্তান এয়ারলাইন্সে ২৩০০ কোটি পাকিস্তানি রুপি তাৎক্ষণিকভাবে দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।

আভ্যন্তরীণ এজেন্সিগুলোর জন্য শুল্ক, ট্যাক্স এবং সার্ভিস চার্জও স্থগিত করেছে। তবে ডন বলছে, এসব পদক্ষেপ একটি সুদৃঢ় এবং যোগ্য ব্যবসা পরিকল্পনার উপযোগী নয়। তবে পিআইএ'কে যদি পুনর্গঠন করা যায়, তাহলে হয়তো কিছুটা উন্নতি হতে পারে। কিন্তু তা করতে গেলে সময় লাগবে প্রায় আট মাস।

১৯৯০এর দশক থেকেই ভয়াবহ লোকসান করে যাচ্ছে পিআইএ।

আঞ্চলিক বিমান সংস্থা, অব্যবস্থাপনা এবং ফ্লাইট সম্প্রসারণের জন্য অপর্যাপ্ত তহবিলের কারণে এই বিমান সংস্থাটি হোঁচট খাচ্ছে। ২০২২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পিআইএর ঋণ এবং দায়বদ্ধতার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫০ কোটি ডলার। এই অর্থ তার মোট সম্পদের ৫ গুনেরও বেশি। বলা হয়েছে এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রতি বছর পিআইএর লোকসানের পরিমাণ দাঁড়াবে ৮৭ কোটি ১০ লাখ ডলার।

চলতি অর্থবছরের জুলাই-আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ২.৯৫ শতাংশল

১০ পৃষ্ঠার পর

সময়ের তুলনায় ১১.৮১ শতাংশ বেড়ে ৩.৪৪ বিলিয়ন ডলার থেকে ৩.৮৫ বিলিয়ন ডলার হয়েছে।

স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি, নেদারল্যান্ডস এবং পোল্যান্ডের মতো প্রধান কিছু ইইউ বাজারেও রপ্তানি বেড়েছে যথাক্রমে ২৬.৯৪ শতাংশ, ৮.৪৫ শতাংশ, ২৮.৭৩ শতাংশ, ১৮.৯৫ শতাংশ ও ২৬.৩৭ শতাংশ। তবে, বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্য জার্মানিতে এ সময়ে রপ্তানি ৬.২৯ শতাংশ কমে ৯৯৪ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-আগস্ট সময়ের মধ্যে যুক্তরাজ্যে রপ্তানি ১৯.১৪ শতাংশ বেড়ে ৯৭৬.৭৫ মিলিয়ন এবং কানাডায় ৭.২২ শতাংশ বেড়ে ২৪৩.৪৪ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

একই সময়ে, অপ্রচলিত বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি ২১.৯৪ শতাংশ বেড়ে ১.৪৭ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। প্রধান অপ্রচলিত বাজারগুলোর মধ্যে জাপানে পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ৩৩.৯৭ শতাংশ, অস্ট্রেলিয়ায় বেড়েছে ৪৯.৫২ শতাংশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৯.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এদিকে, ভারতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কমেছে ৩.১৪ শতাংশ।

আগস্টে বাংলাদেশে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ৯.৯২ শতাংশ

১০ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশ করেছে। সেখানে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির এমন চিত্র দেখা গেছে।

সরকারের প্রত্যাশা ছিল আগস্টে মূল্যস্ফীতি কমবে। ২৯ আগস্ট জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভার (একনেক) পর পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান সাংবাদিকদের বলেছিলেন, মূল্যস্ফীতি জোর করে কমানো যায় না। কার্যকর নীতি নিতে হবে। আমি ঝুঁকি নিয়ে বলতে পারি, চলতি আগস্টে মূল্যস্ফীতি ২ থেকে ৪ পয়েন্ট কমবে।

পরিকল্পনামন্ত্রীর মূল্যস্ফীতি কমার আশা পূরণ হয়নি। এ বিষয়ে জানতে চাইলে পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান প্রতিদিনের বাংলাদেশকে বলেন, বন্যা এবং বৃষ্টির কারণে আগস্টে পণ্য সংকট হওয়ায় খাদ্য পণ্যের দাম বেড়েছে। এ ছাড়া পণ্য আমদানিতেও কিছুটা সমস্যা রয়েছে যার কারণে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে।

আগস্টে মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ হওয়ার মানে হলো, ২০২২ সালে আগস্টে একজন মানুষ যে পণ্য ও সেবা ১০০ টাকায় কিনতেন, চলতি বছরের আগস্টে একই পণ্য কিনতে তার খরচ হয়েছে ১০৯ টাকা ৯২ পয়সা। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে খরচ বেড়েছে ৯ টাকা ৯২ পয়সা। মূল্যস্ফীতি হলো এক ধরনের করের মতো, যা ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবার ওপর চাপ বাড়ায়।

এর আগের মাসে, অর্থাৎ জুলাইয়ে মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ৬৯ শতাংশ এবং জুনে তা ছিল ৯ দশমিক ৭৪ শতাংশ। তবে গত মে মাসে দেশে মূল্যস্ফীতি হয়েছিল ৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ।

এই হার গত প্রায় এক যুগের মধ্যে সর্বোচ্চ। এ ছাড়া গত ২০২২-২৩ অর্থবছরের গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ০২ শতাংশ, যা বছরওয়ারি হিসাবে এক যুগের মধ্যে সর্বোচ্চ।

বিবিএসের হালনাগাদ তথ্যে দেখা গেছে, আগস্টে সার্বিক খাদ্য মূল্যস্ফীতি হয়েছে ১২ দশমিক ৫৪ শতাংশ। আগের মাস, অর্থাৎ জুলাইয়ে এ হার ছিল ৯ দশমিক ৭৬ শতাংশ। এর মানে, আগস্টে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেড়েছে ২ দশমিক ৭৮ শতাংশ।

এর মধ্যে গ্রাম এলাকায় আগস্টে খাদ্য মূল্যস্ফীতি হয়েছে ১২ দশমিক ৭১ শতাংশ। আর শহর এলাকায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ১২ দশমিক ১১ শতাংশে। উভয় ক্ষেত্রে খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুলাইয়ে ১০ শতাংশের নিচে ছিল।

অন্যদিকে সার্বিক খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুলাইয়ের ৯ দশমিক ৪৭ শতাংশ থেকে কমে আগস্টে ৭ দশমিক ৯৫ শতাংশ হয়েছে। এর মধ্যে আগস্টে গ্রাম এলাকায় খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ৭ দশমিক ৩৮ শতাংশ ও শহর এলাকায় এটি ৮ দশমিক ৪৮ শতাংশ।

এ ছাড়া গ্রামে এখন সার্বিক মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৯৮ শতাংশ, যা জুলাইয়ে ছিল ৯ দশমিক ৭৫ শতাংশ। আর শহরে এখন সার্বিক মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৬৩ শতাংশ, যা জুলাইয়ে ছিল ৯ দশমিক ৪৩ শতাংশ। সূত্র আজকের বাংলাদেশ

বাংলাদেশ-সহ এশিয়ার চার দেশের পোশাক রপ্তানি আয় ৬৫ বিলিয়ন ডলার কমাবে বিরূপ জলবায়ু

১০ পৃষ্ঠার পর

গবেষণার অংশ হিসেবে- বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান ও ভিয়েতনামে ব্যবসা পরিচালনাকারী ছয়টি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের সরবরাহ শৃঙ্খলকে আমলে নেওয়া হয়। এতে দেখা যায়, বস্তুগত দিক দিয়ে ছয়টি ব্র্যান্ডের ব্যবসাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এমন একটি ব্র্যান্ডের কথাও উল্লেখ করা হয়, যাদের ক্ষেত্রে এই ক্ষতির পরিমাণ তাদের গ্রুপের পরিচালন মুনাফার ৫ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে।

নিবন্ধের লেখকরা বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে জানান, পোশাক শিল্পের আর্থিক খরচ লক্ষণীয়ভাবে বাড়ছে, তাছাড়া এই শিল্পের কোম্পানিগুলোর সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্যও পান না বিনিয়োগকারীরা। সুতরাং এই শিল্প ও তাতে বিনিয়োগকারী উভয় পক্ষকেই এ গবেষণার ফলাফলকে সতর্কবার্তা হিসেবে নেওয়া উচিত।

কর্নেল গোব্লাল লেবার ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক জেসন জুড বলেন,'আমরা যেসব সরবরাহকারী ও তাদের বায়ারদের সাথে কথা বলেছি, তাদের কেউই এসব বিষয় (বন্যা ও খরতাপ) নিয়ে সচেতন ছিলেন না। এই শিল্পের জলবায়ু প্রতিক্রিয়ার বেশিরভাগ অংশ জুড়েই আছে প্রভাব প্রশমন, (কার্বন) নিঃসরণ হ্রাস এবং রিসাইক্লিং। কিন্তু, বন্যা বা খরতাপ মোকাবিলায় বলতে গেলে তাদের খুব সামান্য অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো উদ্যোগই নেই।'

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে দিন দিন মারাত্মক হচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তন। দুর্যোগ হানা দিচ্ছে ঘন ঘন। এই প্রেক্ষাপটে, কোম্পানিগুলোর বস্তুগত ক্ষতির ঝুঁকি সম্পর্কে অনুধাবন করা খুবই জরুরি। কিন্তু, পোশাক শিল্পের বেশিরভাগ কোম্পানি যথেষ্ট তথ্য প্রকাশ না করায় এই প্রক্রিয়াটি এখনও প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে। তাছাড়া, এখাতের খুব কম সংখ্যক বিনিয়োগকারীই জলবায়ুর ঝুঁকি সম্পর্কে যথাযথ বিশ্লেষণ করে থাকেন।

ক্রোডার্সের টেকসই বিনিয়োগ গবেষণা শাখার প্রধান অ্যাঙ্গুস বাওয়ের বলেন, 'এবিষয়ে তথ্যের সরবরাহ খুব কম্ পোশাক শিল্পের অনেক ব্র্যান্ডই তাদের সরবরাহকারীদের কারখানার অবস্থান সম্পর্কে জানায় না।'

বিনিয়োগ ব্যবস্থাপক ক্রোডার্স ৮৭৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পদ ব্যবস্থাপনা করে। বাওয়ের জানান, তার প্রতিষ্ঠান এবিষয়ে পোশাক শিল্পের কোম্পানিগুলোর সাথে যোগাযোগ বাড়াবে, তাদের দরকারি তথ্য প্রদানে উৎসাহিত করবে। তিনি বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলোকে সরবরাহকারী এবং নীতিনির্ধারকদের সাথে অভিযোজন কৌশল প্রণয়নে কাজ করার আহ্বান জানান। কৌশল প্রণয়নে কর্মীদের ওপর জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবকে আমলে নেওয়ার তাগিদও দেন।

ভবিষ্যতে বিরূপ জলবায়ুর সাথে মানিয়ে চলার মতোন- অভিযোজন পরিস্থিতি থাকলে কী হবে তার একটি আনুমানিক মডেল তৈরি ও বিশ্লেষণ করেছেন গবেষকরা। একইসঙ্গে,'উচ্চ তাপ ও বন্যার মতো প্রতিকূল পরিস্থিতির মডেলও খতিয়ে দেখেছেন। এ দুই মডেলের ভিত্তিতে তারা পূর্বাভাস দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পরিস্থিতির আওতায়, শ্রমিকরা আরও বেশি তাপজনিত ক্লান্তি ও দুর্বলতার শিকার হবে; তাপ ও আদ্রতা বাড়ার সাথে সাথে কমবে তাদের উৎপাদনশীলতা। একইসঙ্গে বন্যার প্রকোপে আলোচিত চার দেশের অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ বাংলাদেশসহ এশিয়ার এই তিনটি দেশ বিশ্ববাজারে মোট পোশাক রপ্তানির ১৮ শতাংশ করে। চার দেশের পোশাক ও পাদুকা কারখানায় কাজ করেন ১ কোটি ৬ লাখের মতো শ্রমিক। তাই উৎপাদনশীলতায় পতনের কারণে ২০২৫ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে যে রপ্তানি আয়ের প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, তার চেয়ে ৬৫ বিলিয়ন ডলার কম আয় করবে এসব দেশ, যা তাদের ২২ শতাংশ রপ্তানি আয় হ্রাসের সমান। ফলে কর্মসংস্থান সৃজনও কমবে অন্তত সাড়ে ৯ লাখ।

২০৫০ সাল নাগাদ রপ্তানি আয় হারানো ৬৮.৬ শতাংশে পৌঁছাবে, এতে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি কম হবে ৮৬ লাখ ৪০ হাজার। রয়টার্স

সমালোচনা করার আগে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট পড়ার পরামর্শ

৮ পৃষ্ঠার পর

করে তারপর মন্তব্য করার আহ্বান জানান তিনি।পশ্চিমা বিশ্বের অনেক আইনকে 'কুখ্যাত আইন বলে সেসব আইনের সমালোচনাও করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী।

ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী ১৪টি ধারার অধীনে অপরাধ জামিন-অযোগ্য ছিল । জাতীয় সংসদে বুধবার (১৩ সেপ্টেম্বর) চারটি ধারায় অপরাধকে জামিন-অযোগ্য রেখে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট পাস হয়।

কম্পিউটারের প্রধান তথ্য পরিকাঠামোতে অনুপ্রবেশ, কম্পিউটার সিস্টেমের ক্ষতি, সাইবার সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং হ্যাকিং সম্পর্কিত অপরাধকে এই চারটি ধারায় রাখা হয়েছে। তবে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট এর অধীনে চলমান মামলাগুলো পুরোনো আইন অনুসারেই চলবে। সে বিষয়ে নতুন আইনে একটি বিধান যুক্ত করা হয়েছে।

নতুন পাস হওয়া আইনেও মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা, জামিন অযোগ্য অপরাধ ও সমালোচকদের আটক করার মাধ্যমে আইনের অপব্যবহারের সুযোগ থেকে যাচ্ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। - দ্য ডেইলি স্টার

বাংলাদেশের ২৯ সচিবের ৪৩ সন্তান বিদেশে : অনুসন্ধানে তথ্য

৯ পৃষ্ঠার পর

সচিব আবু আলম মো. শহীদ খান গতকাল বুধবার আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'যাঁরা দেশের বাইরে গেছেন, তাঁরা আইন মেনেই গেছেন। এখন কোনো সচিব যদি নির্বাচনকেন্দ্রিক কার্যক্রমে আইনবিরোধী কিছু করেন, তাহলে তাঁরা ভিসা নীতির আওতায় সমস্যায় পড়তে পারেন। আর সেই কারণে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা তাঁদের সন্তানদেরও কিছু সমস্যা হতে পারে। তবে সচিব সরাসরি নির্বাচনী কাজ করেন না। তাঁরা আইন মেনে কাজ করলে কোনো সমস্যা দেখছি না। আর তাঁদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে বিদেশি কোনো শক্তি কিছু করতে অন্যায় কিছু করাতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না।'

ওই সংস্থার তথ্য ঘেঁটে দেখা গেছে, ১৮ জন সচিবের ২৫ সন্তান যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। এর মধ্যে পরিকল্পনা সচিব সত্যজিত কর্মকারের দুই মেয়ে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহর দুই মেয়ে, বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান (সচিব) মো. ফয়জুল ইসলামের দুই ছেলে, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সচিব) মোসাম্মৎ নাসিমা বেগমের এক ছেলে, পাবর্ত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মশিউর রহমানের এক ছেলে, তথ্য ও সম্প্রচারসচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকারের এক মেয়ে ও এক ছেলে, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. কামাল হোসেনের এক মেয়ে, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব আবুল কাশেম মো. মহিউদ্দিনের এক মেয়ে, সেতু বিভাগের সচিব মো. মনজুর হোসেনের এক ছেলে, সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) সচিব হাসানুজ্জামান কল্লোলের এক ছেলে ও এক মেয়ে, সংস্কৃতিসচিব মো. খলিল আহম্মেদের এক ছেলে, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদারের এক ছেলে ও এক মেয়ে (দুজনেই চাকরি করেন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মো. মাহমুদুল হোসাইন খানের এক ছেলে, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের এক ছেলে এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্তসচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিনের এক মেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন। এ ছাড়া মৎস্য ও প্রাণিসম্পদসচিব ড. নাহিদ রশীদের এক মেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন।

পররাষ্ট্রসচিবের এক মেয়ে কানাডায় এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্তসচিবের এক ছেলে অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদসচিবের এক মেয়ে ভারতে আছেন।

জানতে চাইলে গণপূর্তসচিব কাজী ওয়াসি উদ্দিন গত বুধবার (১৩ সেপ্টেম্বর) নিজ দপ্তরে বলেন, 'আমাদের এক ছেলে ও এক মেয়ে দেশের বাইরে আছে। তাঁরা পড়াশোনা করতে গেছে।'

সন্তানের বিষয়ে কথা বলতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মো. মাহমুদুল হোসাইন খানের ব্যক্তিগত মোবাইলে ফোন করে বন্ধ পাওয়া যায়। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহর ব্যবহৃত দুটি মোবাইল নম্বরে একাধিকবার কল করলেও ধরেননি।

সংস্কৃতিসচিব মো. খলিল আহম্মেদ বলেন, 'আমার ছেলে দুই বছর সাত মাস আগে স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকা গেছে। ছেলে মূলত পড়াশোনা করছে।'

পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মশিউর রহমান বলেন, 'আমার ছেলে এক বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করতে গেছে।'

দায়িত্বশীল সংস্থার প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, কানাডায় বসবাস করছেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোলেমান খানের দুই ছেলে, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের সচিব মো. আজিজুর রহমানের এক মেয়ে। যুক্তরাজ্যে অবস্থান করছেন নৌপরিবহনসচিব মো. মোস্তফা কামালের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সচিব) আবদুল বাকীর এক ছেলে স্ত্রীসহ নিউজিল্যান্ডে এবং পরিকল্পনা কমিশনের আরেক সদস্য (সচিব) এ কে এম ফজলুল হকের এক ছেলে ফিনল্যান্ডে পড়াশোনা করছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এনএসডিএ) নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) নাসরীন আফরোজের এক ছেলে এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব ড. শাহনাজ আরেফিনের এক ছেলে অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা করছেন।

এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করছেন রেলপথসচিব ড. মো. হুমায়ুন কবীরের এক ছেলে, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন সচিব ড. ফারহিনা আহমেদের এক ছেলে ও এক মেয়ে এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদসচিব মো. মইনুল কবিরের এক মেয়ে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব শরিফা খানের এক ছেলে কানাডায় ও আরেক ছেলে পোল্যান্ডে বাস করছেন।

এ বিষয়ে জানতে মোবাইলে ফোন করা হলে নৌপরিবহনসচিব মো. মোস্তফা কামাল ফোন ধরেননি। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোলেমান খানের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।-উবায়দুল্লাহ বাদল ও তোফাজ্জল হোসেন রুবেল, দৈনিক আজকের পত্রিকা

জনগণ চাইলে থাকবো, না চাইলে অসুবিধা নেই -প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৯ পৃষ্ঠার পর

করছি তখনই নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন করা। এর অর্থটা কী? আজ দেশ যখন অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তখন নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন কেন?

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আওয়ামী লীগের ভূমিকার কথা তুলে ধরে দলটির প্রধান বলেন, জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকারের জন্য আন্দোলন করেছি আমরা। রাজপথে ছিলাম আওয়ামী লীগ। রক্ত দিয়েছি অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। সেই শহীদের তালিকা দেখলে আওয়ামী লীগের নাম পাওয়া যাবে। সংগ্রামের মধ্যদিয়ে মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছি এটাই সব থেকে বড় কথা।

নির্বাচন নিয়ে দেশবিদেশে নানা সমালোচনার জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, আজকে দেখি নির্বাচন নিয়ে, নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিয়ে সবাই সোচ্চার। যে সমস্ত দেশ আমাদের দেশের নির্বাচন নিয়ে কথা বলছে আর অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা বলছে তাদের কাছে আমার প্রশ্ন? '৭৫ এর পর থেকে বারবার যে নির্বাচনগুলো হয়েছিল সেই সময় তাদের এই চেতনাটা কোথায় ছিল? জানি না, তাদের এই বিবেক কী তখন নাড়া দেয়নি?

২০০১ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে না পারার কারণ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন, ২০০১ সালে সরকারে আসতে পারিনি। কারণটা কিছুই না। নিজের দেশের গ্যাস বিক্রি করবো না -এই সিদ্ধান্তটাই ছিল আমার ভাগ্য নিয়ে খেলা। আমি সেটা পরোয়া করিনি। কারণ, আমার কাছে বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থটাই বড়।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের সম্পদ বাংলাদেশের জনগণের কাছে থাকবে। জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজে লাগবে। এটা ছিল আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। যাহোক খেসারত দিতে হয়েছে। ক্ষমতায় আসতে পারিনি। কিন্তু এরপর দেশে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, নির্যাতন অত্যাচার ছিল প্রতিনিয়ত ব্যাপার। এরপর ভোট চুরি। ওই ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার দিয়ে আবার ভোট চুরির পাঁয়তারা। এই দুঃশাসনের ফলে জরুরি অবস্থা। এলো সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। একটা দমবন্ধকর পরিস্থিতি ছিল। তারা আমাদের ওপর অত্যাচার করলেও আমাদের প্রস্তাবিত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স এবং ছবিসহ ভোটার তালিকাটা করেছিল। ভোটের ব্যাপারে এই নিয়মটা মেনে নিয়েছিল। আমরা ২০০৮ সালে নির্বাচনে ব্যাপকভাবে বিজয়ী হয়ে সরকারে আছি।

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালের নির্বাচনে জনগণ আমাদের ভোট দেয়। তখনও নির্বাচন ঠেকাতে এই বিএনপি-জামায়াত মিলে অগ্নিসন্ত্রাস শুরু করে। জ্বালাও-পোড়াও করে ভোট কেন্দ্র পুড়িয়ে দেয়। অগ্নিসন্ত্রাসের যেন একটি মহোৎসব শুরু করে দিয়েছিল। শত শত মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে তারা। জনগণ তা মেনে নেয়নি। তা অতিক্রম করে নির্বাচন হয় আমরা আবার সরকার গঠন করি। এরপর ২০১৮ সালে নির্বাচন হয়। তারা নির্বাচনে আসে। মনে হয়েছিল তারা নির্বাচনে এসেছে ওই নমিনেশন বাণিজ্য করার জন্য। বিএনপি বাণিজ্য করে ৩০০ সিটে ৭'শ নমিনেশন দেয় এবং তাদের মধ্যে গোলমাল। এক সময় তারা নির্বাচন থেকে নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে।

ডেঙ্গু মশা নিয়ন্ত্রণে সবাইকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মশা মারতে কামান দাগলে হবে না। ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখতে হবে। নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। সবাইকে মশারি টাঙিয়ে ঘুমাতে হবে। কোথাও পানি জমে আছে আছে কী না তা দেখতে হবে। শুধু সরকার করে দেবে? সিটি করপোরেশন করে দেবে? গালি দিতে হবে। গালি দিলে তো হবে না। তাদের কাজ তো তারা করে যাচ্ছে। নিজেদের কাজ নিজেদের করতে হবে। কে কী করে দিল না না দিলো ওই কথা বলে লাভ নেই। নিজেদের সুরক্ষার ব্যবস্থা নিজেকে করতে হবে। সেই আহ্বান জানাচ্ছি।

তিনি বলেন, পরপর তিনবার আসতে পেরেছি বলেই এই উন্নয়নটা সম্ভব হয়েছে। আগামীতে আমাদের নির্বাচন হবে। আজকে আমরা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা বড় বাজেট দিয়েছি। উন্নয়ন প্রকল্পগুলো কার্যকর করে যাচ্ছি। সেখানে কৃচ্ছতা সাধন করে যাচ্ছি। বাংলাদেশটা যে বদলে গেলো। মানুষ যে ভালোভাবে বসবাস করছে এটা তো বাস্তবতা। এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা যাতে অব্যাহত থাকে সেটাই চাই। দেশবাসীর কাছে সেটুকুই আমার আহ্বান।

মুদ্রাস্ফীতি কিছু মানুষ কষ্টে আছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জিনিসের কিন্তু অভাব নেই। উৎপাদনে ঘাটতি নেই। উৎপাদনের জন্য যা যা দরকার সেটা করছি। বাজারে গেলে কোন জিনিসের অভাব নেই, মনে হয় কৃত্রিম উপায়ে মূল্য বাড়ানো হয়, ইচ্ছে করে বাড়ানো হয়। অনেক সময় গোডাউনে রেখে দিয়ে কেউ কেউ এরকম খেলা খেলে। আবার সরকার পদক্ষেপ নিলে কমে আসে। বাণিজ্যমন্ত্রীকে বাজার মনিটরিং করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন জানিয়ে তিনি বলেন, গোয়েন্দা সংস্থাকে বলেছি বিশেষভাবে দেখার জন্য, কেন জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়বে? তিনি বলেন, অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি যেন না হয় সেই ব্যবস্থা নিয়েছি।

তিনি বলেন, নিত্যপণ্য আমদানির জন্য রিজার্ভ থেকে টাকা দিচ্ছি। দেশের মানুষের কষ্ট যেন না হয়। রিজার্ভ মানে হল তিন মাসের আমদানির খরচ যাতে থাকে। তার চেয়ে খুব বেশি প্রয়োজন আছে তাও না। জাতির পিতা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজ শুরু করেছিলেন শূন্য রিজার্ভ দিয়ে। তখনতো একটাও রিজার্ভ ছিল না। সাড়ে তিনবছরে দেশ গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার সময় রিজার্ভ ১ বিলিয়ন ডলারও ছিল না। কয়েক মিলিয়ন ছিল। কাজেই এটা নিয়ে কাউকে দুশ্চিন্তা বা মাথা খারাপ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। ডলারের ওপর চাপ কমাতে ভারতের সঙ্গে লেনদেনে নিজস্ব অর্থে কেনাবেচার চুক্তি করা হয়েছে। এতে ডলারের উপর চাপ কমে যাবে।

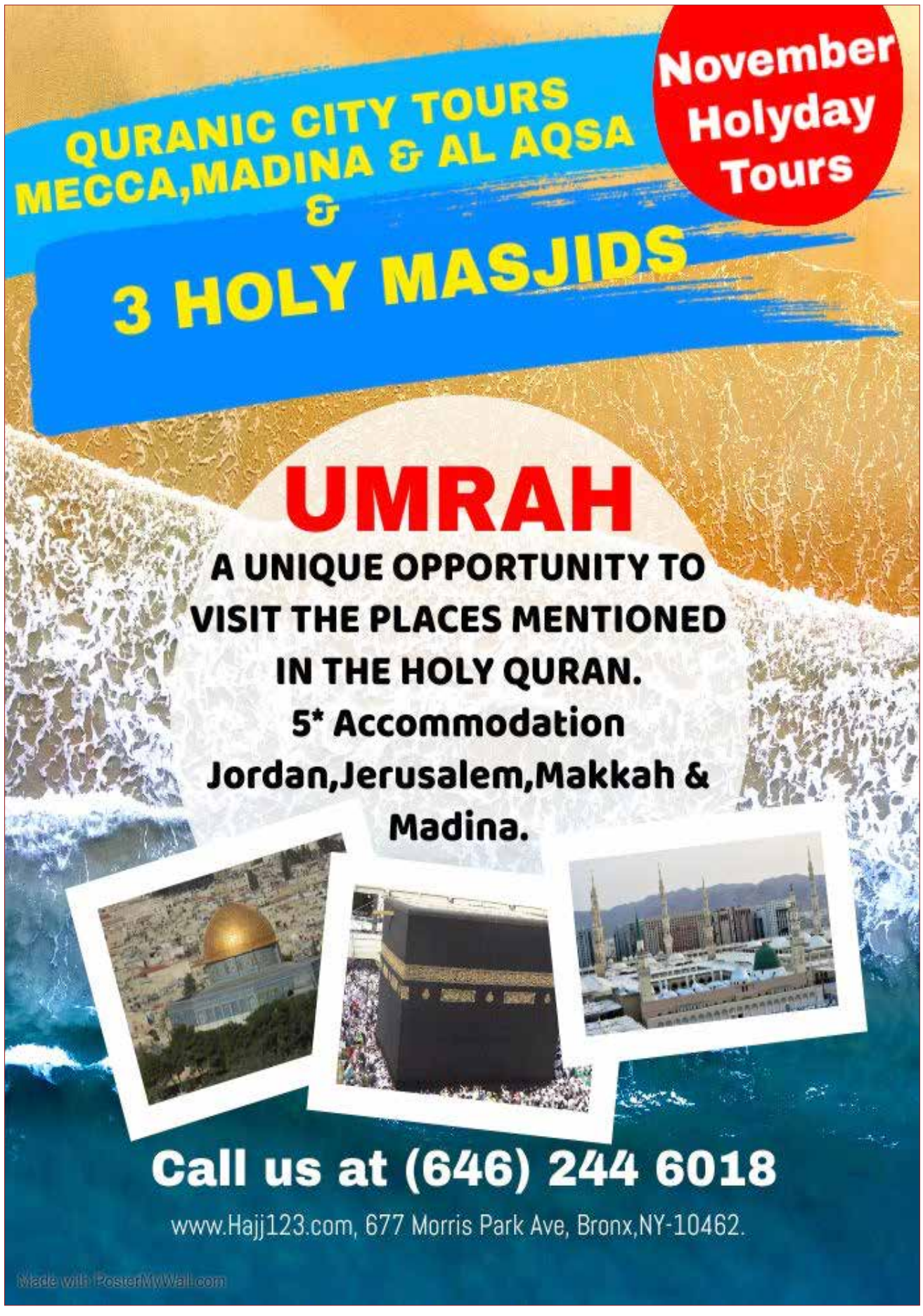

জলবায়ু পরিবর্তন মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে

৫২ পৃষ্ঠার পর

নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রিপন তার বাবার কষ্ট বুঝতে পারেন।

''আমি বাবার মানসিক কষ্টটা বুঝতে পারি। তাকে আমাদের পড়ালেখার খরচ দিতে হয়। তিনি যে ঋণে ডুবে যাচ্ছেন সেটা বুঝতে পারি,'' থমসন রয়টার্স ফাউন্ডেশনকে বলেন রিপন।

তাদের বাড়ি প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত। ''সবচেয়ে কাছের হাসপাতালে গিয়ে মানসিক চিকিৎসক দেখাতে অন্তত দুটি নদী পার হতে হয়। সময়ও অনেকক্ষণ লাগে'' বলে জানান তিনি।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ ঘরছাড়া হতে পারে বলে বিশ্বব্যাংক সতর্ক করে দিয়েছে।

এদিকে, এই অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মানসিক স্বাস্থ্যের সম্ভাব্য অবনতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্বাস্থ্যখাতে কাজ করা পেশাজীবীরা। তারা বলছেন, চরম আবহাওয়া এবং জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে উদ্বেগ ও বিষণ্নতা বাড়তে পারে। প্রশিক্ষিত মনোবিজ্ঞানীর সংখ্যা খুব কম হওয়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে আশঙ্কা তাদের।

২০১৯ সালে সরকারের করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশেরপ্রতি পাঁচজন মানুষের মধ্যে একজনের মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা আছে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত ও ল্যানসেট প্ল্যানেটারি হেলথ জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাটি বলছে, বন্যার সংখ্যা বেড়ে যাওয়া এবং বাড়তি তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা মানুষের উদ্বেগ ও বিষণ্নতায় ভোগার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকোলজির অধ্যাপক সৈয়দ তানভীর রহমান বলছেন, প্রায় ১৭ কোটি জনসংখ্যার বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা পেশাজীবীর সংখ্যা খুবই কম।

মানসিক স্বাস্থ্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে বলে মনে করে বাংলাদেশ সরকার। তাই ২০২২ সালের জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনায় বিষয়টি পর্যবেক্ষণে রাখার অঙ্গীকার করা হয়েছে- বিশেষ করে নারী ও প্রতিবন্ধীদের উপর।

পরিস্থিতির উন্নয়নে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা পেশাজীবী, এনজিও ও বিভিন্ন স্টার্ট-আপ চেষ্টা করছে। প্রযুক্তির ব্যবহার এবং প্রত্যন্ত ও বিচ্ছিন্ন এলাকার মানুষকে সহায়তা দিতে স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

যেমন 'মনের বন্ধু' নামের একটি সংস্থা জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে মিলে খুলনার দাকোপ এলাকার মানুষদের মানসিক সহায়তা দিচ্ছে। ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটির প্রধান নির্বাহী তৌহিদা শিরোপা বলেন, দুর্যোগ শুধু ভৌত অবকাঠামোরই ক্ষতি করে না, বিভিন্নভাবে মনেরও ক্ষতি করে।

মানসিক স্বাস্থ্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি। তাই 'জলবায়ু উদ্বেগ' এবং 'ইকো-শোক' নামে দুটি বিষয় বিশ্বব্যাপী আলোচিত হচ্ছে।

এদিকে, মানসিক চিকিৎসা বিষয়টি বাংলাদেশে এখনও ট্যাবু হওয়ায় অনেক মানুষ, বিশেষ করে গ্রামবাসীরা এখনও চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে চান না। পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজের শিশু মনোবিদ দীপন চন্দ্র সরকার বলছেন, 'একেবারে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না গেলে' মানুষ এখনও মানসিক চিকিৎসা নিতে চায় না।

দীপন চন্দ্র সরকার জানান, এখনও বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় বিশেষ করে দুর্যোগপ্রবণ দক্ষিণাঞ্চলের অনেক জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা পেশাজীবীর অভাব রয়েছে।

সে কারণে সরকার ও এনজিওগুলো মাঝেমধ্যে ঐসব এলাকায় সাইকোথেরাপিস্ট পাঠিয়ে থাকেন। কিন্তু এমন স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচি খুব একটা ফলপ্রসু হয় না বলে জানান কয়েকজন মনোবিদ।

তাই বাংলাদেশের জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনায় টেলিহেলথ সেবার পরিধি বাড়ানোর পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

'মনের বন্ধু' সংস্থা তৃণমূলের স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, যেন তারা মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রয়োজন এমন মানুষদের কোনো পরামর্শকের সঙ্গে ফোনে কথা বলিয়ে দিতে পারেন।

এছাড়া বাগেরহাটের সরকারি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ মেহেদী হাসান 'জুম' এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর্মী ও জরুরি সেবা কর্মীদের দুর্গত এলাকার মানুষদের কীভাবে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দিতে হবে, সেই প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। সুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

ইইউ'র মানবাধিকার বিষয়ক প্রস্তাব বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনাকে চাপের মধ্যে ফেলল

৮ পৃষ্ঠার পর

নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের অবাধ বাজার সুবিধা 'এভরিথিং বাট আর্মস' (ইবিএ) পরিসর আরও বাড়ানোর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এই অবস্থায় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সনদগুলোর গুরুতর লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করেন ইইউ পার্লামেন্ট সদস্যরা (এমইপিরা)। বিশেষত মানবাধিকার সংস্থা অধিকার- এর বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার দেওয়া আদালতের রায়কে 'দুঃখজনকভাবে' একটি পশ্চাদগামী পদক্ষেপ বলে নিন্দা জানান। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জন্য ইবিএ সুবিধা অব্যাহত রাখা উচিত কি-না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ।

ইবিএ স্কিমের আওতায়, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে অস্ত্র ছাড়া সব ধরনের পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত বাজার প্রবেশাধিকার পায় বাংলাদেশ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মানবাধিকার ইস্যুকে যে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নেওয়া উচিত' বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য অংশীদার এর মাধ্যমে সে বার্তাই দিয়েছে। নাহলে ইইউ এর জিএসপি প্লাস সুবিধা পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়বে বলে মনে করছেন তারা।

প্রস্তাব গ্রহণের বিষয়ে গবেষণা সংস্থা- সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সম্মানীয় ফেলো অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান মন্তব্য করেন' ইইউ এর মাধ্যমে একটি বার্তা দিয়েছে, এবং বাংলাদেশকে তা খুবই গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এম. হুমায়ুন কবির মনে করেন, এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিক কোনো পদক্ষেপ হয়তো আসবে না, কিন্তু তারপরও ইইউভুক্ত দেশগুলোর কাছে বাংলাদেশের নেতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হতে পারে।

স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে উত্তরণ (এলডিসি গ্রাজুয়েশন) পরবর্তী সময়ে জিএসপি প্লাস সুবিধা পেতে বাংলাদেশ যখন ইইউ এর সাথে আলোচনা করছে' তার মধ্যেই এ ঘটনা ঘটলো বলে উল্লেখ করেন তিনি। তিনি আরও বলেন, ২০০৩ সাল থেকেই ইবিএ স্কিমের আওতায় ইইউ- এর সাথে বাণিজ্য সুবিধা পেয়েছে বাংলাদেশ। ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়নে দেশের রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে 'রেজ্যুলেশনে (প্রস্তাবে) ইবিএ'র উল্লেখ থাকা বাংলাদেশের জন্য নতুন ঝুঁকি তৈরি করেছে' - যোগ করেন তিনি।

ইইউ পার্লামেন্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী, ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ৭টি আলাদা গ্রুপ এই প্রস্তাব উত্থাপন করে। আজ বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে হাত তুলে প্রস্তাবটি পাসে সমর্থন দেন ইইউ পার্লামেন্ট সদস্যরা (এমইপিরা)।

সম্ভাব্য প্রভাব

জিএসপি ও ইবিএ'র মতো বিভিন্ন বাণিজ্যিক সমঝোতার আওতায়, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বাণিজ্য অগ্রাধিকার দেয় ইইউ। সুবিধাভোগী দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি হলে ইইউ এসব সুবিধা অব্যাহত রাখার বিষয়ে পুনঃমূল্যায়ন করতে পারে।

এছাড়া, কোনো দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি হলে দেশটিতে ব্যবসা পরিচালনা বা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয় না বিদেশি কোম্পানিগুলো। কোনো দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে জনপরিসরে উদ্বেগ দেখা দিলে, অনেক সময় কোম্পানিগুলোর প্রতি ওই দেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার আহ্বান জোরালো হয়।

রপ্তানিকারকদের আশঙ্কা

ইউরোপীয় পার্লামেন্ট প্রস্তাবটি গ্রহণ করায় তাদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার কথা জানিয়েছেন রপ্তানিকারক ও বাণিজ্য বিশ্লেষকরা। তারা বলেছেন, প্রস্তাবটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক অবস্থানে রূপ নেওয়ায়, তা ইইউভুক্ত দেশগুলোর সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে তাদের সরকার ও নির্বাহী কর্তৃপক্ষগুলোর ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করবে। আগামীতে যেকোনো দ্বিপাক্ষিক সংলাপ বা দর কষাকষিতে এর জোরালো প্রভাব পড়বে বলেও ধারণা করা হচ্ছে।

বিশেষত, ইইউ ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পৃক্ততা বাড়ানোর যে প্রক্রিয়া চলছে, তাতে এর প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। দ্বিপাক্ষিক এই প্রক্রিয়ার আওতায় আছে, জিএসপি সুবিধা পাওয়ার আলোচনা এবং নানাবিধ ব্যবসায়িক চুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

নাম না প্রকাশের শর্তে বেশ কয়েকজন পোশাক রপ্তানিকারক তাদের উদ্বেগ তুলে ধরেন। তারা জানান, শুধুমাত্র প্রস্তাব গ্রহণের ঘটনাতে ইউরোপীয় বায়াররা এদেশে ব্যবসার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত হতে পারেন। ফলে এই ঘটনা বিভিন্ন খাতের রপ্তানিকারকদের জন্য প্রতিকূলতা তৈরি করবে। পোশাক শিল্পে এর বড় প্রভাব পড়বে, কারণ বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির সবচেয়ে বড় গন্তব্যই হলো- ইইউ।

২০২৬ সাল নাগাদ বাংলাদেশের এলডিসি গ্রাজুয়েশনের কথা রয়েছে। তার আগে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকরা যখন তিন বছরের গ্রেস পিরিয়ড পেতে চাইছিলেন, তারমধ্যেই এ ঘটনা ঘটলো। ইইউ-তে অগ্রাধিকারমূলক বাজার প্রবেশাধিকার ধরে রাখতে এই মেয়াদ বাড়ানোটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এদিকে বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের আহ্বান জানিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যেসব বক্তব্য দেওয়া হয়েছে, তার সাথে ইইউ পার্লামেন্টের গৃহীত প্রস্তাবটির ভাষায় অনেকটাই মিল থাকার বিষয়টি উল্লেখ করেন রপ্তানিকারকরা। তাদের ধারণা, এই প্রস্তাবের ফলাফল রপ্তানির জন্য বেশ প্রতিকূলতা সৃষ্টি করবে।

তবে ভিন্ন মতপোষণ করেন বাংলাদেশের তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের শীর্ষ সংগঠন- বিজিএমইএ'র সভাপতি ফারুক হাসান। তিনি বলেন, ব্যবসায়িক সম্পর্কের ওপর এই প্রস্তাব কোনো চাপ সৃষ্টি করবে না। বাংলাদেশের কারখানা পর্যায়ের নিরাপত্তা, এ শিল্পের নবায়নযোগ্য উৎসের বিদ্যুৎ/ জ্বালানির দিকে রূপান্তর এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণীত শ্রম আইন নিয়ে বায়াররা সন্তুষ্ট। এসব পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশ থেকে পণ্য সংগ্রহের বিষয়ে তাদের মধ্যে আস্থা তৈরি হয়েছে।

সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার দরকারি সকল পদক্ষেপ নেবে বলেও দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

একই মনোভাব ব্যক্ত করে, বাংলাদেশের নিট পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন- বিকেএমইএ'র ভাইস প্রেসিডেন্ট ফজলে শামীম এহসান বলেন, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শহিদুল ইসলামের হত্যা মামলায় সুবিচার নিশ্চিত করতে সরকার ইতোমধ্যেই উদ্যোগ নিয়েছে। যেকোনো হত্যাকাণ্ডের সুবিচার নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার কথা উল্লেখ করে এহসান বলেন, এমন পরিস্থিতিতে জিএসপি সুবিধার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এমন কোনো ঘটনাই দেশের শিল্পগুলোর কাঙ্ক্ষিত নয়। এ অবস্থায়, সরকারের সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সামর্থ্যের ওপরই আস্থা রাখছি।

প্রস্তাবে যা রয়েছে

'বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি' বিষয়ক ইইউ পার্লামেন্টের প্রস্তাবে' বাংলাদেশে মানবাধিকারের হালচিত্র, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন, অধিকারের শীর্ষ কর্মকর্তাদের কারাদণ্ড, সাইবার নিরাপত্তা আইন, পোশাক শ্রমিকনেতা শহিদুল ইসলামের হত্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ আছে।

অধিকার নেতাদের কারাদণ্ড প্রসঙ্গ

ইইউ রেজ্যুলেশনে মানবাধিকার সংস্থা অধিকারের সম্পাদক আদিলুর রহমান খান এবং সংগঠনটির পরিচালক এএসএম নাসিরউদ্দিন এলানের বিরুদ্ধে কারাদণ্ডের রায়ের নিন্দা জানানো হয়েছে।

ইইউ পার্লামেন্টের ওয়েবসাইটে রেজ্যুলেশনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকাশ করা হয়। এতে ইউরোপীয় ব্লকটি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি 'অবিলম্বে ও নিঃশর্তভাবে এই রায় বাতিল করতে, অধিকারের নিবন্ধন পুনরায় কার্যকর করতে এবং সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো যেন অনুমোদিত বিদেশি তহবিল গ্রহণের সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে' বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

অবনতিশীল মানবাধিকার পরিস্থিতি

ইইউ পার্লামেন্টের প্রস্তাবে বলা হয়েছে 'এনজিও, মানবাধিকার সংগঠন ও কর্মী, এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য একটি নিরাপদ ও অনুকূল পরিবেশ প্রতিষ্ঠা, এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ- বিশেষত ইন্টারন্যাশনাল কভেনেন্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস- এর আওতায় যেসব প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেসব মেনে চলতে (ইইউ) বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাগিদ দিচ্ছে।

এছাড়াও 'বলপূর্বক অন্তর্ধান বা গুমের অভিযোগগুলো তদন্তে জাতিসংঘের সাথে একটি বিশেষ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের আদালতের শুনানিতে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়ার ওপর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও অনুসারে আইন প্রণয়নের আহ্বান

প্রস্তাবে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করতে সরকারের প্রতি আবারো আহ্বান জানানো হয়েছে, এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্য রেখে সাইবার নিরাপত্তা আইন প্রণয়নে উৎসাহিত করা হয়েছে।

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন

বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার এবং বাংলাদেশে বিক্ষোভকারীদের ওপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের বিষয়ে প্রস্তাবে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ২০২৪ সালে বাংলাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে' সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী, নির্বাচনে দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকদের বাধা-মুক্ত অংশগ্রহণ একান্ত জরুরি বলেও উল্লেখ করা হয়।

পোশাক শ্রমিক নেতা হত্যা

২০২৩ সালের জুনে শ্রমিকনেতা শহিদুল ইসলামের নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে নিন্দা করা হয়েছে ইইউ পার্লামেন্টের প্রস্তাবে। পাশাপাশি দোষীদের বিচারের সম্মুখীন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়া, ইবিএ পরিসর আরও বাড়াতে বাংলাদেশের দেওয়া প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মূল মানদণ্ডগুলো অনুসরণ এবং একটি শ্রম রোডম্যাপ প্রণয়নে সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রস্তাবটি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তুলে ধরতে ইউরোপীয় কাউন্সিল ও ইউরোপীয় কমিশনে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যরা।

একান্ত ফটো সেশনের সময় বাইডেনের সাথে আলাপের বর্ণনা দিলেন সায়মা ওয়াজেদ

৯ পৃষ্ঠার পর

নিয়ে কথা বলেছি। সায়মা ওয়াজেদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও তার নিজের বেশ কিছু ছবি আপলোড করেছেন যেখানে তাদের হাসিমুখে দেখা গেছে। একটি ছবিতে

বাইডেনকে শেখ হাসিনা ও তার মেয়ের সঙ্গে নিজের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে সেলফি তুলতে দেখা গেছে।ছবিটিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন এবং তার মার্কিন সমকক্ষ অ্যান্থনি ব্লিংকেনকেও দেখা যাচ্ছে।

কথোপকথনের সময় উপস্থিত কর্মকর্তারা জানান, ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানে ভারত ম-পম আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী কেন্দ্রে শেখ হাসিনা এবং বাইডেন শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এ বছরের অনুষ্ঠানের আয়োজক ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে অন্যান্য বৈশ্বিক নেতাদের সাথে শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন। বাসস

বাইডেনের সেলফিতে শেখ হাসিনা

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে শুরু হয়েছে জি-২০ সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতা। শনিবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকালে 'ভারত মান্দাপাতামে' সম্মেলনটি শুরু হয়। দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলন চলবে আগামীকাল রোববার পর্যন্ত। বিশ্বের শীর্ষ ২০ অর্থনীতির দেশসমূহের জোট জি-২০'র এ সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সম্মেলনের প্রথম দিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে একটি সেলফি তোলেন। ওই সেলফিতে প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলও ছিলেন।

সায়মা ওয়াজেদ পুতুল ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের থিম্যাটিক অ্যাম্বাসেডর এবং অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন। তিনিও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জি-২০ সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। সেলফি তোলার ওই সময়টিতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক কিছু আলাপ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এসময় তিনি বাইডেনকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

সম্মেলনে অংশ নিতে গতকাল শুক্রবার সকালে ঢাকা থেকে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে ৫টায় মোদির সরকারি বাসভবনে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন তিনি।

বৈঠক শেষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) এক বার্তায় নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। গত ৯ বছরে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অগ্রগতি খুবই সন্তোষজনক।'

ফরাসি প্রেসিডেন্টের সফরে কী বার্তা পেল বাংলাদেশ?

৪০ পৃষ্ঠার পর

ড. ইউনূস ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মাননা লেজিওন ডি'অনার পাওয়া ব্যক্তি। তিনি ফ্রান্সের অভিজাত সমাজের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। ২০১১ সালে যখন এই নোবেল বিজয়ীকে গ্রামীণ ব্যাংকে তার পদ থেকে অপসারণ করা হয়, তখন ফ্রান্স গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। তৎকালীন ফরাসি প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজি সেসময় ড. ইউনূসের প্রতি লিখিতভাবে প্রকাশ্য সমর্থন জানিয়েছিলেন। পাশাপাশি ফ্রান্স জাতিসংঘের শান্তি মিশনের বড় অংশীদার। বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গোয়েন্দা বিভাগ এবং এলিট ফোর্সের বিরুদ্ধে ক্রমাগত নির্যাতন গুম ও খুনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশকে ভবিষ্যতে ফ্রান্সের সতর্কতার মুখেও পড়তে হতে পারে। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রশ্নে সরকার যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর চাপে রয়েছে। আর আফ্রিকায় সাম্রাজ্য হাতছাড়া হওয়ার সময়ে ফ্রান্সের দরকার নতুন ব্যবসায়িক গন্তব্য। দু'দেশের জন্যই তাই এ সফর গুরুত্ব বহন করছে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ কতখানি এগিয়ে যেতে পারে; সেটাই এখন দেখার বিষয়। নোমান বিন হারুন আইন ও বিচার বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ
জিন্দাবাদ
বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম
"হঠাও হাসিনা বাঁচাও দেশ
টেইক ব্যাক বাংলাদেশ"
Say No Hasina
"হাসিনা কে না বলুন"
বাংলাদেশে অবৈধ প্রধানমন্ত্রী স্বৈরাচারী
শেখ হাসিনার যুক্তরাষ্ট্রে আগমনের প্রতিবাদে
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩
জাতিসংঘের সামনে
বিক্ষোভ সমাবেশে
যোগ দিন সফল করুন
ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আবদুল খালেক
প্রধান সমন্বয়কারী
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি, যুক্তরাষ্ট্র শাখা

ফরাসি প্রেসিডেন্টের সফরে কী বার্তা পেল বাংলাদেশ?

৯ পৃষ্ঠার পর

বর্তমানে বাংলাদেশে পানি শোধনাগার, পরিবেশ প্রকল্পসহ বেশকিছু ফরাসি প্রকল্প ও যৌথ ব্যবসা চলমান রয়েছে। সেদেশে গার্মেন্টস, হিমায়িত খাদ্য, পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা থাকায় বাংলাদেশ এগুলো রপ্তানি করে আসছে। বিপরীতে ফ্রান্স এদেশে রপ্তানি করে রাসায়নিক, সুগন্ধি, প্রসাধনসামগ্রী, ফার্মাসিউটিক্যালস ও কৃষিভিত্তিক পণ্য। বাংলাদেশে ফরাসি ব্র্যান্ডের খুব জনপ্রিয় ছয়টি পণ্য হলো লাফার্জ সিমেন্ট, টোটাল গ্যাস সিলিন্ডার, বিক রেজর, কসমেটিকস সৌন্দর্যবর্ধক প্রতিষ্ঠান গার্নিয়ার ও লরিয়েল এবং মেডিসিন প্রোডাক্ট সানোফি।

অর্থনৈতিক সহায়তার পাশাপাশি, ফ্রান্স থেকে বাংলাদেশ প্রযুক্তিগত সহায়তাও পেয়েছে। বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১ নির্মাণ করে ফরাসি প্রযুক্তি কোম্পানি থেলিস। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু-২-এর ব্যাপারেও আলোচনা চলছে। এ ছাড়া থেলিস বাংলাদেশের এয়ার ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়েও এ মুহূর্তে কাজ করছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাডার ব্যবস্থা স্থাপনের কাজও চলছে তাদের অধীনে। মহামারি মোকাবিলায় ফ্রান্স বাংলাদেশকে ১৫০ মিলিয়ন ইউরো লোন দিয়েছে এবং এ পর্যন্ত প্রায় ৫.৩৮ মিলিয়ন ডোজ ভ্যাকসিন সহায়তা দিয়েছে। প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি নিয়েও দু'দেশের মধ্যে আলোচনা চলমান রয়েছে। ফ্রান্সের কাছ থেকে নৌযান ও হেলিকপ্টারসহ সামরিক সরঞ্জাম কিনেছে বাংলাদেশ। ফরাসি কোম্পানি থেকে বাংলাদেশ রাফায়েল উড়োজাহাজ কেনার চিন্তাভাবনা করছে।

বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ এবং ফ্রান্সের দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন। বিশেষ করে বাংলাদেশ 'প্যারিস এজেন্ডা ফর পিপল অ্যান্ড দ্য প্ল্যানেট'-এর সক্রিয় সমর্থক। জলবায়ু বিপর্যয়ের ক্রমবর্ধমান সংকট কাটিয়ে উঠতে ফ্রান্স বাংলাদেশকে কার্যকর সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। নবায়নযোগ্য শক্তি এবং জলবায়ু অভিযোজন-সম্পর্কিত প্রকল্পসহ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশের কিছু প্রচেষ্টাকে ফ্রান্স সমর্থন করেছে। এছাড়া রোহিঙ্গা সমস্যা নিরসনেও ফ্রান্সের সহযোগিতা পেয়েছে বাংলাদেশ। সমস্যার শুরুর দিকেই ফ্রান্স জাতিসংঘে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের ব্যবস্থা করেছিল। জাতিসংঘে ভেটোক্ষমতা সম্পন্ন দেশটিকে শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করতে দেখা গেছে।

এবারের সফরে ঢাকা ও প্যারিস বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ এবং বাংলাদেশের নগর অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ে দুটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চুক্তি দুটির একটি হলো, 'ইমপ্রুভিং আরবান গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোগ্রাম বিষয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এবং ফ্রান্সের ফ্রান্স ডেভেলপমেন্ট সংস্থার (এএফডি) মধ্যে ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি অ্যাগ্রিমেন্ট। আরেকটি হচ্ছে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) এবং বঙ্গবন্ধু-২ আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম সম্পর্কিত ফ্রান্সের এয়ারবাস ডিফেন্স অ্যান্ড স্পেস এসএএসের মধ্যে সহযোগিতার বিষয়ে লেটার অব ইনটেন্ট (এলওআই) চুক্তি। এছাড়া ফ্রান্সের কাছ থেকে ১০টি এ-৩৫২ নেয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে সরকার। নগর পরিচালনা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে সহায়তার জন্য বাংলাদেশ সরকার ফ্রান্সের সঙ্গে ১৮৪ মিলিয়ন ইউরোর ঋণ সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এএফডি জানিয়েছে, এই রেয়াতি ঋণ নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে সহায়তা করবে, যা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের (এলজিইডি) মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। নগর পরিচালনা ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা জোরদার করার জন্য সরকারের বৃহত্তর পৌর উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় এ ঋণ দেওয়া হচ্ছে। দেশের ৮৮টি পৌরসভায় পৌর প্রশাসনকে শক্তিশালী করা, রাজস্ব সংগ্রহের উন্নতি, পৌর প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ঝুঁকি সংবেদনশীল পরিকল্পনা, নারীর ক্ষমতায়ন, কংক্রিট অবকাঠামোর উন্নতি ও বস্তি এলাকায় সহায়তা উন্নত পৌর অবকাঠামো ও পরিষেবা বিধানের জন্য মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এলজিইডি ও এএফডি শহরে দারিদ্র্য হ্রাস, শহুরে জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতি, আরও বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসন এবং পৌরসভাকে আরও স্থিতিস্থাপক করে তুলবে আশা করা হচ্ছে।

১৯৮৭ সালের সাংস্কৃতিক সহায়তা চুক্তির পর থেকে বাংলাদেশের সমাজে ফরাসি 'সফট পাওয়ার'-এর প্রভাব দেখা যাচ্ছে। ফরাসি ভাষার প্রসারের জন্য আলিয়াস ফ্রঁসেস কাজ করে যাচ্ছে। একই সঙ্গে ফ্রেঞ্চ জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় বেশ কিছু বিভাগে পড়াশোনার পাশাপাশি ফরাসি ভাষা শেখার সুযোগ তৈরি হয়েছে। তরুণদের মাঝে ফরাসি সংগীত, সিনেমা এবং দর্শন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। পাশাপাশি ফরাসি সমাজেও বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধীরে ধীরে ফ্রান্সে বাংলাদেশের কমিউনিটি বড় হচ্ছে। ২০১৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, তখন ফ্রান্সে ১ লাখ ৪ হাজার ৪০০ বৈধ বাংলাদেশি বসবাসরত ছিলেন। ২০২৩ সালে সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে আরও বেশি হবে। প্যারিসে এখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধসহ নানা বিষয়ের ওপর প্রদর্শনী হচ্ছে। ফ্রান্সে কর্মরত বাংলাদেশিরা একইসঙ্গে ফ্রান্সের অর্থনীতিতে যেমন অবদান রাখছে, সেইসঙ্গে বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্সও পাঠাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র ২০২১ সালে র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়ার পর থেকে দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যেই চলতি বছরের শুরুতে ফ্রান্সের এয়ারবাস কোম্পানি থেকে দশটি উড়োজাহাজ কেনার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িংয়ের আধিপত্য কমাতে বাংলাদেশে বিমান বহরের জন্য এয়ারবাস কোম্পানির উড়োজাহাজ কেনার কথা বিবেচনা করছে বাংলাদেশ। ফ্রান্স বাংলাদেশে সমরাস্ত্র বিক্রি বাড়ানোর চেষ্টা করছে অনেক দিন ধরে।

অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ২০৪০ সালের মধ্যে বিশ্বের বড় ২২টি অর্থনীতির একটি হবে বাংলাদেশ। তাই প্রযুক্তি ও ব্যবসার নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে ফ্রান্স। বাংলাদেশে কৌশলগত সুরক্ষা অবকাঠামো বিনির্মাণে এবং বিমান চলাচল ব্যবস্থাপনায় উন্নত ও বিশেষায়িত কারিগরি সহায়তা দিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তারা আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি, ডিজিটাল প্রযুক্তি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সাইবার নিরাপত্তা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে সহযোগিতা দেয়ার কথাও জানিয়েছে তারা। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দেশটি নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে। সেইসঙ্গে বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক সম্পদ বাড়ানোর ব্যাপারে দুই দেশ যৌথভাবে কাজ করার কথা জানিয়েছে।

তবে ধর্মীয়ভাবে সংবেদনশীল বাংলাদেশে ফ্রান্সের প্রতি কিছুটা নেতিবাচক ধারণাও রয়েছে। ইসলাম এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর কার্টুন নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁর বক্তব্যের প্রতিবাদে ফ্রান্সের পতাকা এবং প্রেসিডেন্টের কুশপুত্তলিকা পোড়ানোর ঘটনা ঘটেছে। সেই সঙ্গে ফ্রান্সের পণ্য বর্জনের আহ্বানও জানিয়েছিল তারা। তখন স্পর্শকাতর বিষয়ে উস্কানি না দেয়ার পরামর্শ দিয়ে ফরাসি সরকারকে চিঠি পাঠিয়েছে বাংলাদেশ সরকার।

এবারের ইমানুয়েল ম্যাখোঁর ঢাকা সফরটি মূলত ২০২১ সালে প্রধানমন্ত্রীর প্যারিস সফরের ধারাবাহিকতার ফলাফল। চলতি বছরের জুলাইয়ের শুরুতে ফরাসি নৌবাহিনীর একটি জাহাজ চট্টগ্রামে শুভেচ্ছা সফর করে এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সঙ্গে যৌথ মহড়ায় অংশ নেয়। এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসদুপুয়ের একটি বিবৃতিতে সামরিক ক্ষেত্রে সহায়তা বৃদ্ধির আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। মূলত এসবের মাধ্যমে ভারত মহাসাগরের বৃহত্তর অঞ্চলে বাংলাদেশের কৌশলগত গুরুত্বকেও স্বীকার করে নেয় ফ্রান্স।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের এই সফরে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে কৌশলগত ভূরাজনীতিও গুরুত্ব পেয়েছে। সংবাদমাধ্যম এএফপি জানিয়েছে, ফ্রান্স তাদের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলকে 'শক্তিশালী' করতে এবং এই অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বা 'নতুন সাম্রাজ্যবাদ' প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে সফর করছে। দেশটি তাদের রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। মূলত যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন ইন্দো-প্যাসিফিকের বিস্তৃত অঞ্চলে প্রভাব খাটানোর জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। সুপার পাওয়ারদের এই দ্বন্দ্বে নতুন বিকল্প হিসেবে এ অঞ্চলে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে চাইছে ফ্রান্স।

বাংলাদেশের সঙ্গে ফ্রান্সের দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে, কারণ পশ্চিম ইউরোপের এই দেশটি নতুন জোট গড়তে চায়। আফ্রিকার নাইজার ও গ্যাবনের মতো দেশগুলোয় সামরিক অভ্যুত্থান এবং পরে সেখানে ফ্রান্সবিরোধী বিক্ষোভ দেশটিকে চিন্তায় ফেলেছে। সর্বশেষ গ্যাবনের অভ্যুত্থান ছিল গত তিন বছরের মধ্যে সাবেক ফরাসি উপনিবেশগুলোয় অষ্টম সামরিক অভ্যুত্থান। জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে ফরাসি প্রেসিডেন্টের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি তাকে এ অঞ্চলে ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার সুযোগ এনে দিয়েছে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা, জলবায়ু পরিবর্তন ও নিরাপত্তার বিবেচনার বাইরেও ফ্রান্স বাংলাদেশের সঙ্গে তার সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে।

ফ্রান্স বিশ্বের শীর্ষ দুটি জোট জি-৭ এবং জি-২০-এর সদস্য, যেখানে দেশটি বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক নীতি তৈরি ও পরিবর্তনে অবদান রাখে। দেশটি জ্বালানি কোম্পানি জায়ান্ট টোটাল এনার্জিস, উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এয়ারবাস এবং বিলাসবহুল ফ্যাশন হাউস লুই ভুত্তো (এলভিএমএইচ) এবং কেরিংসহ অনেক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের সূতিকাগার। রাশিয়াকে পাশ কাটিয়ে রূপপুরের পর বাংলাদেশের দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিষয়ে ফ্রান্স আগ্রহ দেখাতে পারে। ২০২৬ সালে বাংলাদেশ যখন উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে, তখন ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিএসপি প্লাস প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত হতে ফ্রান্সের সাহায্য প্রয়োজন হবে। দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে তিন বিলিয়ন ইউরোর বেশিতে দাঁড়িয়েছে।

ভূরাজনৈতিক কারণে ঔপনিবেশিক শোষণের অভিযোগ থাকলেও ফ্রান্স মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর জোর দেয়। ইতোমধ্যেই প্রভাবশালী ফ্রান্স ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এএফডি) বাংলাদেশের মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের পরিস্থিতি এবং ড. ইউনূসকে মামলায় হয়রানির ব্যাপারে উদ্বেগ জানিয়েছে। ফলে বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ জানানো এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য চাপ প্রয়োগ, নির্বাচনী পর্যবেক্ষণ পাঠানোর ব্যাপারে তারা আগ্রহী হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

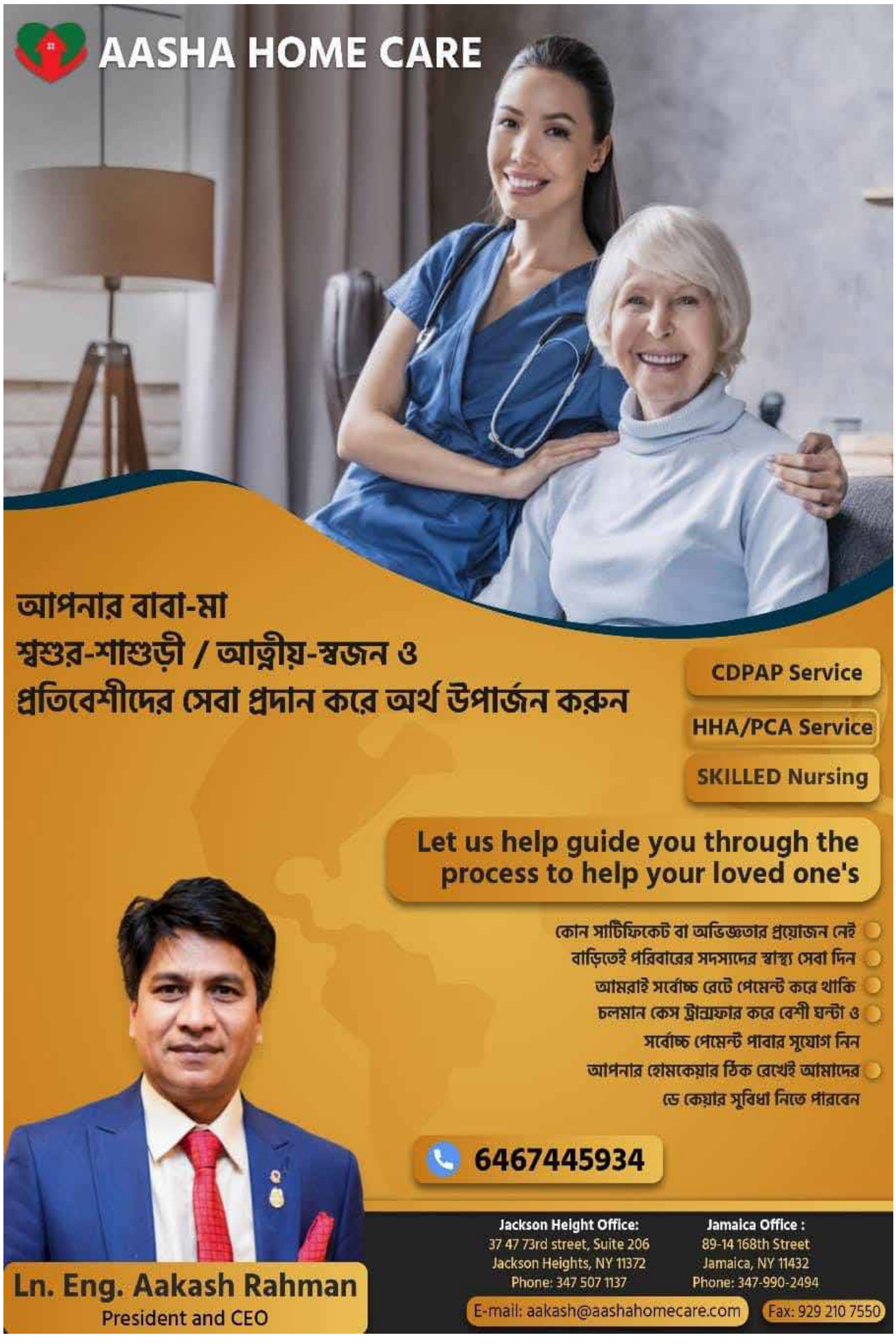

পছন্দের বিষয়টি ভুয়া হলেও মানুষ শুনতে চায়'

৫২ পৃষ্ঠার পর

নির্বাহী পরিচালক ও উপস্থাপক জিল্লুর রহমান। ভুয়া প্রচারণা ও খবরে সুবিধা পাওয়া যায়, কারণ মানুষকে সহজে বিভ্রান্ত করা যায়, দাবি জিল্লুর রহমানের

প্রশ্ন : সামনে নির্বাচন, এমন সময়ে ভুয়া প্রচারণার গুরুত্ব কতটা?

জিল্লুর রহমান : প্রথম কথা হচ্ছে, এটি গুরুত্বের বিষয় নয়। ভুয়া প্রচারণা হচ্ছে এবং হবে। এটা আশঙ্কার একটা বিষয় বলে আমি মনে করি। এটা যে শুধু বাংলাদেশেই হচ্ছে তা তো নয়, এটা আমরা যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে দেখেছি, সুইডেনের নির্বাচনে দেখেছি, ভারতের নির্বাচনে দেখেছি, বিভিন্ন দেশে এটা আছে। কিন্তু এটা তো খুব বিপজ্জনক। এই প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। প্রতিদ্বন্দ্বী যে রাজনৈতিক দল আছে তাদের দুই দিক থেকেই হচ্ছে। যাদের শক্তি সামর্থ্য বেশি, আর্থিক সামর্থ্য বেশি, তারা হয়ত একটু বেশি সুবিধা পাবে। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করা হচ্ছে, বিভিন্ন ওয়েবসাইটকে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং মূল ধারার মিডিয়াও এই ফাঁদের মধ্যে পড়ে গেছে। আমি মনে করি, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে মূল ধারার সংবাদমাধ্যম এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। সাংবাদিকতা যদি না থাকে, মিডিয়া যদি পাপেট মিডিয়া হয়, তাহলে এই প্রবণতা অনেক বেশি বাড়তে থাকবে, যেটা কোনো অবস্থাতেই আমাদের কাম্য নয়। কোনো অবস্থাতেই এটা একটা ভালো নির্বাচনের গ্যারান্টি দেবে না। আমি মনে করি, আমাদের রাজনীতিবিদরা যদি মাইন্ডসেটটা ঠিক করতে পারেন বা এই জায়গায় তাদের মধ্যে একটা ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারেন যে, তারা একটা অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করবেন এবং এই বিষয়ে যদি তাদের সদিচ্ছাটা থাকে, তাহলে এই প্রবণতা কমে আসবে। একদম থাকবে না, এটা আমি বলবো না।

প্রশ্ন : ভুয়া প্রচারণা চালিয়ে কতটুকু সুবিধা পাওয়া যায়?

জিল্লুর রহমান : সুবিধা অবশ্যই পাওয়া যায়। একটা বড় সময় পর্যন্ত এক ধরনের সুবিধা তো থাকে। মানুষকে সহজে বিভ্রান্ত করা যায়। অনেকেই যে ভুয়া তথ্য পেলেন, সেটা রিচেক করতে পারেন না। অনেকটা সময় তার মাথার মধ্যে এটা থাকে। যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি সঠিক তথ্যটা পাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত একটা বড় ভূমিকা রাখে। মানুষের একটা সহজাত প্রবণতা আছে, সেটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। মানুষ সাধারণত সেই তথ্য পছন্দ করেন, যেটা তিনি শুনতে চান। আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে গেলেও দেখবেন একজন মানুষ সেটাই দেখছে, যেটা তার আকাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

প্রশ্ন : সম্প্রতি এএফপি একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছে, সরকারের গুণগান করে অনেক লেখার লেখক ভুয়া। তাদের আসলে অস্তিত্ব নেই। এর অর্থ কী দাঁড়ায়?

জিল্লুর রহমান : সরকার এটা করেছে, সেটা তো এএফপিই বলেছে। আপনি যদি আর্টিকেলগুলো দেখেন, সেগুলো যেহেতু সরকারের প্রশংসা, তাই ধারণা এমন হওয়াই স্বাভাবিক যে, সরকার এটি করিয়েছে বা সরকারের সমর্থকরা এটি করিয়েছে। এটা রাষ্ট্রের অর্থ ব্যয় করেও হতে পারে, আবার ব্যয় না করেও অনেক টুলস আছে, সেটা সরকার ব্যবহার করতে পারে। বিরোধীরাও পারে। তাদের সমর্থক অনেক ব্যবসায়ী গোষ্ঠী আছে, তারাও এখানে অর্থায়ন করে থাকতে পারেন। যেহেতু এগুলো সরকারের পক্ষের লেখা, ফলে সরকার এটা করতে পারে। আপনার স্মরণ থাকার কথা, বেশ কিছুকাল আগে আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, এই ধরনের লেখা দরকার। অবশ্যই ভুয়া লেখক বা লেখার কথা তারা বলেননি। কিন্তু সরকারের পক্ষে প্রচার-প্রচারণা দরকার। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, সাইবার ওয়ার্ল্ডে তাদের আরও বেশি সক্রিয় হওয়া দরকার। তারা যে ভালো কাজ করে, সেটা শুধু জনসভায় গিয়ে বললে হবে না, সামাজিক মাধ্যমে এটা আরো বেশি করে প্রচারকরতে হবে। এটা কতটা ইতিবাচকভাবে করবেন বা নেতিবাচকভাবে করবেন, সেটা যারা করবেন তাদের ব্যাপার।

প্রশ্ন : বিরোধীদের সমর্থকরাও তো মিথ্যা প্রচারণা চালান। সেগুলো কি সামনে আসে?

জিল্লুর রহমান : অবশ্যই বিরোধীরাও করেন। আপনি লক্ষ্য করবেন যে, সম্প্রতি জি-২০ সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও আমাদের প্রধানমন্ত্রীর একটা সেলফিকে কেন্দ্র করে সরকার সেখান থেকে মাইলেজ নেওয়ার চেষ্টা করেছে। সরকারবিরোধীরাও ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকায় এটি জোর করে তোলা হয়েছে- এমন একটি সংবাদকে ভাইরাল করেছে, যার ন্যূনতম জ্ঞান আছে, তার বোঝার কথা যে, আনন্দবাজারের মতো পত্রিকার প্রথম পাতায় এই ধরনের নিউজ ছাপা হওয়ার কথা না। অনেক মানুষ হয়ত প্রাথমিকভাবে বিশ্বাসও করেছেন। অনেকের বিশ্বাস এখনও ভঙ্গ করা যায়নি। তারা হয়ত জানেও না যে, এটা আসলে 'ফেকন। এটা নতুন কিছু নয়। আপনি জানেন যে, এক সময় একজনকে চাঁদে দেখা গেছে, সেই প্রচারণা হয়েছে। এক সময় কাবা শরীফের গিলাফ নিয়ে মিথ্যা প্রচারণা হয়েছে। এগুলো বিরোধীরা যে করছেন না, তা নয়, বরং ভালোভাবে করছেন। আমি আগেই বলেছি, দুপক্ষ থেকেই আছে। এখন সেটা নির্ভর করছেন কার শক্তি বেশি, সামর্থ্য বেশি। কারণ, এর জন্য অর্থেরও প্রয়োজন হয়, লোকবলেরও প্রয়োজন হয়। এগুলো যাদের বেশি, তারা একটু এগিয়ে।

প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে যে ভুয়া লেখকের নাম লেখা ছাপা হচ্ছে, সেখানে কেন তারা ফ্যাক্টচেক করে না?

জিল্লুর রহমান : আপনি জেনে থাকবেন যে, সংবাদমাধ্যমগুলোতে ছাপা হয়েছে, সেগুলো যে খুব একটা আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত তা নয়। আমাদের কাছে মনে হয়, ভারতের কোনো নিউজ পোর্টাল বা পাকিস্তানের কোনো নিউজ পোর্টাল বা আফ্রিকার কোনো দেশের নিউজ পোর্টাল হলেই সেটা আন্তর্জাতিক। বিষয়টি কিন্তু আসলে সেরকম নয়। একটা স্টাডিতে দেখা গেছে, শুধু ভারতেই ৩০০টির মতো ফেক নিউজ পোর্টাল খোলা হয়েছে। এটা কিন্তু সারা বিশ্বজুড়েই হচ্ছে। আমি নিজেও চেক করে দেখেছি, এমন অনেক নিউজ পোর্টল আছে, তারা যদি কোনো নিউজ সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে একটা দুইটা লাইকও পড়ে না অনেক সময়। ওই নিউজ পোর্টালে গেলে দেখা যায়, বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা এই নিউজগুলো সংগ্রহ করে বা কেউ তাদের অর্থায়ন করছে। আসলে এই নিউজ পোর্টালগুলোর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই বলে আমার কাছে মনে হয়। বিদেশি হলেই যে আন্তর্জাতিক সেটা না। আমি মনে করি, বিদেশি অনেক নিউজ পোর্টালের চেয়ে বাংলাদেশের অনেক গণমাধ্যম শক্তিশালী।

প্রশ্ন : সারা বিশ্বেই তো ভুয়া প্রচারণার বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। সেগুলো নিয়ে কি খুব বেশি আলোচনা হয়?

জিল্লুর রহমান : আলোচনাটা তো হয়, ট্রাম্প যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন বা নির্বাচন করছিলেন, তখন তিনি বিভিন্ন গণমাধ্যমকে কীভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছেন। সেটা মূল ধারার গণমাধ্যমকে। আবার তিনি টুইটারের উপর কতটা নির্ভরশীল ছিলেন। এগুলো তো সারা বিশ্বজুড়েই হয়। হয় না যে তা নয়। যেখানে হয়ত মিডিয়া লিটারেসি বেশি বা মানুষ শিক্ষিত বেশি, সচেতন বেশি, সোসাইটিটা গণতান্ত্রিক, সেখানে হয়ত এটা কম হয়। আর যে মানুষের কথা বলার সুযোগ সীমিত, শিক্ষার হার সীমিত, মিডিয়া লিটারেসি কম, মিডিয়া অত বেশি শক্তিশালী না, সেখানে এটা হয়ত বেশি। বাংলাদেশে মিডিয়ার তো অনেক বড় দুর্বলতা আছে। সেটা মালিকপক্ষের কারণেই হোক, আর রিসোর্সের কারণেই হোক, ক্যাপাসিটির কারণে হোক- সেই সীমাবদ্ধতা আছে। এই লেখাগুলো তো বাংলাদেশের প্রধান প্রধান কাগজ ছেপেছে। তারা সেগুলো তুলেও নিয়েছে এএফপির রিপোর্টটা যখন বের হলো।

প্রশ্ন : ভুয়া প্রচারণায় মানুষ বেশি প্রভাবিত হয়, নাকি সত্যি প্রচারণায় বেশি প্রভাবিত হয়?

জিল্লুর রহমান : মানুষ যেটা শুনতে পছন্দ করে, সেটা দ্রুত গ্রহণ করে। সেটা ভুয়া হলেও বা সত্যি হলেও। এটা মানুষের সহজাত প্রবণতা। সরকারের দিক থেকে যদি কোনো প্রচারণা হয় এবং সেটা যদি সঠিকও হয়, বিরোধীরা অনেক সময় গ্রহণ করতে চায় না। বিরোধীরা যদি কোনো মিথ্যা প্রচারণা করে, সেটা অনেক সময় অনেকে গ্রহণ করতে চাইবেন, কারণ, অনেকে মনে করেন যে, হয়ত এই সরকারের বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে, এই সরকারের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা সেরকম না। আমি ভোট দিতে পারলাম কিনা যারাই যখন ক্ষমতায় থাকে, মানুষ তাদের এভাবে বিবেচনা করে। আমি মনে করি, ভুয়া প্রচারণা বা সত্য প্রচারণা যে যেটা পছন্দ করে, সেটা গ্রহণ করে। তবে শেষ পর্যন্ত সত্য বিজয়ী হয়।

প্রশ্ন : ভুয়া প্রচারণার কোনো শাস্তি আছে?

জিল্লুর রহমান : ভুয়া প্রচারণার অর্থ হচ্ছে মানুষকে প্রতারণা করা। পৃথিবীর সব দেশের আইনেই প্রতারণার সাজার ব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশেও আপনি চাইলে আইনের আশ্রয় নিতে পারেন। সেটা নির্ভর করবে এই আইন আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন, প্রয়োগ করবেন।

প্রশ্ন : ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন থেকে তো সাইবার নিরাপত্তা আইন হলো। এই আইন দিয়ে কি ভুয়া প্রচারণা রোধ করা সম্ভব? বা ভুয়া প্রচারণার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব?

জিল্লুর রহমান : আমি যেভাবে দেখি, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ডিজিটাল সিকিউরিটির জন্য করা হয়নি। সেটা হলে আমাদের যে ৫ লাখ মানুষের তথ্য বিদেশিদের কাছে চলে গেল সেটা হতো না। এই আইন যদি ঠিকঠাক মতো কাজ করতো তাহলে আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে যে টাকাটা চলে গেল, সেটাও হতো না। আসলে ধারণা দাঁড়িয়েছে যে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করা হয়েছে, ভিন্নমতকে দমনের জন্য। সরকারের কর্তা ব্যক্তিরাও এটা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, এটার অপপ্রয়োগ হয়েছে। আসলে এই আইনটা একটা ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করেছে। আন্তর্জাতিক নানা চাপের কারণে বলা হচ্ছে, এটা রহিত করা হচ্ছে। আমি যেটা বুঝি রহিত করার অর্থ হলো বাতিল করা। কিন্তু বলা হচ্ছে, এই আইন সংশোধন হচ্ছে, আইনমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, এটা আমরা বাতিল করছি না। কারণ, এই আইনের অধীনে মামলাগুলো চলমান থাকবে। আসলে ওই আইনটা বাতিল হচ্ছে না। সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট আসলে নতুন বোতলে পুরোনো মদ বা আপনি যেভাবেই বলেন। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে খুব বেশি মামলা হয়েছে, তা কিন্তু না।

আইনটাই এমন যে, এই আইনের অধীনে পুলিশকে যেভাবে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, এখানে অনেক মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। এখানে পুলিশকে একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশ সেই সময়ের মধ্যে রিপোর্ট দেয়নি। আইনটাই এমন যে, আইনে কাউকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, এই কারণে হয়ত সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তিনি জেলে থেকেছেন, বা পরিবার ভয়ে থাকে। আইনের ব্যবহারটা হয়েছে এইভাবে। সাইবার সিকিউটি অ্যাক্টে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শাস্তি লাঘব করা হয়েছে, কিন্তু আইনের যে মূল লক্ষ্য, সেটা অপরিবর্তিতই থাকছে। এটা আমি শুধু বলছি না, বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থাও বলছে, সিভিল সোসাইটটি বা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেন, তারাও বলছেন।সমীর কুমার দে, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে ঢাকা

বাংলাদেশী বিজ্ঞানী ড. বিজনের গবেষণায় ভিটামিন 'সি'র কার্যকারিতা নিয়ে জানা গেল যে নতুন তথ্য

৫২ পৃষ্ঠার পর

বিজ্ঞান বহু আগেই জেনেছে। তবে কিছু বিষয় এখনো রয়ে গেছে অজানা। আমরা জানি, মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে এনজাইম। কখনো কখনো শরীরে এনজাইমের পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে যায়, যা মানবদেহের জন্যে ক্ষতিকর। এনজাইম বেড়ে গেলে তৈরি হয় অ্যান্টি-এনজাইম, যা অতিরিক্ত এনজাইমকে প্রতিরোধ করে।

'জানা ছিল না, অনেক সময় এনজাইম এত বেশি বেড়ে যায় যে, অ্যান্টি-এনজাইম তা প্রতিরোধ করতে পারে না এবং তখন শারীরিক সমস্যা বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত এনজাইম প্রতিরোধ করে ভিটামিন "সি"। আমি গবেষণা থেকে যা নিশ্চিত হয়েছি।" যথাযথভাবে ভিটামিন "সি" গ্রহণ করলে ওষুধের প্রয়োজনীয়তা কমে আসবে।'

থাইল্যান্ড থেকে টেলিফোনে কথাগুলো বলছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ড. বিজন কুমার শীল।

ড. বিজন বর্তমানে থাইল্যান্ডের হাত ইয়াই শহরের প্রিন্স অব সংক্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স বিভাগে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কর্মরত। সেখানেই গবেষণা করছেন ভিটামিন 'সি'র কার্যকারিতা নিয়ে।

গত ২৪ আগস্ট থাইল্যান্ডে 'ফুকেট কনফারেন্স অব ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক সেমিনারে ভিটামিন 'সি'র কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণার ফলাফল সামনে এনেছেন ড. বিজন। এই গবেষণা তিনি করোনাভাইরাস মহামারির সময় বাংলাদেশে থাকাকালীন শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেননি। তার আগেই ভিসা জটিলতায় তাকে বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে হয়। পরবর্তীতে থাইল্যান্ডে সেই গবেষণা সম্পন্ন করেছেন বলে জানিয়েছেন ডেইলি স্টারকে।

তার এই গবেষণালব্ধ ফল ইতোমধ্যে সিঙ্গাপুরে প্যাটেন্ট করা হয়েছে। গবেষণাপত্র একটি খ্যাতিমান আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশের জন্যে জমা দিয়েছেন। কঠিন রিভিউ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তা প্রকাশিত হলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন উদ্ভাবন হিসেবে তা স্বীকৃতি পাবে বলে জানান ড. বিজন।

সাধারণত জ্বর বা বিভিন্ন সময় ফ্লুতে আক্রান্ত হলে চিকিৎসকেরা ভিটামিন 'সি' গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে ভিটামিন 'সি'র কার্যকারিতা কিংবা স্বাভাবিকভাবেই ভিটামিন 'সি' খাওয়ার বিষয়টি কমবেশি সবারই জানা।

এই বিজ্ঞানী জানান, ভিটামিন 'সি' সাধারণত শরীরে ৩ ভাবে কাজ করে। এগুলো হচ্ছেঃমানব শরীরে কোলাজেন টিস্যু তৈরিতে সহায়তা করা, অ্যান্টি-অক্সিডেন হিসেবে কাজ করা ও শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো।

তার গবেষণার তথ্য অনুসারে, ইনফেকশনের কারণে শরীরে এনজাইমের পরিমাণ বেড়ে গেলে তখন তা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠে। অনেক সময় এই এনজাইম এতই অতিরিক্ত হয়ে যায় যে, অ্যান্টি-এনজাইম তা প্রতিরোধ করতে পারে না। তখনই ভিটামিন 'সি' তা প্রতিরোধ করে।

ড. বিজন জানান, করোনাভাইরাস, ডেঙ্গু, হেপাটাইটিস বি, সি ও এইচআইভিসহ প্রায় ডজনখানেক ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাস মানবশরীরে প্রভাব বিস্তার করে এনজাইমের মাধ্যমে। ক্যানসার সেলও এনজাইম ব্যবহার করেই শরীরের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। একইসঙ্গে সাপসহ বিষাক্ত পোকা-মাকড়ের বিষের মধ্যেও এনজাইম আছে, যে কারণে অনেক সময় সেগুলোর কামড়ে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়। বিশ্বের সব প্রাণীরই এনজাইম দরকার। কিন্তু সেটা পরিমিত পরিমাণে। অতিরিক্ত এনজাইম তৈরি হলে তখন এর নেতিবাচক প্রভাবটা পড়ে। প্রাপ্তবয়স্ক একজন সুস্থ মানুষের দৈনিক ২৫০-৪০০ মিলিগ্রাম এবং অসুস্থদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ সাপেক্ষে দৈনিক ১-৩ গ্রাম পর্যন্ত ভিটামিন 'সি' খাওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি। ড. বিজনের ভাষ্য, 'পৃথিবীতে যেসব প্রাণী শরীরের ভেতরে ভিটামিন "সি" তৈরি করতে পারে না, মানুষ তাদের মধ্যে আছে। ফলে আমাদের ভিটামিন "সি" খেতে হয়, যা আমরা ফলমূলের মাধ্যমে বা ট্যাবলেট আকারে খাই কিংবা ইনজেকশনের মাধ্যমেও নেই। যথাযথভাবে ভিটামিন 'সি' গ্রহণ করলে ওষুধের প্রয়োজনীয়তা কমে আসবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

তবে, অনেক ক্ষেত্রে ভিটামিন 'সি' কার্যকরভাবে কাজ করে না-এমন মতও আছে। সে বিষয়ে ড. বিজনের ভাষ্য, 'ভিটামিন "সি" কোন ফর্মে গ্রহণ করা হয়েছে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানবশরীরে ভিটামিন "সি" ২টি ইলেকট্রন ডোনেট করতে পারে। এই সক্ষমতা আছে বলেই ভিটামিন "সি" দ্রুত কাজ করে এবং অতিরিক্ত এনজাইম প্রতিরোধ করে। মুখে খেলে ভিটামিন "সি"র পূর্ণ কার্যকারিতা পাওয়া যায়। কিন্তু ইনজেকশনের মাধ্যমে গ্রহণ করলে এর কার্যকারিতা অর্ধেক হয়ে যায়। এ কারণেই অনেক সময় অনেকের ক্ষেত্রে ভিটামিন "সি" যথাযথভাবে কাজ করে না।

'আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে, কখন ভিটামিন "সি" খাচ্ছে? একেবারে মুমূর্ষু অবস্থায় গিয়ে ভিটামিন "সি" নিলে তো সেটা কার্যকর হবে না। এই জন্যই আমরা বারবার সাধারণ মানুষকে ভিটামিন "সি" খাওয়া শুরু করতে বলি। এতে ইনফেকশন প্রতিরোধ করা না গেলেও এর তীব্রতা কমবে এবং শরীর দ্রুত সেরে উঠতে সহায়তা করবে।'

ভিটামিন 'সি' অতিরিক্ত খেলেও তা শরীরে থাকে না উল্লেখ করে তিনি জানান, ভিটামিন 'সি' ওয়াটার-সলিউবল। শরীরে ভিটামিন 'সি'র অভাব হতে পারে। কিন্তু চাইলেও অতিরিক্ত ভিটামিন 'সি' শরীরে থাকে না। শরীর যখন বুঝতে পারে যে অতিরিক্ত ভিটামিন 'সি' আছে, তখন ইউরিনের মাধ্যমে সেটা বের করে দেয়। তাই অতিরিক্ত না খেয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণে খাওয়াই ভালো।

করোনাভাইরাস মহামারির সময় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সহায়তায় করোনা শনাক্তের 'জি র‍্যাপিড ডট ব্লট' কিট উদ্ভাবন করে দেশে আলোচিত হন ড. বিজন কুমার শীল। যদিও নানা জটিলতায় পরবর্তীতে সেই কিট আর অনুমোদন পায়নি। এর আগে ছাগলের রোগ প্রতিরোধক ভ্যাকসিন ও সার্স ভাইরাস শনাক্তের কিট উদ্ভাবন করে বিশ্বব্যাপী সাড়া ফেলেন তিনি। সুত্র দ্য ডেইলি স্টার

বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা সীমিত করার চিন্তা করছে কানাডা

৫২ পৃষ্ঠার পর

কানাডায় স্থায়ী বসবাসের মর্যাদা দিতে চাচ্ছে। আর ২০২৫ সালের জন্য এ লক্ষ্য পাঁচ লাখ অভিবাসীকে আনার। ক্রমবর্ধমান আবাসন ঘাটতি মোকাবিলার লক্ষ্যে কানাডার সরকার দেশটিতে পড়তে যাওয়া আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করার কথা বিবেচনা করছে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো তার অর্থনৈতিক এজেন্ডায় অভিবাসন বৃদ্ধিকে মূলকেন্দ্রে রেখেছিলেন। বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা সীমিত করা হলে তা হবে ট্রুডোর নীতিতে বড় পরিবর্তন। ট্রুডো আবাসন সংকট মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়েছেন ড এমন সমালোচনা ক্রমশ বাড়ছে দেশটিতে।

কানাডার বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি কলেজসমূহে এ বছর বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে দেশটিতে আবাসন চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলছে।

এ আবাসন সংকটের কারণে কানাডায় এখন বাড়ির দাম ও ভাড়া বহুলাংশে বেড়ে গিয়েছে। দেশটির অভিবাসনবিষয়ক মন্ত্রী মার্ক মিলার গত মাসে বলেছিলেন, বিদেশি শিক্ষার্থীদের কানাডায় প্রবেশের সংখ্যা কমাতে সরকার বিভিন্ন বিকল্প উপায় বিবেচনায় নিচ্ছে। আর তার মধ্যে একটি হচ্ছে 'ভিসা সীমিত করে দেওয়ার সম্ভাবনা'। কানাডার সরকার দেশটিতে অভিবাসনের জন্য এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য ধরে এগোচ্ছে। এ বছর দেশটি চার লাখ ৬৫ হাজার বিদেশিকে কানাডায় স্থায়ী বসবাসের মর্যাদা দিতে চাচ্ছে। আর ২০২৫ সালের জন্য এ লক্ষ্য পাঁচ লাখ অভিবাসীকে আনার।

জাস্টিন ট্রুডো বলেছেন, অভিবাসীদের কানাডায় বসবাসের সুযোগ দেওয়া দেশটির অর্থনীতির ভবিষ্যতের একটি কেন্দ্রীয় অনুষঙ্গ। আর কানাডা যেসব অভিবাসীদের আনার চিন্তা করছে তারা স্বাস্থ্যসেবা, ম্যানুফ্যাকচারিং, নির্মাণ, এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে খুবই দক্ষ। দেশটিতে অভিবাসীর সংখ্যা বাড়ার কারণে আবাসন চাহিদা বাড়ছে। বিশ্বে আবাসন ব্যয় কানাডায় সবচেয়ে বেশি। গত বছর দেশটিতে ভাড়া দেওয়ার জন্য খালি বাড়ির হার কমে ১ দশমিক ৯ শতাংশে নেমেছিল। কানাডার ইন্টারন্যাশনাল শিখ স্টুডেন্টস' অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রতিষ্ঠাতা জসপ্রীত সিং বলেন, বাইরে থেকে কানাডায় পড়তে আসা শিক্ষার্থীরাও এখানকার অন্য বাসিন্দাদের মতো একই উচ্চ ভাড়া দিয়েই থাকেন। 'যেসব শিক্ষার্থী তিন বছর আগে একটি বেজমেন্ট অ্যাপার্টমেন্টের জন্য এক হাজার ডলার ভাড়া দিতেন, তারা এখন একই বাসার জন্য দ্বিগুণেরও বেশি ভাড়া গুনছেন। তারাও ভুক্তভোগী কিন্তু,' বলেন তিনি। কানাডায় শিক্ষার্থী হিসেবে পড়াশোনার পাশাপাশি চাকরি করারও সুযোগ রয়েছে। গত বছর শিক্ষার্থী-ভিসাধারী বিদেশিরা সপ্তাহে কত ঘণ্টা কাজ করতে পারবেন তার ওপর থেকে সাময়িকভাবে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছিল।

তখন কানাডার সরকার এক ঘোষণায় বলেছিল, দেশটির চলমান শ্রমশক্তির ঘাটতি পূরণ করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। কিন্তু এ বছরের শেষ দিকে শিথিল কর্মঘণ্টার এ নিয়মের মেয়াদ শেষ হবে। ইউনিভার্সিটি অভ টরোন্টো, ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি ইন মন্ট্রিয়ালসহ কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির হার গত দশকে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে বলে জানান অ্যাডভোকেসি গ্রুপ ইউনিভার্সিটিজ অভ কানাডা-এর প্রধান নির্বাহী ফিলিপ ল্যান্ডন। তিনি বলেন, ভিসা সীমিত করা হলে মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্যের মতো দেশের সঙ্গে কানাডার প্রতিযোগী-সক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।-দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল

ভুয়া খবরই তো তেজি ঘোড়ার মতো দৌড়ায়

৫২ পৃষ্ঠার পর

তুঙ্গে। সেসময় একটা খবর সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হলো। উত্তরপ্রদেশের তখনকার মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব তার বাবা এবং সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদবকে থাপ্পড় মেরেছেন। দাবানলের মতো হু হু করে ছড়িয়ে গেল সেই খবর। কেউ যাচাই করে দেখলো না। কেউ এটা ভাবতেও পারলো না, অখিলেশের মতো শিক্ষিত, বিনয়ী, বাবার প্রতি অসম্ভব শ্রদ্ধাশীল মানুষ যে এই কাজটা করতে পারেন না। এসব মানুষের ভাবনাতেই এলো না। মুলায়ম, অখিলেশ বললেন, এরকম কিছুই হয়নি। সেকথা কানে তোলা হলো না। মানুষ সামাজিক মাধ্যমের ওই খবরটা এমনভাবে গিললো ও তার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করলো যে, সমাজবাদী পার্টির ভরাডুবি হলো। দলের কর্মীরা পর্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল।

এর এক বছর পর রাজস্থানের কোটায় বিজেপি-র সামাজিক মাধ্যমের কর্মকর্তাদের সভায় সত্যটা ফাঁস করেছিলেন অমিত শাহ। তাঁর সেই ভাষণের কথা দৈনিক ভাস্কর, দ্য ওয়্যার, দ্য প্রিন্টের মতো অনেকগুলি সংবাদমাধ্যমে ছাপা হয়েছিল। সেখান থেকেই হুবহু অনুবাদ করে দিচ্ছি। অমিত শাহ সামাজিক মাধ্যম নিয়ে বলতে গিয়ে জানিয়েছিলেন, “আমাদের এখানে একটা ছেলে ছিল। সে একবার চালাকি করেছিল। আমি বলেছিলাম, নীচ থেকে উপরে মেসেজ যাবে। তারপর উপর থেকে নীচে। সে সোজা গ্রুপে মেসেজ পোস্ট করে দেয়,

অখিলেশ মুলায়মজিকে চড় মেরেছে।”

অমিত শাহ বলেছেন, “মুলায়ম আর অখিলেশ তো ছয়শ কিলোমিটার দূরে ছিল। তাসত্ত্বেও সে পোস্ট করে দেয়। আর সামাজিক মাধ্যম নিয়ে রাজ্যের যে টিম ছিল, তারা সেই পোস্ট নীচে পাঠিয়ে দেয়। সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। দশটার পর থেকে আমার কাছে ফোনের পর ফোন আসতে থাকে, ভাইসাব, জানেন তো, মুলায়মকে থাপ্পড় মেরেছে অখিলেশ। নারীরাও রেগে যান। সব জায়গায় এটা চলতে থাকে। এরকম করা উচিত নয়। এরকম কাজ করবেন না।” অমিত শাহ যখন এই কথা বলছেন, ততদিনে অখিলেশের ভরাডুবি হয়ে গেছে।

এই সব কথা বলার আগে বিজেপির সামাজিক মাধ্যমের শক্তি সম্পর্কে অমিত শাহ বলেছিলেন, “উত্তরপ্রদেশে বিজেপি-র গ্রুপে ৩১ লাখ মানুষ আছে। প্রতিদিন সকাল আটটায় গ্রুপে মেসেজ পোস্ট হয়। তার শিরোনাম, সত্যকে জানুন। খবরের কাগজে বিজেপি-কে নিয়ে যে মিথ্যা খবর প্রকাশিত হয়, সেটা নিয়ে পোস্ট করা হয়। তারপর সেটা সামাজিক মাধ্যমে ছেয়ে য়ায়। মানুষ তো খবরের কাগজকে গিয়ে প্রশ্ন করে, কেন এরকম খবর ছাপলেন?”

অমিত শাহ অতিশয়োক্তি করেননি। বিজেপি-র আইটি সেলের সঙ্গে যুক্ত নেতা আমায় জানিয়েছেন, সবার উপরে আছে বিজেপি সদরদফতরের আইটি সেল। তার নিচে প্রতিটি রাজ্যে আইটি সেল। সেখান থেকে প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি ব্লকে, প্রতিটি লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্র অনুসারে আইটি সেল। একেবারে নীচে আছে, কয়েকটি গ্রাম জুড়ে একেকটি সেল। সেই নেতা দাবি করেছিলেন, “আমার আধঘণ্টা সময় দরকার হয়। তারমধ্যে আমরা যে কোনো পোস্ট ভাইরাল করে দেয়ার ক্ষমতা রাখি। বিরোধীদের কোনো পোস্ট বেশি চললে, তার পাল্টা পোস্ট আমরা এমনভাবে ভাইরাল করি, মানুষ ভাবে আমাদেরটাই আসল।”

একবারের জন্যও ভাববেন না, যারা এই সব আইটি সেলের সঙ্গে যুক্ত, তারা দলের কর্মী। তারা সকলেই রীতিমতো শিক্ষিত। অনেকে বিদেশ থেকে পড়াশুনো করে এসেছেন। আগে বড় কোম্পানিতে ছিলেন। তারা একেবারে পেশাদার। তাদের বেতন দিয়ে রাখা হয়। সত্যি সত্যিই এই পরিকাঠামো নিয়ে বিজেপি যে কোনো পোস্ট ভাইরাল করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে।

ভাববেন না, এটা কেবল বিজেপি করে। সব দলই তার ক্ষমতামতো করে।সকলেই পেশাদারদের সাহায্য নেয়। কোম্পানির সাহায্য নেয়। বিজেপি-র সাফল্য দেখে তারাও বুঝতে পেরেছে, সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহার না করতে পারলে, মানুষের কাছে প্রতিদিন পৌঁছানো সম্ভব নয়। ।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউ বিশ্বের ৮১টি দেশকে নিয়ে ২০২০তে একটা সমীক্ষা করেছিল। তাতে দেখা গেছে, ৭৬টি দেশে রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে মিথ্যা সংবাদ ছড়ানো হয়। সেটা এখন পেশাদাররা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে করেন।

ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। ভোট এলেই ভারতে ফেক নিউজ নিয়ে প্রচুর অভিযোগ ওঠে। দুইটি তথ্য এখানে মনে রাখা দরকার। ভারতে স্মার্টফোন ব্যবহারকীরর সংখ্যা ৬৫ কোটি এবং দেশের ৮৮ শতাংশ অঞ্চলে ইন্টারনেট পরিষেবা আছে। তৃতীয় বিষয়টা হলো, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলে স্মার্টফোন ব্যবহার করেন। ফলে কোনো মেসেজ ভাইরাল করে দিতে পারলে, তা লাখ লাখ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। আর মানুষ যেমন আগে ছাপার হরফে লেখাকে ধ্রুব সত্য মনে করত। এখন তেমনই মোবাইলে আসা ভিডিও ও লেখাকে অভ্রান্ত সত্য মনে করে। রাজনৈতিক দলগুলি, পেশাদাররা সেই সুযোগ নেয়। তারা সমানে চেষ্টা করে যায়, আংশিক সত্য, অর্ধসত্য ও মিথ্যা প্রচার করতে। ভিডিওতে কারচুপি করে ছেড়ে দিলে মানুষ সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হন। তাই প্রতিবার ভোটের আগে এই ধরনের একগুচ্ছ অভিযোগ আসে। আর একটা মিথ্যা খবরের পরিণতি কী হতে পারে, তা মুলায়ম-অখিলেশ চড়কাণ্ড থেকেই তো স্পষ্ট।

আসলে ছোটবেলা থেকেই তো আমাদের শেখানো হয়, মেনে নাও। প্রশ্ন করো না। যুক্তি দিয়ে বিচার কর না। কোনো বিশ্বাসে আঘাত কর না। নির্বিচারে মুখ বুজে মেনে নিলে সকলেরই লাভ। রাজনীতি থেকে ধর্ম, সব জায়গায় যারা ক্ষমতায় থাকেন, তারা বলেন, প্রতিবাদ করতে যেও না। প্রশ্ন করো না। আস্থা রাখ। আর এই সুয়োগে অনেক মিথ্যা সত্য হয়ে য়ায়। অনেক তথ্য উল্টে যায়। প্রচারে মিলা বস্তু তর্কে বহুদূর। তাই আমরা প্রশ্ন করি না।

রাজনীতির সঙ্গে নীতি থাকলেও বাস্তবে তা হলো ভোটের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে কোনো নীতি নেই। ফলে মানুরযে মনে একটা ধারণা তৈরির জন্য যদি কিছু মিথ্যা প্রচারের আশ্রয় নিতে হয়, তাতেই বা অসুবিধা কোথায়? নীতিবাগিশরা, ইমানুয়েল কান্টের মতো দার্শনিকরা বলবেন, শুধু ফল ভালো হলেই চলে না, যে রাস্তা নেয়া হচ্ছে, সেটাও ভালো ও নৈতিক হওয়া দরকার। আমরা ওসব কথাকে থোড়াই কেয়ার করি।

আমরা তো মনে করি, সব ভালো যার শেষ ভালো। তাই এরকমই চলবে, বরং মিথ্যা প্রচার তেজি ঘোড়ার মতো দৌড়াতে থাকবে।-গৌতম হোড়, সাংবাদিক, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

নতুন কৌশলে গুজব ও ভুয়া খবর

৫২ পৃষ্ঠার পর

ইংরেজিতে কিছু অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে। সেখান থেকে বাংলাদেশের মূলধারার সংবাদমাধ্যমও ছেপেছে। এএফপির অনুসন্ধানে দেখা গেছে, লেখক হিসেবে যাদের নাম ও পরিচয় দেয়া হয়েছে ওইসব কলামে, বাস্তবে তাদের অস্তিত্বই নেই। এরকম মোট ৩৫ জন ভুয়া কলামিষ্টের ৭০০ নিবন্ধ গত এক বছরে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেগুলো সরকারের পক্ষে প্রশংসা করে লেখা হয়েছে।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের নেয়া উন্নয়ন কর্মসূচি, কূটনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ের প্রশংসা করে কথিত ওই নিবন্ধগুলো দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

এএফপির অনুসন্ধান বলছে, এসব লেখকভুয়া পরিচয়, ছবি এবং নামব্যবহার করেছেন। চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া, ওয়াশিংটনভিত্তিক ফরেন পলিসি ম্যাগাজিনের সাউথ এশিয়া ব্রিফসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে এসব লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

কথিত বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন। তাদের কেউ কেউ আবার প্রকৃত বিশ্লেষকদের নামে বানোয়াট মন্তব্যও উদ্ধৃত করেছেন।

লেখাগুলোতে বতর্মান সরকারের প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছে। বিশেষ করে চীনের প্রতি জোরালো সমর্থন এবং যুক্তরাষ্ট্রের কড়া সমালোচনা করা হয়েছে।

কথিত কলামিস্ট হিসেবে আলোচিত নামগুলোর মধ্যে ১৭টির সঙ্গে পশ্চিমের এবং এশিয়ার বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কথিত সংযোগ দেখা যায়। তাদের মধ্যে ৯ জন যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন বলে পরিচয়ে লিখেছেন, সেসব বিশ্ববিদ্যালয় এএফপিকে নিশ্চিত করেছে, ওইসব নাম তারা কখনো শোনেনি। এসব কলামিস্টের মধ্যে আটজন যেসব ছবি ব্যবহার করেছেন, সেগুলো অন্য মানুষের। তাদের মধ্যে ভারতের একজন জনপ্রিয় ফ্যাশন ইনফ্লুয়েন্সারের ছবিও রয়েছে।

কথিত লেখকদের একজনের নাম ডরিন চৌধুরী। তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের প্রশংসা করেছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক সহিংসতার সমালোচনা এবং আওয়ামী লীগ সরকারের প্রশংসা করে অন্তত ৬০টি নিবন্ধ লিখেছেন। ডরিন চৌধুরী তার পরিচয়ে একজন ভারতীয় অভিনেত্রীর ছবি ব্যবহার করেছেন। তিনি নেদারল্যান্ডসের যে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছেন বলে জানিয়েছেন, সে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ তার নামে কোনো তথ্য খুঁজে পায়নি।

ব্যাংকক পোস্ট এবং লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের একটি ব্লগসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন ফুমিকো ইয়ামাদা নামে একজন। তাকে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ স্টাডিজের একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে বলা হয়েছে। তবে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে তার উপস্থিতির কোনো প্রমান নেই এবং বাংলাদেশ স্টাডিজ নামে সেখানে গবেষণার কোনো ক্ষেত্রও নেই।

নেদারল্যান্ডসের ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল স্টাডিজের একজন অধ্যাপক জেরার্ড ম্যাকার্থি বলেছেন, পৃথ্বীরাজ চতুর্বেদী নামে মিয়ানমারের প্রতি ‘পশ্চিমা দ্বিচারিতার’ নিন্দা করে একটি নিবন্ধ তার চোখে পড়েছে। এতে তার নামে সম্পূর্ণ বানোয়াট উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলাদেশে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমভিত্তিক গুজব বা ফেক নিউজের প্রবণতা বেশ পুরোনো। এর উদ্দেশ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে হেয় করা। আবার অনলাইনে লাইক, ক্লিক পাওয়াও একটা লক্ষ্য। এই গুজবকে কেন্দ্র করে গণপিটুনি, সাম্প্রদায়িক হামলা ও নিরীহ মানুষের ক্ষতির কারণ ঘটছে। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর চিকিৎসার জন্য সরকারের অনুদান নিয়েছেন- সম্প্রতি এরকম একটি ব্যাংক চেকের ফেক ছবিও বেশ ভাইরাল হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস-এর গণমাধ্যম এবং সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. সুমন রহমানের নেতৃত্বে ‘ফ্যাক্ট ওয়াচ’ টিম কাজ শুরু করে বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই। তার নিয়মিতভাবে পেশাদার হিসেবে গুজব, ফেক নিউজ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, “শুরুর দিকে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যমের অনলাইনে নানা ধরনের ফেক নিউজ ছাপা হতো। এটা হতে পারে লাইক , কমেন্ট পাওয়ার জন্য বা না বোঝার কারণে। তবে এই প্রবণতা কমেছে। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং একটু কম গ্রহণযোগ্য অনলাইন পোর্টালে এই ধারা অব্যাহত আছে।”

“কিন্তু সমস্যা হলো যারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে এটা করেন, তারা কিন্তু থেমে নেই। এটা রাজনৈতিক গোষ্ঠী করে, কোনো স্বার্থানেন্বষী মহল করে, সেটা বলতে গেলে এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। তারা জেনেশুনেই এটা করে। নির্বাচনের আগে সেটা আরো বাড়বে বলে মনে হয়,” বলেন অধ্যাপক সুমন রহমান।

তিনি জানান, “লাইক কমেন্টের জন্য ফেক নিউজ বা গুজবের প্রবণতা কিছুটা কমলেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গুজব, ফেক নিউজ, প্রচারণা এটা না কমে , বরং বেড়েছে এবং এটা সংঘবদ্ধভাবে করা হচ্ছে।”

তার কথা, “প্রচলিত ধারণা ছিল গুজব, ফেক নিউজ শুধু খারাপ বিষয় নিয়েই করা হয়। কিন্তু সম্প্রতি দেখা গেল ভুয়া কলামিস্ট, অস্তিত্বহীন কলামিস্টের নামে সরকারের গুণগানমূলক গুজব বা ফেক কলামের ছড়াছড়ি। এটা অর্গ্যানাইজড ওয়েতেই করা হয়েছে। এখানে বিনিয়োগ আছে। যারা করেছেন তারা সাধারণ মানুষকে তথ্যগত বিভ্রান্তিতে ফেলে সুবিধা নিতে চান।”

তার কথা, “এটা সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রেও ঘটছে। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রশংসামূলক নানা প্রতিবেদন ছাপা হচ্ছে। হয়তবা প্রতিবেদন তৈরি করে সরাসরি সংবাদমাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে. সেটাই ছাপা হচ্ছে সরাসরি। এর পিছনে চাপ থাকতে পারে. সুবিধা নেয়ার কারণ থাকতে পারে। তবে যা-ই হোক না কেন এগুলোও গুজব, ফেক নিউজ।”

“মূল বিষয়টি হলো ফ্যাক্ট অ্যান্ড নন-ফ্যাক্ট। এভাবে বিবেচনা করলেই বিষয়টি সহজ হয়ে যায়, যা সত্য নয়, তাই ফেক বা গুজব। সেটা মানহানিকর হোক আর প্রশংসামূলক হোক, দুটোই অপরাধ। কারণ, এর মাধ্যমে মানুষকে ভুল ও মিথ্যা তথ্য দেয়া হয়। মানুষের মধ্যে এক ধরনের ধারণা তৈরি করা হয়, যা সত্য নয়। মানুষকে বিভ্রান্ত করার যে-কেনো ধরনের চেষ্টাই অপরাধ,” অভিমত তথ্য প্রযুক্তিবিদ জাকারিয়া স্বপনের।

এর পিছনে ভেস্টেড ইন্টারেস্ট গ্রুপ কাজ করে, তারা তাদের পক্ষে বা প্রতিপক্ষকে হেয় করতে এই সব অসত্য তথ্য, কলাম প্রচার করে। ভুয়া নামে প্রচার করা হলেও এগুলো কেউ না কেউ তো লেখেন, তৈরি করেন। এটা করতে তো অনেক অর্থ ব্যয় হয়। এটা অনেকটাই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে করা হয়। নির্বাচনের আগে এই ধরনের প্রোপাগান্ডা আরো বাড়তে পারে বলে মনে করেন জাকারিয়া স্বপন। তিনি বলেন, “এটা শুধু ভুয়া কলাম বা খবরের মধ্য দিয়ে নয়, পোস্টার , প্রচারপত্র, লিফলেটের মাধ্যমেও করা হয়। রাজনৈতিক বক্তৃতায় তো সারাক্ষণই হচ্ছে।”

তার মতে, এটা পুরনো গোয়েবলসীয় পদ্ধতি। একটি মিথ্যাকে বার বার সত্য বলে প্রচার করলে মানুষ সেটা সত্য মনে করবে। শুধু কৌশল পরিবর্তন হয়েছে। তবে যারা যেভাবেই করুক না কেন, সেটা অপরাধ। তার কথা, “গুজব ছড়ানোর উদ্দেশ্য হলো পানি ঘোলা করা, মানুষকে বিভ্রান্ত করা। এর মাধ্যমে স্বার্থ উদ্ধার করা।”

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় ভালো কলামিস্ট খুঁজছে বলে গত বছর সংবাদমাধ্যমে একটি খবর বের হয়েছিল। কলামিস্ট খোঁজার উদ্দেশ্য ছিল সরকারের ইতিবাচক বিষয়গুলো নিয়ে কলাম লেখা, সরকারের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারের জবাব দেয়া । এটাকে তারা বলেছিল আউট সোর্সিং। তাদের সম্মানি দিয়ে ‘ভালো’ লেখা লেখানোর কথা ছিল। এজন্য সংসদসীয় কমিটিকেও ভালো কলামিস্ট খুঁজে দেয়ার অনুরোধ করেছিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তারা শেষ পর্যন্ত ভালো কলামিস্ট পেয়েছিলো কিনা সেই খবর আর জানা যায়নি। তবে সরকারের পক্ষে লেখা অস্তিত্বহীন কলামিস্টের কলামের তথ্য পেয়েছে এএফপি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক খান বলেন, “বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে সর্বশেষ যে ভুয়া কলামিস্টের ঘটনাটি প্রকাশ পেলো, সেটা অভূতপূর্ব। এমনটি এর আগে কখনো দেখা যায়নি। এটা একেবারেই নতুন। এটা নিয়ে রীতিমতো গবেষণা হতে পারে। এর আগে আমরা ভাড়াটে লেখক, দলীয় লেখক- এসব বিষয়ে জেনেছি। কিন্তু ভুয়া লেখক, অস্তিত্বহীন কলামিস্ট একেবারেই নতুন। কিন্তু এই লেখাগুলো তো কেউ না কেউ লিখেছেন। তারা কারা? তারা একটি গ্রুপ, সংঘবদ্ধ গ্রুপ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যখন লেখার জন্য সম্মানির বিনিময়ে কলামিস্ট খোঁজে, তখন অনেক কিছুই বোঝা যায়। এটা তো তাদের কাজ নয়। কলামিস্ট খুঁজবে পত্রিকা, সংবাদমাধ্যম।”

তার কথা, “এই যে কলামগুলোর কথা আমরা জানলাম, এগুলোও গুজব, ফেক কলাম। যারা করেছেন, তারা হয়ত সরকারের কাছাকাছি থাকতে চান, সুবিধা নিতে চান। এটাও সরকারে ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে বলে আমি মনে করি। আর সরকার সেটা মনে করলে তাদেরই উচিত এটা যারা করেছেন তাদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনা। অথবা মানহানির মামলা করা।”

মূলধারার সংবাদমাধ্যম এসব ফেক কলাম ছেপে পেশাদারিত্বের অভাব প্রমাণ করেছে বলে মনে করেন অধ্যাপক সুমন রহমান, “কোনো কলাম ছাপার আগে সেই কলামিস্টের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া জরুরি। আবার দেখতে হবে যে বিষয়ে তিনি লিখছেন, সেটা নিয়ে লেখার অথরিটি তার আছে কিনা। সেটা না করেই যখন ছাপা হয়েছে তখন বুঝতে হবে সংবাদমাধ্যমের গেট কিপিং ঠিকমতো হচ্ছে না।”

তবে অধ্যাপক রাজ্জাক মনে করেন, “এগুলো আবার কেউ কেউ অতি উৎসাহী হয়ে ছেপে থাকতে পারেন। কেউ আবার জেনেশুনেই স্বার্থ বা চাপের কারণে ছাপতে পারেন। আগেই বলেছি, এই পুরো বিষয়টি নিয়ে একটি ভালো গবেষণা হতে পারে এবং হওয়া জরুরি।”

বিশ্লেষকরা বলছেন, এইসব ফেক নিউজ, কলামের টার্গেট হচ্ছেন সাধারণ মানুষ বা পাঠক, যারা এটা করেন, তারা আসলে তাদের পক্ষে বা প্রতিপক্ষের বিপক্ষে একটি পরিবেশ তৈরি করতে চান। তারা তা করেন ভুয়া বা অসত্য তথ্য দিয়ে। এতে সাধারণ মানুষকে প্রকৃত তথ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়। শুধু তাই নয়, তাদের অন্ধকারে রাখার চেষ্টা করা হয়। বিভ্রান্ত করা হয়।”

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট ইশরাত হাসান বলেন, “ইলেকট্রনিক বিন্যাস বা ডিজিটাল মাধ্যমে অপ্রপ্রচার, গুজব, অসত্য তথ্য, মানহানি এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ব্যবস্থা ছিল। নতুন সাইবার নিরাপত্তা আইনেও একই বিধান আছে। আর প্রিন্ট বা অন্য মাধ্যমে দণ্ডবিধিতে মানহানি, ক্ষতিপূরণের মামলার ব্যবস্থা আছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র কনসার্ন হলে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলাও হতে পারে।”

“মামলা করতে হবে যিনি ক্ষতিগ্রস্ত, তাকে। এখন সরকারের প্রশংসামূলক ওইসব ভুয়া কলামে যারা ক্ষতিগ্রস্ত, তারা মামলা করতে পারেন। সরকার যদি নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করে, তাহলে সরকারও মামলা করতে পারে,” বলেন এই আইনজীবী।

তার কথা, “যা সত্য নয়, তা সত্য বলে প্রচার করাই হলো গুজব, অপপ্রচার। সেটা খারাপ অপপ্রচার ও ভালো অপপ্রচার দুটোই হতে পারে। কেউ যা করেননি, বলেননি- সেটা ভালো বা খারাপ যা-ই হোক না কেন, তা প্রচার করা গুজব ছাড়ানো ছাড়া

আর কিছুই নয়। - হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে ঢাকা

LOVE TO CARE HOME CARE INC

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP -এর আওতায়
আপনার পছন্দসই
প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

অবাধ, মুক্ত, নিরাপদ ইন্দো-প্যাসিফিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ

৯ পৃষ্ঠার পর

করা হয়- জি-২০তে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মধ্যে সাইডলাইনে বৈঠক হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ভালো কথোপকথন হয়েছে বলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, যদিও আমরা এ বিষয়ে হোয়াইট হাউস অথবা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে কোনো রকম বিবৃতি অথবা অন্য কোনো কিছু দেখিনি। জবাবে মিলার বলেন, আমি মনে করি ওই মিটিং সম্পর্কে প্রকাশ্যে কথা বলেছে হোয়াইট হাউস, বলা হয়েছে অন্য নেতাদের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের পাবলিক মিটিং হয়েছে।

মিলারের কাছে আবারো জানতে চাওয়া হয়, দ্রুততার সঙ্গে আমি সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন করতে চাই। বাংলাদেশ সরকার নিয়ন্ত্রিত আদালত দু'জন সিনিয়র সাংবাদিককে সাত বছরের জেল দিয়েছে। তারা হলেন- শফিক রেহমান ও মাহমুদুর রহমান। এর বাইরে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের তিন জন নাগরিক এবং একজন সাংবাদিক। ওই সাংবাদিক নিউ ইয়র্কে নির্বাসনে আছেন। কিন্তু তার সম্পত্তি জব্দের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। এই সাংবাদিকের নাম ইলিয়াস হোসেন। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি?

ম্যাথিউ মিলার এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমি মনে করি অনেকবার আমরা এ বিষয়ে কথা বলেছি। আমরা বলেছি, যেকোনো গণতন্ত্রের জন্য সাংবাদিকরা অত্যাবশ্যকীয় ভূমিকা পালন করেন। তাদের কাজের মাধ্যমে উন্মোচিত হয় দুর্নীতি, নিশ্চিত হয় সুরক্ষা, যে বিষয়ে জনগণের তথ্য জানার অধিকার আছে। এসব বিষয় জনগণের জীবনমানের ওপর প্রভাব ফেলে। তারা প্রাত্যহিক জীবনে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করেন। তাদের সেই সক্ষমতা থাকা উচিত। আমি এখানে প্রতিদিন যেভাবে আপনাদের কাছে জবাবদিহিতা করি সেইভাবে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা উচিত। হয়রানি, সহিংসতা এবং ভীতির আতঙ্ক ছাড়াই তাদের কাজ করার সক্ষমতা থাকা উচিত।

বাইডেনকে সংবাদ সম্মেলন করতে দেয়নি দিল্লি, ভিয়েতনামে গিয়ে মুখ খুললেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট

৭ পৃষ্ঠার পর

দেশ গড়ে তুলতে মানবাধিকারকে সম্মান করা, নাগরিক সমাজ ও স্বাধীন গণমাধ্যমের ভূমিকা থাকা যে গুরুত্বপূর্ণ, সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরেছি। একই সঙ্গে জি-২০ সম্মেলন নিয়ে মোদির নেতৃত্ব ও আতিথেয়তার প্রশংসা করে তাকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন বাইডেন।

এদিকে ভিয়েতনামে সংবাদ সম্মেলনে ভারত প্রসঙ্গে বাইডেনের কথাগুলো নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধী দল কংগ্রেস। কংগ্রেসের মুখপাত্র জয়রাম রমেশ মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্সে লিখেছেন, বাইডেনকে মোদি বলেছিলেন, প্রেস কনফারেন্স করব না, করতেও দেব না। কিন্তু তা কাজে এল না। মোদির মুখের ওপর বাইডেন যা যা বলেছেন, ভিয়েতনামে গিয়ে সেটাই তিনি জানিয়ে দিলেন। মোদিকে তিনি বলে গেছেন যে, নাগরিক সমাজ ও মুক্ত গণমাধ্যমের ভূমিকা ও মানবাধিকারকে সম্মান দেখানো জরুরি।

নতুন প্রজন্মের কাছে রাজনীতি ছেড়ে দিতে বাইডেন

৬ পৃষ্ঠার পর

অফিস চালান। ভোট করুন। তরুণ প্রজন্মকে স্থান দিলে যুক্তরাষ্ট্রের দুটি দলই ভাল করবে। বিবিসির এক প্রশ্নের জবাবে মিট রমনি বলেন, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ট্রাম্প যদি সরে দাঁড়ান তাহলে এটা হবে নতুন প্রজন্মের জন্য বড় একটি বিষয়। এখন বাইডেনের বয়স ৮০ বছর। ট্রাম্পের ৭৭। তারাই এখন পর্যন্ত ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যথাক্রমে ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকানের ফ্রন্টরানার।

২০১২ সালে মিট রমনিকে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনীত করেছিল রিপাবলিকান পার্টি। তবে তিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার কাছে হেরে যান। এর ৬ বছর পর তিনি ইউটাহ রাজ্যের দুটি সিনেট আসনের একটিতে নির্বাচিত হন। ২০০৮ সালেও তিনি প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তবে তাতে সফল হননি।

২০২০ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পকে অভিশংসিত করা হয়। এতে তিনি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। একমাত্র রিপাবলিকান হিসেবে তিনিই দলের বিরুদ্ধে গিয়ে ভোট দিয়েছেন।

আলাবামায় ছাত্রের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক, পদত্যাগ করলেন শিক্ষিকা

৬ পৃষ্ঠার পর

যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। শুধু তা-ই নয়। তাদেরকে তিনি নিজের নগ্ন ছবি পাঠাতেন। সেসব ছবি আবার শিক্ষার্থীদের দেখতে বাধ্য করতেন। ধরা পড়ার পর সব স্বীকার করেছেন তিনি। ক্রিস্টাল ফ্রস্ট আলাবামার ক্রেনশ খ্রিস্টান একাডেমিতে শিক্ষকতা করতেন। পুলিশ বলেছে, তিনি তিন সন্তানের মা।

শিক্ষকতার আড়ালে তিনি ছিলেন আসলে যৌন নিপীড়ক। শিক্ষার্থীদের শিকার করতেন। তাদেরকে নিজের নগ্ন ছবি পাঠিয়ে উত্তেজিত করে তুলতেন। তারপর কোথাও নিয়ে তাদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতেন। স্ন্যাপচ্যাটে ১৫ বছর বয়সী একটি ছাত্রকে তিনি পাঠিয়েছিলেন নিজের নগ্ন ছবি। কিন্তু ওই বালকটি সেই ছবি তার সহপাঠীদের দেখায়। গোপন আর গোপন থাকে না। প্রশাসন থেকে ক্রিস্টাল ফ্রস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ফলে স্বীকার না করে তার আর উপায় থাকে না। ধরা পড়ে একাডেমি থেকে পদত্যাগে বাধ্য হন ক্রিস্টাল ফ্রস্ট।

এরপরই শুরু হয় পুলিশের তদন্ত। তাতে দেখা যায়, তিনি ওই বালকের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এই তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ আবিষ্কার করে ১৬ বছর বয়সী আরেক বালককে। তাকেও ক্রিস্টাল টার্গেট করেছিলেন। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে শেষ পর্যন্ত সব স্বীকার করেছেন। যে ছবি নিয়ে পুলিশ তদন্তে নামে তাতে ক্রিস্টাল ফ্রস্টকে দেখা যায় আপত্তিকর অবস্থায়। এক পর্যায়ে ওই বালকটি তার আরও খোলামেলা ছবি চায়।

ক্রিস্টাল ফ্রস্ট ছিলেন ওই একাডেমির গণিতের শিক্ষিকা। তিনি ১৫ বছর বয়সী যে বালককে টার্গেট করেছিলেন, তাকে পাঠিয়েছিলেন বুকখোলা ছবি। পুলিশ তদন্ত করে তার মোবাইল ফোনে ওই ছবিই পায়। তিনি আরও স্বীকার করেন, চিয়ারলিডারদেরকেও তিনি ভিন্ন ভিন্ন ছবি পাঠিয়েছেন। এতে তাকে দেখা যায় নাইকি শটস পরেছেন। তা এতটুকু উচ্চতা পর্যন্ত, যাতে নিতম্বদেশ পরিষ্কার এবং খোলা অবস্থায় দেখা যায়।

এ অভিযোগে ২৪ শে আগস্ট পদত্যাগ করেন ক্রিস্টাল ফ্রস্ট। পুলিশের কাছে একজন শিক্ষার্থী বলেছে, তারা কমপক্ষে দু'বার শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে। সে বলেছে, তার শিক্ষিকা তাকে রগরগে ছবি পাঠাতেন। তারপর তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব দিতেন। তারপর ওই বালকের বাড়িতেই কমপক্ষে চারবার তারা মিলিত হয়। একবার নিজের কুকুরকে চড়াতে গিয়েছিল ওই বালক। সেখানে তাকে পেয়ে ক্রিস্টাল ফ্রস্ট তার গাড়িতে ওই বালকের সঙ্গে 'ওরাল সেক্সে' মেতে ওঠেন। এই গ্রীষ্মে তাদেগর মধ্যে সম্পর্কের ইতি ঘটে।

'যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি পচে গেছে', ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা প্রসঙ্গে পুতিন

৬ পৃষ্ঠার পর

সংকট সহ কয়েক দিনের মধ্যে চলমান বৈশ্বিক সমস্যাগুলি সমাধান করবেন। তিনি যদি এটি করতে পারেন তাহলে সেটা খুবই ভাল।

বে পুতিন জানান যে, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে রাশিয়ার সম্পর্কের যে বর্তমান অবস্থা, তাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে যেই আসুক না কেনো রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবে না। তিনি বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট যেই হোক না কেনো ভবিষ্যতে কী হবে তা আমাদের পক্ষে বলা কঠিন। তবে সবকিছু রাতারাতি বদলে যাবে এমনটা আশা করা যায়না। জো বাইডেনের প্রশাসন রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভয়াবহ কিছু ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই হঠাত করেই পুরো জাহাজের গতিপথ বদলে দেয়া সম্ভব হবে না।

সৌদি আরব-রাশিয়ার সিদ্ধান্তে বিশ্বে তেলের দামে রেকর্ড

৫ পৃষ্ঠার পর

দেশগুলোর জোট ওপেক প্লাসও উৎপাদন হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নেয়।

জ্বালানি উৎপাদক দেশগুলোর সংগঠন ওপেক এর আগে পূর্বাভাস দিয়েছিল ২০২৩ ও ২০২৪ সালে জ্বালানি তেলের চাহিদা বাড়বে। সংগঠনটির অনুমান ছিল, ২০২৪ সালে প্রতিদিন তেলের চাহিদা বাড়বে ২২ লাখ ৫০ হাজার ব্যারেল। ২০২৩ সালে আগের বছরের তুলনায় এই প্রবৃদ্ধি ছিল প্রতিদিন ২৪ লাখ ৪০ ব্যারেল। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা (আইইএ) জানিয়েছে, ২০২৩ সালের শেষ পর্যন্ত ওপেক প্লাস যদি জ্বালানি উৎপাদন কম রাখে, তবে তা চলতি বছরের শেষ প্রান্তিকে চাহিদার বিপরীতে ঘাটতি তৈরি করবে। সংস্থাটি বলছে, আগামী বছরও চাহিদা বাড়বে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও জ্বালানির চাহিদা বাড়বে। তবে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি রাশিয়া ও সৌদি আরবের মতো দেশগুলোকে সুবিধা দিলেও উন্নয়নশীল উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর ওপর তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এমনকি এর ফলে এসব দেশে মূল্যস্ফীতি আরও বাড়তে পারে।

ডলার ব্যয়ের স্বপ্ন ঘাম ঝরায়, তবুও বিদেশে বাড়ছে বাংলাদেশিদের কার্ডের লেনদেন

৫ পৃষ্ঠার পর

এক মাসের ব্যবধানে ভিসা কার্ডে ১০১ কোটি ডলারের লেনদেন বেড়েছে। জুলাইয়ে মাস্টার কার্ডে ৬৬ কোটি ২০ লাখ ডলার, অ্যামেক্স কার্ডে ৩৮ কোটি ৭০ লাখ ডলার এবং ইউনিয়ন-পে কার্ডে ২ কোটি ৫৬ লাখ ডলার লেনদেন হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন মজুমদার বলেন, জুলাইয়ে দেশের বাইরে ক্রেডিট কার্ডে ডলারের লেনদেন বাড়ার পেছেনে তিনটি কারণ রয়েছে। প্রথমত চলতি বছরের হজ কার্যক্রমের একটা বড় অংশ জুলাই মাসে সম্পন্ন হয়েছে। এই সময়ে হাজীদের ডলারে প্রচুর খরচ হয়েছে।

এরপরে নগদ ডলারের সংকটের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আলোচ্য সময়টাতে নগদ ডলারের সংকট ছিল। যার কারণে বিদেশগামী মানুষ বাধ্য হয়ে কার্ডে ডলার নিয়ে গেছেন। এরফলে কার্ডে ডলারের খরচ বেড়েছে। এছাড়া জুলাই মাসে উচ্চশিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীরা বিদেশে যান। এসব শিক্ষার্থীরাও কার্ডের মাধ্যমে ডলার খরচ করেন। এসব কারণেই তখন দেশের বাইরে কার্ডের মাধ্যমে ডলারের খরচ বেড়েছে বলে তিনি মনে করছেন।

এর আগে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশিরা বিদেশে গিয়ে কার্ড ব্যবহার করে বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন করেছেন ৬ হাজার ৬৯৪ কোটি টাকার সমপরিমাণ অর্থ। এর আগের ২০২১-২২ অর্থবছরে তা ছিল ২ হাজার ৯৪৪ কোটি টাকার সমপরিমাণ। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে বিদেশে গিয়ে কার্ডে বৈদেশিক মুদ্রার খরচের প্রবণতা বেড়েছিল ৩ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা।

সমাপ্ত অর্থবছরে লেনদেনের পরিমাণের সঙ্গে এর সংখ্যাও বেড়েছিল। পুরো অর্থবছরে মোট লেনদেন হয়েছিলো ৯২ লাখ ৩৭ হাজার। এর আগের অর্থবছরে লেনদেনের সংখ্যা ছিল ৫৬ লাখ ৯০ হাজার। অর্থাৎ এক বছরে লেনদেনের সংখ্যা বেড়েছে ৩৫ লাখ ৪৭ হাজার। বিদেশে গিয়ে একজন বাংলাদেশি সাধারণত এক বছরে ১২ হাজার ডলার বা এর সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে পারেন। নগদ বৈদেশিক মুদ্রা কিংবা কার্ড ব্যবহার করে এই পরিমাণ অর্থ খরচের অনুমোদন দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক।

বর্তমানে বাংলাদেশিরা ব্যবসা-বাণিজ্য সহ অনেক কাজে দেশের বাইরে যাতায়াত করেন। বিশ্বের মধ্যে ভারতে গিয়ে ক্রেডিট কার্ডে সবচেয়ে বেশি অর্থ খরচ করেন তারা। চলতি বছরের জুলাইয়ে প্রতিবেশী এই দেশটিতে বাংলাদেশিরা খরচ করেছেন ৮৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার, যা মোট খরচের ১৭ শতাংশ। খরচের তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এই দেশটিতে খরচ করা হয়েছে ৭০ কোটি ৮০ লাখ ডলার বা ব্যয়ের ১৪ শতাংশ।

এছাড়াও জুলাই মাসে বাংলাদেশিরা কার্ডের মাধ্যমে সৌদিতে ব্যয় করেছেন ৫৮ কোটি ৫০ লাখ ডলার, থাইল্যান্ডে ৪৭ কোটি ২০ লাখ ডলার, সিঙ্গাপুরে ৩৯ কোটি ৫০ লাখ ডলার, যুক্তরাজ্যে ৩৫ কোটি ৪০ লাখ ডলার, দুবাইতে ৩১ কোটি ৩০ লাখ ডলার এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে ১৪২ কোটি ৫০ লাখ ডলার।

বিদেশে গিয়ে বাংলাদেশিরা সুপারশপে কেনাকাটায় বৈদেশিক মুদ্রার খরচ করেন সবচেয়ে বেশি। জুলাই মাসে সুপারশপে ব্যয় হয়েছে ১৫৭ কোটি ৭০ লাখ ডলার। খুচরা আউটলেট সেবায় ব্যয় হয়েছে ৮০ কোটি ডলার। লেনদেনের অন্যান্য ধরনের মধ্যে আছে ওষুধ ও কাপড় কেনাকাটা। এই দুই খাতে ব্যয় করা হয়েছে ১০৯ কোটি ৪০ লাখ ডলার। মূলত উড়োজাহাজ, ট্রেন ও বাসে ভ্রমণ কিংবা উবারের মতো সেবা ব্যবহারের বিপরীতে এই খরচ হয়ে থাকে। -অর্থসূচক

ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের দুর্দান্ত জয়

৫ পৃষ্ঠার পর

হারানোয় সুযোগটাই মনে হচ্ছিল বিশাল এক বিপর্যয়। ধীরে ধীরে সেই বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠে সাকিব ও মিরাজের ছোট এক জুটি। সেই ভিতটাকেই কাজে লাগিয়ে আট উইকেটে ২৬৫ রানের স্কোর দাঁড় করায় বাংলাদেশ।

সবচেয়ে বড় ইনিংসটি খেলেছেন অধিনায়ক সাকিব। তবে তার ৮০ রানের ইনিংসের পাশাপাশি হৃদয়ের ৫৪ এবং শেষের দিকে নাসুম (৪৪), মেহেদী (২৯) ও তানজিম হাসানের (১৪*) ব্যাটিংয়ে আশা জাগানিয়া পুঁজি পায় বাংলাদেশ।

তারপর শুভমন গিলের সেঞ্চুরিও (১২১) পারেনি ভারতের পরাজয় এড়াতে। বাংলাদেশকে দুর্দান্ত জয় এনে দেন মোস্তাফিজ (৮-৫০-৩), তানজিম (৭.৫-৩২-২), মেহেদীরা (৯-৫০-২)।

যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি স্ট্রেট থেকে পাওয়া যাবে খলিল বিরিয়ানী -সেলিব্রেটি শেফ খলিলুর রহমান

৪৮ পৃষ্ঠার পর

সহকারী শেফ আছে, তান্দুরী শেফ আছে, সব মিলে তাদেকে নিয়েই দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমার প্রতিদিনের কাজ। আমি রান্না এখন করিনা এটা সত্য, কিন্তু আমি সবাইকে দিয়ে রান্না করাই।

প্রশ্ন: মাঝে মধ্যে কি একদমই রান্না করেন না?

খলিলুর রহমান ঃ অবশ্যই। এরকম হবেই। আমি রান্না না করলে প্রতিদিন আমার নিজের কাছে অস্বস্থি লাগে। কারণ দেখা যাচ্ছে একজন কাজের মানুষ কাজ ছাড়া কিন্তু থাকতে পারে না। আমার প্রতিদিনের কোনো না কোনো রান্নায়তো আমি থাকি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেকের ধারণা আমি হয়তো রান্না করিই না, না আমি প্রত্যেকটা রান্নার সাথেই, যতগুলো খাবার আছে কোনোটাই আমার নলেজের বাইরে না। তো এটাই হলো আমার কনসেপ্ট। কারণ হলো একদিন তো আমার টোটাল রেষ্টুরেন্ট মিলে প্রতিদিন ১০০ আইটেম হচ্ছে। একজন যদি রান্না করে ব্যক্তি খলিল কয়টা রান্না দিতে পারবো এবং কয়জন কাস্টমারের সার্ভিস দিতে পারবো। ক্যাটারিং প্লাস ইনডোর কাস্টমার দিয়ে আমরা প্রতিদিন মিনিমাম ১০০০ কাস্টমার এর সাথে আছি। তো ১০০০ কাস্টমারের খাবার তো আমার একা রান্না করা সম্ভব না। আমার দ্বারা পরিচালিত হতে পারে, একজন ভালো পরিচালক কিন্তু একটা ভালো কিছু করতে পারে।

নাজমুল হাসান ঃ তার মানে আপনি সব সময় মেইক শিউর করেন কোয়ালিটিটা যাতে কম্পোমাইজ না হয়।

খলিলুর রহমান ঃ আমার একটা কনসেপ্ট আছে। একটা থিউরি আছে। আমার একটা ফর্মুলা আছে। আমার একটা রেসিপিও আছে। এর মাধ্যমেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে সব কিছু হচ্ছে।

প্রশ্ন: এবার শেষ প্রশ্ন। আপনি অনেক দূর এগিয়েছেন এই খলিল বিরিয়ানী হাউজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে। আমাদের কমিউনিটির খাবার খাওয়ার অভ্যাসটাও কিছুটা পরিবর্তন করেছেন। মানুষ আগে হয়তোবা এভাবে বিরিয়ানী খাওয়ার আগ্রহি ছিলো না। কিন্তু খলিল বিরিয়ানী হাউজ চালু হওয়ার পর প্রচুর মানুষ এই বিরিয়ানীর স্বাদ নিয়েছেন। আপনি বাংলাদেশী খাবার সর্ম্পকে আপনার এখানে বিপুল পরিমাণ আমি লক্ষ্য করেছি দেওয়ালে প্রচুর বিদেশীরাও খেয়েছে। তাদের বক্তব্যটা কি? তারা খাওয়ার পর তাদের মন্তব্যটা কি?

খলিলুর রহমান ঃ ধন্যবাদ নাজমুল ভাই। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন একটা কথা বললেন। আমি আপনারা শুনে খুব আনন্দিত এবং গর্বিত হবেন যে একমাত্র খলিল বিরিয়ানী সিটির সার্টিফাইড রেষ্টুরেন্ট অথেনটিক বাংলাদেশী রেষ্টুরেন্ট হিসেবে স্বীকৃত একটা রেষ্টুরেন্ট। গডউ যে সার্টিফাইড আমার আছে তাতে কিন্তু লেখা আছে অথেনটিক বাংলাদেশী ফুড। বাংলাদেশী ফুড অত্যন্ত সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যসম্মত। যদি যেটা পরিবেশন করা যায়। এটা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছি খলিল বিরিয়ানীর মাধ্যমে। আমরা অনেক রেষ্টুরেন্ট আছি, রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী আছি, রেস্টুরেন্টের শেফ আছি যারা ইন্ডিয়ান ফুড বলে আমাদের ফুড চালাচ্ছি। আমাদের নিজস্ব পুজিং নাই আমাদের নিজস্ব ফুড নাই আমরা ইন্ডিয়ার একটা অংশ বিশেষ। তো আমরা যদি আমাদের রেষ্টুরেন্ট গুলো বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট হিসেবে পরিচালনা করি এবং আমাদের দেশের সুস্বাদু খাবারগুলোকে যদি তুলে নিয়ে আসতে পারি তাহলে একদিন ইতিহাসের পাতায় বাংলাদেশের ফুড সেরা ফুড হবে সেদিন বেশি দূরে নয়। তো সেই লক্ষ্যে আমি কাজ করছি। আমি বাংলাদেশে, আপনারা জানেন বাংলাদেশে এখন শেফ এর বিষয়ে অনেকে আগ্রহী, অনেক ছেলেমেয়েরা এখন তাদের পেশা হিসেবে শেফ পেশা নিচ্ছে। একসময় শেফের পেমা হিসেবে কিউ আসতে চায়তো না। হসপেলিটি ম্যানেজমেন্টে পড়তে চাইতো না। হোটেল ম্যানেজমেন্টে কেউ আসতে চাইতো না। কিন্তু এখন এটাকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের মত এটাও পেশা হিসেবে নিচ্ছে। এটা খুবই আনন্দের। খুবই গর্বের।

আমি বাংলাদেশ শেফ ফেডারেশনের সাথে কাজ করছি। যে বাংলাদেশী ফুডটাকে তুলে ধরার জন্য। ইনশাল্লাহ তারা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে নিচ্ছে। একদিন দেখবেন যে আমাদের ফুড পাঠ্যপুস্তকে উঠবে ভ্যারি সুন। পাশাপাশি আমেরিকাতে না সারা পৃথিবীতে সেরা ফুডে পরিণত হবে। যেমন আমি উদাহরন দেই। সরুপ নেপালী মমো, এটা কিন্তু এখন সারা পৃথিবীতে নন্দিত। চাইনিজ নুডুলস, থাই সুপ অনেক ধরনের কাবার আছে। মালেশিয়ান নাছিগরি এরকম বহু খাবার আছে যে গুলো যেমন জাপানি সুচি। এভাবেই দেখা যাচ্ছে ইতালিয়ান ফাস্তা। এভাবে প্রত্যেকটা জায়গার কিন্তু কিছু বেস্ট ফুড আছে। আমেরিকার দেখা যাচ্ছে ফাস্টফুড। স্যান্ডুয়েজ বার্গার। এগুলো যেমন নন্দিত এবং সর্বজন গৃহিত। বাংলাদেশী স্টিট ফুডও কিন্তু এরকমই। বাংলাদেশী স্ট্রিট ফুড বেরি ক্লোজ টু ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ার কলকাতার ফুডের সাথে আমাদের অনেক মিল আছে। তার মানে এটা না যে, দেখা যাচ্ছে প্রার্থক্য অনেক। ব্যাপক প্রার্থক্য আছে মসলার। রান্নার এবং কালচারের। এটাকে তুলে ধরতে পারলে।

প্রশ্ন: পরিবেশনের ক্ষেত্রেও তো প্রার্থক্য আছে।

খলিলুর রহমান ঃ এটাকে যদি আমরা ভালোভাবে আমরা তুলে ধরতে পারি। তাহলে বাংলাদেশী ফুডটাকে সেরা ফুড হবে। বলার অবকাশ রাখে না।

প্রশ্ন: ধন্যবাদ খলিল ভাই। ভালো থাকবেন। আশা করি আপনার সকল প্রচেষ্টা সফল হবে।

খলিলুর রহমান ঃ ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার সাথে সুন্দর একটা সময় কাটালাম। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমরা যেন আমাদের বাস্তবতাকে তুলে ধরতে পারি। এটাই প্রত্যাশা থাকবে আপনাদের মাধ্যমে।

বাংলাদেশে খোলাবাজারে তীব্র ডলার সঙ্কট

৫ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, শাস্তির ভয়ে ডলার বিক্রি প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে মানি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠানগুলো। ফলে, খোলা বাজারে ডলারের ঘাটতি দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন খাত সংশ্লিষ্টরা। এক্সচেঞ্জ হাউজগুলো বলছে, তাদের কাছে বিক্রি করার মতো কোনো ডলার নেই।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানের কারণে বৈধ ও অবৈধ দু'ধরনের মুদ্রা ব্যবসাতেই ভাটা পড়েছে। জব্দের ভয়ে ব্যবসায়ীরা ডলার বের করছেন না। রাজধানীজুড়ে ডলার সরবরাহের যে নেটওয়ার্ক তা ভেঙে পড়েছে। এভাবে চলতে থাকলে ডলারের দাম আরও বেড়ে যাবে। ব্যাংক ও অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জগুলো থেকে নগদ ডলার সংগ্রহ করা দিনকে দিন আরো কঠিন হয়ে পড়ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে খোলা মুদ্রাবাজার বা কার্ব মার্কেটেও নজিরবিহীনভাবে বেড়ে ১২০ টাকায় বিকোচ্ছে এক ডলার, এই দাম দেয়া অনেকেরই অসাধ্য। নগদ ডলারের দাম কমাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চেষ্টার ফলে মানি এক্সচেঞ্জগুলোয় ডলারের আনুষ্ঠানিক লেনদেনও প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের অনেকেই বর্তমানে সেসব ক্রেতাদের কাছে ডলার বিক্রি করছে–যারা তাদের নির্ধারিত দর দিতে রাজি আছে।

ফলস্বরূপ; ডলার চাহিদার এই চাপ এসে পড়ছে কার্ডের বাজারে। গত ১২ মাসে কার্ডে ক্রমবর্ধমান লেনদেন সংখ্যা, লেনদেনের মোট অঙ্ক এবং নতুন কার্ড ইস্যু ব্যাপকভাবে বাড়ার যে তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংক দিয়েছে তার মধ্যে দিয়েই প্রমাণিত হচ্ছে। গত জুলাইয়ে কার্ডে লেনদেনের পরিমাণ এক নজিরবিহীন উচ্চতায় পৌঁছায়, এসময় ৯ দশমিক ৬৫ লাখের বেশি কার্ডে লেনদেন হয়। একই সঙ্গে, মোট লেনদেনের পরিমাণ এক মাসে সর্বকালের সর্বোচ্চ ৭৬৯ কোটি টাকায় পৌঁছায়। জুনে লেনদেন সংখ্যা ছিল ৭ দশমিক ৬১ লাখ, মোট লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৫৪৩ কোটি টাকা। পরের মাসে যা বড় পরিসরে বেড়েছে। আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় তা বেড়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ।

একটি ব্যাংকের কার্ড ডিভিশনের প্রধান কর্মকর্তা বলেন, গড়ে ৭০ শতাংশ ডলারে লেনদেন ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে হয়। বাকিটা ডেবিট কার্ডে হয় বলে জানান আরেকটি ব্যাংকের কার্ড বিভাগের প্রধান। তিনি বলেন, ক্রেডিট কার্ড নেয়ার বেশকিছু শর্ত আছে। তাই ডলারে লেনদেন করতে চাওয়া নতুন গ্রাহকদের জন্য আমরা প্রিপেইড কার্ড ইস্যু করি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যমতে, এ বছরের জুন পর্যন্ত মোট ৪২ লাখ ৬৯ হাজার প্রিপেইড কার্ড গ্রাহকদের দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে গত এক বছরে দেয়া হয়েছে ২৪ লাখ। এ হিসাবে, নতুন প্রিপেইড কার্ড বেড়েছে ১৩৩ শতাংশ। এবং সেইসঙ্গে ক্রেডিট কার্ডও বেড়েছে ১৩ শতাংশ।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সৈয়দ মাহবুবুর রহমানের মতে, আগের চেয়ে ব্যাংকে ডলার অনেক কম আসছে। তিনি বলেন, বিদেশ থেকে আসার পর অনেক ব্যক্তি আগে ব্যাংকের কাছে ডলার বিক্রি করতেন, বর্তমানে তারা এ ধরনের লেনদেন কমিয়েছেন। আরো দাম বাড়ার আশায়, তাদের বেশিরভাগই এখন ডলার ধরে রাখছেন। ফলে চাহিদা বাড়তে থাকলেও, ব্যাংকের কাছে ডলারের জোগান বাড়েনি। তাই ব্যাংকের পক্ষেও গ্রাহকের চাহিদামতো ডলার সরবরাহ করা চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছে।

মাত্র এক মাস আগেও খোলা মুদ্রাবাজারে প্রতি ডলার ১১২ থেকে ১১২ টাকা ৫০ পয়সা দরে কেনা যেত। গত দুই সপ্তাহ ধরে এই বাজারেও দর বাড়ছে, গত মঙ্গলবার এক ডলার বিক্রি হয়েছে ১১৮ থেকে ১২০ টাকায়। যা এখনও বজায় রয়েছে।

গেল সপ্তাহে অন্তত ছয়টি মানি এক্সচেঞ্জ হাউজ ঘুরে দেখেছেন, যারা ডলার বিক্রি করছে- তারা কেউই সরাসরি বর্তমান বিনিময় হারের কথা বলছে না। যদি কেউ বেশি দর দিতে রাজি থাকে, তাহলে বিকল্প জায়গা থেকে তাকে ডলার ব্যবস্থা করে দেয়ার কথা বলে অধিকাংশ এক্সচেঞ্জ হাউজ।

গত মঙ্গলবার (১২ সেপ্টেম্বর) মাহবুব নামে এক গ্রাহক দিলকুশায় অবস্থানরত এক মানি চেঞ্জারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন। ওই বিক্রেতা প্রথমে দাবি করেন, তার কাছে কোনো ডলার নেই। কিন্তু, তিনি যখন পরে বলেন, খুব জরুরি কাজে তার নগদ ডলার দরকার, তখনই তিনি ১১৮ টাকা দর হাঁকেন। তবে এই লেনদেন তার অফিসের বাইরে অন্য কোথাও করার অনুরোধ করেন।

মানি চেঞ্জার্স অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব হেলাল উদ্দিন সিকদার বলেন, বর্তমানে অনেকটা উচ্চ দরেই ব্যাংকগুলো নগদ ডলার বিক্রি করছে। ডলারের উচ্চ দাম নেয়ার এ ঘটনা সর্বত্রই ঘটছে। তবে গত মঙ্গলবার (১২ সেপ্টেম্বর) নগদ ডলারের দাম কমেছে বলেও দাবি করেন তিনি। তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, নগদ ডলার সরবরাহের চেয়ে চাহিদার চাপ বেশি। মানি এক্সচেঞ্জে উচ্চ দরের এটাই কারণ। কর্তৃপক্ষ যদি আমাদের দাম ব্যাপকভাবে কমাতে বাধ্য করেন, তাহলে এ ব্যবসা করাই কঠিন হয়ে পড়বে। তিনি দাবি করেন, ব্যাংকগুলো যে দরে বিক্রিতে সম্মতি দিয়েছে, কিছু কিছু ব্যাংক তার চেয়ে বেশি দামে নগদ ডলার বিক্রি করছে। আমরা দেখেছি কোনো কোনো ব্যাংকের ওয়েবসাইটে যে দরে ডলার বিক্রির কথা বলা আছে, তার চেয়েও বেশি দামে তারা বিক্রি করছে। এখন ব্যাংকই যদি এভাবে বিক্রি করে, তাহলে অযথা আমাদের ওপর কেন চাপ দেয়া হচ্ছে?

তিনি ব্যখা করে বলেন, ব্যাংকগুলো বলছে, আমদানির জন্য তারা সর্বোচ্চ ১১০ টাকা দরে ডলার বিক্রি করছে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে ১১৫ থেকে ১১৬ টাকা দরে বিক্রি করছে। হেলাল উদ্দিনের মতে, ব্যাংকের তুলনায় খোলা মুদ্রাবাজারে বিনিময় হার কিছুটা বেশি থাকাই স্বাভাবিক। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় ব্যাংকও তাদেরকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের চেয়ে দেড় টাকা বেশি দরে ডলার বিক্রির অনুমতি দিয়েছে।

ব্যাংকে নগদ ডলারের সঙ্কট

বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস অ্যাসোসিয়েশনের (বাফেদা) গত বৃহস্পতিবারের (১৪ সেপ্টেম্বর) তথ্য অনুযায়ী, নগদ ডলার বিক্রি হয়েছে গড়ে ১১১ টাকায়, এবং সর্বোচ্চ দর ছিল ১১৩ টাকা। কিন্তু গ্রাহকদের মতে, ব্যাংকে ডলার পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। গত দুই সপ্তাহে অন্তত ছয়টি ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে; তাদের মধ্যে পাঁচটি ব্যাংক বলেছে, তাদের কাছে নগদ ডলার নেই। এর মধ্যে একটি ব্যাংক জানায়, তাদের কাছে নগদ ডলার আছে। তবে তারা বলে, বেশকিছু শর্তসাপেক্ষে তারা ওই ব্যাংকের গ্রাহকদের কাছে তা বিক্রি করছে। ওই ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা বলেন, বিদেশে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থীদের আমাদের মাধ্যমে টিউশন ফি পাঠাতে হয়, তাদের নগদ ডলারের প্রয়োজন হয়। আমরা সবসময় তাদের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করি। এছাড়া কিছু গ্রাহক ব্যাংকের সাথে সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেও নগদ ডলার পেয়ে থাকেন।

তিনি বলেন, আমাদের বেশ কয়েকটি অথরাইজড ডিলার (এডি) শাখা থাকলেও তাদের সবার কাছে নগদ ডলার নেই। বর্তমানে ২ থেকে ৩টি শাখা নগদ ডলার বিক্রি করছে।

বাফেদা ও এবিবি কি তালগোল পাকিয়েছে?

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. বিরূপাক্ষ পাল তার পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে জানান, বিনিময় হার বাজার-ভিত্তিক হবে কর্তৃপক্ষ একথা বললেও তা পুরোপুরি বাজার-ভিত্তিক হয়নি, বরং বাফেদা ও এবিবির মতো কিছু গোষ্ঠী তা নিয়ন্ত্রণ করছে।

বিনিময় হার নির্ধারণে বাফেদা ও এবিবির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, বাফেদা ও এবিবি কারা? তাদের সিদ্ধান্ত কি বাজারের প্রতিফলন? মোটেও তা নয়।

অবৈধ মুদ্রাবাজারের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান

জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই), বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এবং অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) খোলাবাজারে নগদ ডলারের দাম কমাতে গত ৩০ আগষ্ট এক যৌথ অভিযান শুরু করে। এদিনে অভিযানে এক লাখ ৭০ হাজার মার্কিন ডলার, ৩০ হাজার কানাডিয় ডলার ও ৩৮ লাখ টাকা জব্দ করা হয়। আটক করা হয় হুন্ডি ব্যবসায় জড়িত কয়েক জনকে। একইদিন বিশেষ পরিদর্শন শেষে আটটি মানি চেঞ্জারের লাইসেন্স স্থগিত করে বাংলাদেশ ব্যাংক। আরো ১০ প্রতিষ্ঠানকে ডলার বাণিজ্যে অনিয়মের ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ, মানি চেঞ্জার্স অ্যাসোসিয়েশনের নির্ধারিত দরের চেয়ে তারা বেশি দামে ডলার বিক্রি করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মিথ্যা তথ্য দিয়েছে, এমনকি নিয়মিত তথ্য প্রদানও করেনি।

এসব অনিয়ম অনুসন্ধানে, গত বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) মতিঝিলের আদমজী কোর্ট এলাকার পাঁচটি মানি চেঞ্জারে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। কিন্তু, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এই অভিযানে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে মানি চেঞ্জারগুলোর মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে।

গত রোববার (১০ সেপ্টেম্বর) মানি চেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করে– আট মানি চেঞ্জার্সের লাইসেন্স বাতিলের বিষয়টি পুনঃবিবেচনা করার অনুরোধ করেন। এজন্য মানি চেঞ্জারদের নিয়ম অনুযায়ী আবেদন করতে বলেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ডলার বাজারে এই যৌথ অভিযানের প্রভাব সম্পর্কে জানতে চাইলে, বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মো. মেজবাউল হক বলেন, বাজার কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরেছে। তবে আমরা দেখেছি, বাজারে নগদ ডলার কেনা ও বেচা' দুইই কমেছে। বাজার পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় হয়তো লাগবে।

নগদ ডলারের চাহিদা বাড়ার পেছনে কারণ

শিল্প সংশ্লিষ্টদের মতে, ঈদ, পুজা, হজসহ বিভিন্ন উৎসব, কিংবা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেমিস্টার শুরুর সময়ে নগদ ডলারের চাহিদা বেড়ে যায়। ডলারের সাম্প্রতিক চাহিদা বাড়ার পেছনেও এগুলো প্রধান কারণ।

দ্বিতীয়ত, নিম্ন সুদহারের কারণে টাকা ব্যাংকে না রেখে অনেকেই ডলারে সঞ্চয় করছেন। ডলারের ক্রমবর্ধমান দামও ভবিষ্যতে তাদের আরো লাভবান হওয়ার আশা দেখাচ্ছে। কিন্তু, এরফলে ব্যাংকখাতে ডলারের ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

রোববার, ১৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক আসছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ২২ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে ভাষণ

৫২ পৃষ্ঠার পর

কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক, প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদবিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, অ্যাম্বাসেডর অ্যাট লার্জ এম জিয়াউদ্দিন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে থাকবেন।'

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আয়োজিত অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে যোগদানের সম্ভাবনা রয়েছে, নিশ্চিত নয় কেনড়্যাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'তারা আমাদের দাওয়াত দিয়েছে। সেখানে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য ঠিক থাকলে যোগ দেবেন। স্বাভাবিকভাবে তিনি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন, তবে তা নির্ভর করছে, কারণ ওখানে লম্বা লাইন করতে হয়। এটা এত সহজ নয়। সরকারপ্রধানের প্রোগ্রামগুলো শেষ সময়ে আমরা চূড়ান্ত করি।' জো বাইডেনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমরা সেটার জন্য অনুরোধ করিনি।'

প্রধানমন্ত্রীর সফরে ব্যবহৃত বিমান ও সফরসঙ্গী প্রসঙ্গে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী তো যাচ্ছেন ঢাকা টু লন্ডন বিমানে। অন্য কোনো এয়ারলাইনস না, কমার্শিয়াল এয়ারলাইনসে যাবেন। সফরসঙ্গীর সংখ্যা ইদানীং খুব কমে গেছে সরকারের কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য। যারা ব্যবসায়ী তারা নিজের পয়সায় যাবেন। এবার ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা যাচ্ছেনই না। সংখ্যাটা খুব কম হবে।' সরকারি কর্মকর্তা কয়জন এমন প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমি ঠিক সংখ্যাটি জানি না।'

সফর চলাকালীন জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার প্রধানরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে পারেন বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ মহাসচিব, জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার, মহাসচিবের গণহত্যাবিষয়ক উপদেষ্টা, সদ্য নির্বাচিত আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার মহাপরিচালক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সির মহাপরিচালকের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে পারেন বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেয়ার পাশাপাশি আমিও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, জলবায়ু পরিবর্তন, ওআইসি, ন্যাম, বিমসটেক, জি৭৭ বিষয়ক বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের সভায় অংশগ্রহণ করার আশাবাদ ব্যক্ত করছি। এছাড়া হাঙ্গেরি ও কাজাখস্তানের সঙ্গে কয়েকটি চুক্তি অথবা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার কথা রয়েছে। সফরকালে আমি কয়েকটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অন্য মন্ত্রীদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সভায় মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।' এক্ষেত্রে লিথুয়ানিয়া, সিয়েরা লিওন, সিঙ্গাপুর ও চেক প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং নেদারল্যান্ডসের বৈদেশিক বাণিজ্য এবং উন্নয়ন সহযোগিতাবিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সভার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন মন্ত্রী।

এ বছর সাধারণ বিতর্কের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'রিবিল্ডিং ট্রাস্ট অ্যান্ড রিইগনাইটিং গ্লোবাল সলিডারিটি: অ্যাকসিলারেটিং অ্যাকশন অন দ্য ২০৩০ এজেন্ডা অ্যান্ড ইটস সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস টুওয়ার্ডস পিস, প্রসপারিটি, প্রগ্রেস অ্যান্ড সাসটেইনিবিলিটি ফর অফ'। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাস পুনর্গঠন এবং বিশ্বব্যাপী সংহতি পুনরুজ্জীবিত করার বিষয় এবারের অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে। বৈশ্বিক শান্তি, সমৃদ্ধি, অগ্রগতি এবং একটি টেকসই ভবিষ্যতের জন্য সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ২০৩০ এজেন্ডা এবং এর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনসংক্রান্ত আলোচনাও এবারের অধিবেশনে বিশেষ প্রাধান্য পাবে।

তিনি বলেন, 'অন্যান্য বছরের মতো এবারো প্রধানমন্ত্রী সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করে ২২ সেপ্টেম্বর সাধারণ বিতর্ক পর্বে বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য দেবেন। তিনি তার বক্তব্যে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য খাতে সাফল্য ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করবেন। পাশাপাশি, বিশ্ব শান্তি, নিরাপত্তা, নিরাপদ অভিবাসন, বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক সংকট, জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত বিষয়গুলো তার বক্তব্যে উঠে আসবে। পাশাপাশি প্রতি বছরের মতো এ বছরও সাধারণ বিতর্ক পর্ব চলাকালীন বেশকিছু উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণ করতে পারেন।' পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, কভিড-১৯ অতিমারীর কারণে বিশ্বব্যাপী দেশগুলোর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে যে অগ্রযাত্রা, তা অনেকাংশেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ক্ষতি কাটিয়ে উঠে সম্মিলিতভাবে টেকসই বিনির্মাণ এবং সবার জন্য একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নিশ্চিতকল্পে এবারের আয়োজনে বেশকিছু উচ্চ পর্যায়ের সভা আয়োজন করা হয়েছে, যেমন 'এসডিজি সামিট ২০২৩', 'থট ফর ফুড- কোলাবরেটিং ফর ফুড সাপ্লাই চেইন ইনোভেশন টু অ্যাকসিলারেট দ্য এসডিজি' শীর্ষক সভা, 'টুওয়ার্ডস এ ফেয়ার ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল আর্কিটেকচার' শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের গোলটেবিল, ডিবেট অন ফাইন্যান্সিং ফর ডেভেলপমেন্ট (এফএফডি), যেখানে প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণ করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের সভা, যেমন জাতিসংঘ মহাসচিবের আমন্ত্রণে 'ক্লাইমেট অ্যাম্বিশন সামিট', 'হাই-লেভেল ব্রেকফাস্ট অন ক্লাইমেট মবিলিটি'সহ আরো কিছু সভায় অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির সম্মুখীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য এসব সভা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এসব সভায় প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরবেন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি নিরসনে সম্মিলিত বৈশ্বিক উদ্যোগের আহ্বান জানাবেন। রোহিঙ্গা সমস্যার ষষ্ঠ বছরে পদার্পণ করেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় এবং বহুপক্ষীয়ভাবে গৃহীত পদক্ষেপ আশানুরূপ কোনো সমাধান দিতে পারেনি উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের জন্য রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন অগ্রাধিকার পাবে। এ বক্তব্যই আবারো বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিতে 'হাই লেভেল সাইড ইভেন্ট অন রোহিঙ্গা ক্রাইসিস' শীর্ষক সাইড ইভেন্ট আয়োজন করা হবে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য দিতে পারেন। ইভেন্টগুলোর সহআয়োজক: কানাডা, গাম্বিয়া, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন।'

এ বছর স্বাস্থ্যবিষয়ক কয়েকটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইনিশিয়েটিভ অব কমিউনিটি ক্লিনিকস: ইনোভেটিভ অ্যাপ্রোচ টু অ্যাচিভিং ইউনিভার্সেল হেলথ কভারেজ ইনক্লুসিভ অব মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড ডিজঅ্যাবিলিটিজ' শীর্ষক সভা, 'প্যানডেমিক প্রিভেনশন, প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যান্ড রেসপন্স' শীর্ষক সভা, হাই-লেভেল মিটিং অন ইউনিভার্সেল হেলথ কভারেজ' ইত্যাদি সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং সাম্প্রতিককালে করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশ যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে এসব সভার মাধ্যমে তা বিশ্বদরবারে তুলে ধরা হবে।' নারীর ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে রোল মডেল হিসেবে সমাদৃত হয়েছে। এবারের আয়োজনেও প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে একাধিক সভায় অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের অর্জন এবং প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করবেন বলে জানান এ কে আব্দুল মোমেন।

এবারের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের মূল বিষয়গুলো বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিহার করে চলমান খাদ্য ও জ্বালানি সংকট নিরসন, আর্থিক অনিশ্চয়তা মোকাবেলা করার লক্ষ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করা, বিশ্ব শান্তি, বহুপক্ষীয়তাবাদ ও টেকসই উন্নয়নের জন্য কার্যকর বৈশ্বিক উদ্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, নারীর ক্ষমতায়ন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন প্রভৃতি বিষয়ে এবারের আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অধিবেশনে রোহিঙ্গা সমস্যা এবং এর স্থায়ী ও টেকসই সমাধানের বিষয়টিও ব্যাপকভাবে আলোচিত হবে, যা রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত রাখতে সহায়ক হবে বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি বলেন, 'সার্বিক বিবেচনায় জাতিসংঘের ৭৮তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের সক্রিয় অংশগ্রহণ বহুপক্ষীয় ফোরামে বাংলাদেশের অবস্থান যেমন সুদৃঢ় করবে এবং বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোয় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করবে বলে আশা করা যায়।'

ছেলের কীর্তিতে বিরাট বিপাকে জো-বাইডেন, নির্বাচনের আগেই মুখ পুড়ল প্রেসিডেন্টের

৭ পৃষ্ঠার পর

বাইডেনকে মাদকাসক্ত হওয়ার পাশাপাশি অবৈধ অস্ত্র রাখার তিনটি অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। এই মামলায় হান্টার বাইডেনের সর্বোচ্চ ২৫ বছরের জেলও হতে পারে। এর আগেও তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলাও রয়েছে। হান্টার ট্যাক্স জালিয়াতি এবং মাদক সম্পর্কে মিথ্যা বলার অভিযোগ রয়েছে।

মঙ্গলবার মার্কিন পার্লামেন্টের স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থিও প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। মার্কিন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ম্যাককার্থি বাইডেনের পরিবারের ব্যবসায়িক লেনদেনের বিষয়ে তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন। ২০০৯ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন বিডেনের বিরুদ্ধে তার ছেলে হান্টার বিডেনকে বিদেশী বাণিজ্যিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

উল্লেখ্য, আগ্নেয়াস্ত্র কেনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাধ্যতামূলকভাবে যে ফর্ম পূরণ করতে হয়। সেই ফর্মেই নিজের মাদকাসক্তি নিয়ে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন হান্টার বাইডেন। হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগে বলা হয়েছে, মাদকাসক্ত হওয়া সত্ত্বেও ২০১৮ সালে অবৈধ ভাবে বন্দুক রেখেছিলেন তিনি। এই অভিযোগগুলি প্রমাণিত হলে তাঁর ১০ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে।

এদিকে হোয়াইট হাউস হান্টার বাইডেনের তদন্তের বিরোধিতা করেছে।তবে জানিয়েছে দোষী সাব্যস্ত হলে প্রেসিডেন্ট বাইডেন তাঁর পুত্র হান্টার বাইডেনকে ক্ষমা প্রদর্শন করবেন না ।

বিভক্তির রাজনীতি আর নয়, এখন যুদ্ধ হবে একতা, ভালোবাসা আর দেশপ্রেমের

৫২ পৃষ্ঠার পর

উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে বাংলাদেশিদের মধ্যে বিভক্তি, হিংসা ও হানাহানির দলীয় রাজনীতি পরিহার করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, দেশ বাতাস নয়। দেশ হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ। পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা থেকেই আমরা এক হই। তাহলে কেন আমরা বিভক্তির সংস্কৃতি ও রাজনীতি পোষন করবো? যারা আমাদের বিভক্ত করে আমরা কেন সেই রাজনৈতিক দলনেতা ও দলগুলিকে অনুসরণ করবো? যারা একে অন্যের বিরুদ্ধে হত্যায় লেলিয়ে দেয়, ঘৃণায় লেলিয়ে দেয়, পারিস্পারিক বিভক্তিকে অনিবার্য করে তোলে, আমরা তাদের আর সমর্থন করবো না। এখন জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে আমাদের একতা'র।

নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক ও বাংলাদেশ সম্মেলনের আয়োজক আলমগীর খান আলমের সভাপতিত্বে দুদিনব্যাপী বাংলাদেশ সম্মেলনে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে আসা শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী পবন দাস বাউল ও তার দল। এছাড়া সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী সেলিম চৌধুরী, প্রয়াত শিল্পী খালিদ হাসান মিলুর সন্তান শিল্পী প্রতীক হাসানসহ নিউইয়র্কে বসবাসকারী বিশিষ্ট বাংলাদেশি শিল্পীরা।

প্রথম দিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, আমেরিকার বুকে বাংলাদেশের নামে এই সম্মেলন আমাকে নয় শুধু গোটা বাংলাদেশি সমাজ ও আমাদের নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করছে। এর আয়োজকরা যেভাবে একতার ঢেউ তুলে চলেছে আমি তাকে স্বাগত জানাই। যখন আমেরিকায় বাংলাদেশিদের বিভক্ত রূপ দেখানোর প্রতিযোগিতা চলছে। বিভিন্ন স্থানে ফোবানা'র ছয়টি অনুষ্ঠান হচ্ছে। আমাদের ভাই ও বন্ধুরা, তাঁরাও আমাদের আপনজন, এভাবে বাংলাদেশের বিভক্ত রূপ দেখিয়ে কী আনন্দ পেয়েছেন আমি জানি না। যেভাবে রাজনীতিতে আমাদের বিভক্ত করা হয়, এক গ্রুপ দিয়ে আরেক গ্রুপকে হত্যা করার জন্য লেলিয়ে দেয়া হয়, সেভাবেই আমরা বিভক্ত হয়ে পড়ছি। এর বিপরীতে বাংলাদেশ সম্মেলন এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ তার বক্তব্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীর প্রতি তার সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও অভিবাদন জানিয়ে বলেন, তার অধিনায়কত্বে যুদ্ধ করে আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলাম। অথচ যুদ্ধের রাজনীতিতে তাকে হারিয়ে দেয়া হয়। আমরা হেরে যাই। তিনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন বলেন, জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী ৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর আগরতলা থেকে হেলিকপ্টার যোগে যখন কুমিল্লায় গিয়ে ভারতীয় জেনারেলের সঙ্গে দেখা করেন, তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের যোদ্ধাদের পক্ষ থেকে তাকে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত করা হয় ও সেখান থেকে ফেরত পাঠানো হয়। এটা হচ্ছে যুদ্ধের রাজনীতি। এই যুদ্ধে আমরা হেরে গেলাম। আমরা আর আমাদের জেনারেলকে পাইনি। তিনি বলেন, জেনারেল আপনি নেই, আমি আবু জাফর মাহমুদ এখন জেনারেল। আপনার নেতৃত্বের শক্তি ধারণ করি। আমরা আগামীর যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বাংলাদেশ সম্মেলনে উপস্থিত শিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাদের বড় বড় শিল্পীদের কুটনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগিয়ে থাকে। বহির্বিশ্বে একটি দেশের পরিচিতিসহ বিভিন্নমুখী উৎকর্ষের প্রশ্নে শিল্পীদের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমরা সে কাজটি করতে পারিনি। আমাদের রাষ্ট্র ও সরকার এ পর্যন্ত সে চিন্তাটি করেনি। শিল্পীদের দায়িত্বটি অনেক বড়। তাদের কুটনৈতিক কাজে মনোযোগী হতে হবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশি যেখানেই থাকুক আমাদের মধ্যে একতা সৃষ্টির কাজে সবাইকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এই কাজে আর দেরি করা যাবে না। মনে রাখতে হবে, যে একতা একদিন আমাদের যুদ্ধ শিখিয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে যে অনুপ্রেরণা দিয়েছে, সেই একতার কাছে ফিরতে হবে। আমাদের সামগ্রিক মুক্তির জন্য একতার কোনো বিকল্প নেই।

আবু জাফর মাহমুদ বলেন, এই আমেরিকায় আমরা যখন সারা পৃথিবীর নেতা, আমেরিকা যখন নের্তৃত্ব করে আমরাও নের্তৃত্ব করি। দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা যেন পরিস্কার থাকি। যুদ্ধের সময় আমরা যখন যুদ্ধ করেছি, তখন ঢাকার মিরপুরে বিহারিরা ছিল। বিহারিরা এই ভূমির সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করে বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ বিরোধীতা করেছে। এই আমেরিকায় বসবাস করেও অনেকে আমেরিকাকে গালি দেয়। ঠিক ওই বিহারির মতো। আমি তেমন বিহারি নই। বাংলাদেশে থেকে যারা আমাদেরকে এখানে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত করছে যে রাজনৈতিক দলনেতা আমাদেরকে উল্টোপথে ঠেলে দেয়। পৃথিবীর দেশে দেশে দেশের সংগঠনের শাখা কমিটির অনুমোদন দেয়, তারা দেশদ্রোহী ও মানবতাবিরোধী; বাংলাদেশের জন্য মুনাফেক।

দুদিনব্যাপী বাংলাদেশ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী, সকল সেক্টর কমা-ার, সাব সেক্টর কমা-ার, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও সহযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তার প্রতিষ্ঠান বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের সকল কর্মীদের মাধ্যমে ফুলেল শ্রদ্ধার্ঘ জানান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ কমিউনিটি গড়ার প্রত্যয়ে নিউ ইয়র্কে দুই দিনব্যাপী পঞ্চম বাংলাদেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ কমিউনিটি গড়ার প্রত্যয় নিয়ে দুই দিনব্যাপী পঞ্চম বাংলাদেশ সম্মেলন গত ৯ এবং ১০ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়ট হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগরা হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও বীর মুক্তিযোদ্ধা স্যার আবু জাফর মাহমুদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন সম্মেলনের চেয়ারম্যান ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী নুরুল আজিম, সম্মেলনের সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এমডি আব্দুর দিলীপ ও সম্মেলনের সদস্য সচিব ও শোটাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর প্রিয়া ডান্স একাডেমির সৌজন্যে নৃত্য পরিবেশন করেন প্রবাসী নতুন প্রজন্ম শিল্পীরা ষ এরপর শুরু হয় আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ষ দেশ ও প্রবাসের শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেন ষ বাউল সম্রাট পবন দাস বাউল পুরো অনুষ্ঠান মাতিয়ে রাখেন ষ উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী প্রমি তাজ , রায়হান তাজ , সেলিম ইব্রাহিম, নীলিমা শশী , চন্দ্রা রয়, শামীম সিদ্দিকী, শাহ মাহবুব, শারিন সুলতানা, বাঁধন ও আফতাব জনি ষ

দ্বিতীয় দিন কাব্য জলসার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ষ এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একুশে ও বাংলা একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত বাংলা ভাষার অন্যতম বিশিস্ট কবি কামাল চৌধুরী ষ কবিকে নিয়ে চমৎকার কাব্য জলসা বসেছিল বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব, যুক্তরাষ্ট্র। উপস্থাপন করেছেন বিশিস্ট ছড়াকার মনজুর কাদের। দ্বিতীয় দিন সঙ্গীত পরিবেশন করেন উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ডঃ কামরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান বকুল, ক্রিনিয়া হাসান, দীপ্তি , মিতু ও কৃষ্ণা তিথি ষআমন্ত্রিত বিশেষ অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য দেন ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ, শাহ নেওয়াজ, ঋড়নধহধ স্টিয়ারিং কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ও মেয়র এরিক এডামস এর দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা ফাহাদ সুলেমান, সাহা ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট এন্ড সিও সাহা জে চৌধুরী ও বাংলাদেশ সম্মেলনের উপদেষ্টা আতাউর রহমান সেলিম এবং লস এঞ্জেলসের প্রিয় মুখ মমিনুল হক বাচ্চু ষ এদিন মঞ্চ মাতিয়ে রাখেন ফ্রান্স থেকে আগত বাউল সম্রাট পবন দাস বাউল ও বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পী টিনা রাসেল, প্রতীক হাসান, সেলিম চৌধুরী ও বিন্দুকনা মঞ্চ মাতিয়ে রাখেন মধ্যরাত পর্যন্ত ষ পঞ্চম বাংলাদেশ সম্মেলনের পক্ষ থেকে বিশেষ সমন্মনা প্রদান করা হয় কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ও মূলধারা রাজনীতিবিদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, আত্ম মানবতা সেবায় নিবেদিত সাহা ফাউন্ডেশন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আতাউর রহমান সেলিম, নুরুল আজিম , প্রিসিলা, চৌধুরী সারোয়ার হাসান এমডি, বেলাল চৌধুরী , দুলাল বেহেদু, আব্দুর দিলীপ ও বাংলা ট্রাভেলস এর প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও বিলাল হোসেন ষ উত্তর আমেরিকার সবার আনন্দময় উপস্থিতিতে এবারের পঞ্চম বাংলাদেশ সম্মেলন শতভাগ সফল হয়েছে ষ বাংলাদেশি শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণই আমাদের প্রত্যয়। ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশী কমিউনিটি গড়ার প্রত্যয় নিয়ে ষষ্ঠ বাংলাদেশ সম্মেলনের ঘোষণা দিয়ে দুই দিনের এই সম্মেলনের সমাপ্তি হয় ষ প্রেস বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি স্ট্রেট থেকে পাওয়া যাবে খলিল বিরিয়ানী -সেলিব্রেটি শেফ খলিলুর রহমান

৫২ পৃষ্ঠার পর

ডিজিটাল ভার্সনে প্রচারিত হয়েছে। সাক্ষাৎকারটি হুবহু তুলে ধরা হলো।"

প্রশ্ন: শেফ খলিলুর রহমান আমরা যাকে খলিল ভাই বলে জানি। নিউইয়র্কে সবাই তাকে শেফ খলিল হিসেবে জানেন। অত্যন্ত খুব অল্প সময়ে যিনি কমিউনিটিতে সাড়া ফেলেছেন একজন শেফ হিসেবে। নিজস্ব একটা ব্যান্ড তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আজকে তিনি সারা বিশ্বজুড়েই বিশেষ করে আমরা যারা যুক্তরাষ্ট্রে আছি শুধু আমরা নই সারাবিশ্ব জুড়েই একজন শেফকে আমেরিকায় যদি কোনো বাঙ্গালি শেফ এর কথা বলা হয় প্রথমে সবাই স্মরণ করেন আমাদের খলিল ভাইকে। সেই খলিল ভাই একটা মহা-পরিকল্পনা নিয়েছেন। শুধু খলিল ব্যান্ড নয়, খলিলের বিরিয়ানী নয়, খলিলের রান্না নয়, তিনি খলিল একটি ব্যান্ড। এই ব্যান্ড এর মাধ্যমে আমাদের খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে জীবন-যাপনের বিভিন্ন বিষয় তার একটা প্রভাব রাখার চেষ্টা তিনি করছেন এবং এর জন্য তিনি সুদুর প্রসারিত পরিকল্পনা নিয়েছেন বলে আমাকে জানিয়েছেন।

এই বিষয়ে তার সাথে আজকে আমরা বিস্তারিত কথা বলবো এবং তার বর্তমানে যে খলিল বিরিয়ানির দুইটি আমরা জানি। যা বক্সসে একটি যেখান থেকে খলিল বিরিয়ানীর যাত্রা শুরু এবং পরবর্তীতে তিনি জ্যামাইকাতে এসেছেন জ্যামাইকাতেও একটি শাখা খুলেছেন এবং জ্যামাইকাবাসীর বেশ তিনি সাড়া ফেলেছেন জ্যামাইকাতে। এই বিষয়ে খলিল ভাই এর কাছে জানতে চাইবো, বর্তমানে যে খলিল বিরিয়ানীর দুইটি শাখা, দুইটি ব্রাঞ্চ, দুইটি স্থান থেকে সেবা করা হয়। খাওয়ার বিভিন্ন ধরনের এবং আপনারা জানেন, সেলিবেটি শেফ এর বাইরেও খলিল ভাই এর আলাদা আরেকটি পরিচয় আছে। বাংলাদেশের জানা-অজানা সব বিখ্যাত-অবিখ্যাত কম পরিচিত বেশি পরিচিত সবাই অন্তত একবার হলেও খলিল বিরিয়ানীর খাবার খেয়েছেন তাদের সে অভিজ্ঞতা আছে। আর লেখক-সাংবাদিকও আছে, রাজনীতিবিদও যেমন আছেন, আইনজীবিও আছেন, চিকিৎসক আছেন এবং সর্বশেষ প্রধান বিচারপতি যিনি আজকে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হলেন। আমি আজকে এসে জানলাম তিনিও খলিল বিরিয়ানীতে খাবার খেয়েছেন। খাবার খেয়ে গেছেন। যাই হোক খলিল ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি এবার আপনার ব্যবসার বর্তমান যে অবস্থা সেই সর্ম্পকে প্রথমে আমাদের বলবেন। এরপরে আমরা জানতে চাইবো আপনার ভব্যিষৎ পরিকল্পনা।

খলিলুর রহমান ঃ ধন্যবাদ নাজমুল ভাই আপনাকে। পরিচয় আমাদের দীর্ঘদিন যাবৎ অনেকটা সেবা প্রদান করে আসছে। আসলে খলিল বিরিয়ানির আজকের এই সুখ্যাতির জন্য আপনাদের ভূমিকা এবং অবদান সারাজীবন মনে রাখার মতো। আমি চেষ্টা করেছি, আমাদের বাংলাদেশী ফুড, বাংলাদেশী কালচার আমাদের এই রেষ্টুরেন্টের মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য। এটা এই পদ্ধতি এ্যাপলাই করে আমি অনেক সুনাম-সুখ্যাতি এই নিউইয়র্ক এর ভিতরে করতে পেরেছি, পাশাপাশি সমস্ত আমেরিকা জুড়ে আমাদের একটা ভালো সুনাম তৈরি হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় খলিল বিরিয়ানী দায়বদ্ধতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন স্টেট থেকে আমাদের কে রিকোয়েষ্ট করে যে আমরা নিউইয়র্কে যেতে পারিনা, আমরা কি খলিল বিরিয়ানী খেতে পারবো না? অনেকে আসেন অনেক দূর-দূরান্ত থেকে। অনেক কষ্ট করে আসেন।

সবচেয়ে মজার বিষয় হলো লাস্টে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে একটা বড় মাইক্রোবাস ভাড়া করে ১৩ জন আমার এখানে যখন আসলো। শুধু মাত্র খলিল বিরিয়ানীর এত সুনাম শুনি আমরা একটু গ্রহন করতে চাই খলিল বিরিয়ানী। ওনারা সকাল প্রায় লাঞ্চ করলো ডিনার করার পরে আবার অনেক খাবার নিয়ে ওরা চলে গেলো এবং রিকুয়েষ্ট করছিলো যে, আমরা যেনো আমাদের জায়গায় বসে কিভাবে পেতে পারি সে ব্যবস্থা করতে। ইনশাআল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমি অনেকদিন প্রচেষ্টা করে আমি দীর্ঘ প্রায়ই একবছর প্রচেষ্টা করে এখন একটা সুন্দর ফরমেট করতে পেরেছি। যে এখন ৫০টা স্টেটে বসে খলিল বিরিয়ানীর যে কোন খাবার অর্ডার করে খেতে পারবেন এবং আমরা খুবই সাকসেসফুলি এটা পরিবেশন করতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের প্রতিদিনই এখন খাবার যাচ্ছে।

প্রশ্ন:: কয়দিনের মধ্যে পাবে তারা?

খলিলুর রহমান ঃ ৩ দিন।

প্রশ্ন:: ৩দিনের মধ্যে পাবে, তাই না।

খলিলুর রহমান ঃ এবং এই খাবারটা সবচেয়ে মজার বিষয় ফ্রিজিং, নরমাল ফ্রিজ এবং ডিপ ফ্রিজ করে ৪৫দিন পর্যন্ত ভালোভাবে খেতে পারবে।

প্রশ্ন:: আপনার সব মেনু আইটেম?

খলিলুর রহমান ঃ নিদিষ্ট একটা মেনু আইটেম আমরা ওয়েবসাইটে দিয়ে রাখছি। প্রায় তাও মেইন মেইন খাবার গুলো। আমাদের বিরিয়ানী, আমাদের বাংলাদেশী ফিস কারী আইটেম, কিছু চাইনিজ আইটেম।

প্রশ্ন:: যুক্তরাষ্টের যেকোনো স্থান থেকে যদি কেউ অর্ডার করে তাহলে সে তিন দিনের মধ্যে খলিল বিরিয়ানীর খাবার পাবে?

খলিলুর রহমান ঃ ৩দিন। ২/৩ দিনের মধ্যে তাদের হাতে খাবারটা পৌঁছে যাবে।

প্রশ্ন: : যখন তাদের হাতে খাবারটা পৌঁছাবে তখন তারা কিভাবে এটা প্রিপেয়ার করবে?

খলিলুর রহমান ঃ এটা আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তারা অর্ডার করবে। অর্ডার করার পরে, সঙ্গে সঙ্গে অর্ডারটা আসবে। আমরা যেদিন অর্ডারটা পাবো, পরের দিন আমরা শিপিং করবো। এবং শিপিং করার পর থেকে ২/৩ দিনের মধ্যে তাদের হাতে খাবার পৌঁছে যাবে।

প্রশ্ন: ওখানে পৌছার পর তারা কিভাবে এটা প্রিপেয়ার করবে এরকম ইনস্ট্রাকশন থাকবে সাথে?

খলিলুর রহমান ঃ সাথে সব ইনস্ট্রাকশন আছে। লেখা আছে সুন্দর ভাবে। তারা নরমাল ফ্রিজ ৭দিন এবং দেখা যাচ্ছে ডিপ ফ্রিজে ৪৫ দিন পযর্ন্ত এই খাবারটা রাখবে। শুধুমাত্র ফ্রিজ থেকে বের করে ওভেনে গরম করবে। সুন্দর, একেবারে ফ্রেশ সজিব। এখানে বসে যে খাবারটা খাচ্ছে সেই খাবারটাই।

প্রশ্ন: আপনার যে দুটি প্রতিষ্ঠান, দুটি স্থাপনার মাধ্যমে আপনি কমিউনিটিতে খলিল বিরিয়ানীর ব্যবসাটা অব্যাহত রেখেছেন। ভব্যিষতে হয়তো বাড়বে। এই দুটির অবস্থা কি?

খলিলুর রহমান ঃ আলহামদুলিল্লাহ আপনারা জানেন যে, রোজার মাসের পর সামার আসলো। গত রমজানে আমরা সবোর্চ্চ ইফতারি আমাদের কমিউনিটিতে সার্ভিস দিতে সক্ষম হয়েছি।

এই সামারে আমরা সর্বোচ্চ ক্যাটারিং সার্ভিস দিতে সক্ষম হয়েছি। আমরা বিভিন্ন বড় বড় যতগুলো সংগঠন আছে প্রায়ই মোস্ট অব দ্য সংগঠনে আমাদের খাবার দিয়েই তাদের পিকনিকটা হয়েছে। পাশাপাশি ঘরোয়া বিয়ে, জন্মদিনসহ নানান অনুষ্ঠানেই আমাদের খাবার যাচ্ছে। পাশাপাশি আমাদের এখানে কিন্তু প্রচুর কাস্টমার আসে। আমাদের দুইটি ব্রক্সসে ব্রাঞ্চে চাইনিজ এবং বিরিয়ানী হাউজে প্রায়ই ২০০ এর উপরে মানুষ একটাইমে বসতে পারে।

অনেক সময় আমরা কিন্তু এই সিটেই আমরা জায়গা দিতে পারি না। পাশাপাশি আমরা জামাইকা নতুন ব্রাঞ্চ। আপনারা জানেন যে রিসেন্ট আমরা যেখানে করেছি এটা ছোট, নিচের দিকে ছোট জায়গা হলেও আমরা উপরে বসার একটা পরিবেশ করেছি। এতে করে অনেকে যখন ফ্যামিলি নিয়ে যাচ্ছে, ওখানে বসাইয়াও কিন্তু আমরা তাদের সুন্দরভাবে সার্ভিস দিতে সক্ষম হচ্ছি।

প্রশ্ন: সবাইতো শেফ খলিলুর রহমানের খাবার খেতে আসে। এখন শেফ খলিলুর রহমান তো যখন ব্রক্সসে থাকে তখন দুনিয়া জ্যামাইকা থাকেন না। তো এই প্রসেসটা আপনি কিভাবে সব সময় একই রকম যেকোনো ব্রাঞ্চে গেলে একই রকম খাবার খেতে পারবে? শেফ খলিলুর রহমানের খাবার খেতে পারবে। এইটা কিভাবে আপনি করবেন?

খলিলুর রহমান ঃ এই বিষয়ে আমার একটা কথা, দেখেন একজন ভালো স্টুডেন্ট, একজন ভালো টিচার অনেক ভালো স্টুডেন্ট তৈরি করতে পারে। একজন ভালো স্টুডেন্ট কিন্তু অনেক ভালো স্টুডেন্ট তৈরি করতে পারে না। সে নিজেই ভালো কিছু করতে পারে।

আমি যখন নিজে কাজ করে একটা সুন্দর সিস্টেম দাড় করিয়েছি। এটাকে এখন আমি শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে এটাকে আরো দূর পরিসরে বহুদিন এটাকে জাগ্রত রাখার জন্য আমি এখন শিক্ষকের ভূমিকা পালন করছি। আমি আমার মতো শত শত খলিল তৈরি করার কাজ করছি। আপনার জানেন আমার এখানে ব্রক্সসে অনেক বড় পরিসরে আমি প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। শেফ, বিভিন্ন। দেখা যাচ্ছে ওয়েটার ওয়েটটেস থেকে শুরু করে কিচেনের যতধরনের কাজ আছে সেগুলো আমার হাতে কলমে শিখাচ্ছি এবং আমার রেসিপিটাকে আমার প্রতিভাকে এমন একটা পদ্ধতিতে নিয়ে আসতাসি দেখা যাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশী কোনো রেষ্টুরেন্ট কিন্তু ফাঞ্চাইজ নাই। ইনশাআল্লাহ ভ্যারি সুন জানতে পারবেন খলিল বিরিয়ানীও একদিন ফাঞ্চাইজ হচ্ছে।

প্রশ্ন: : তার মানে আপনি নিজস্ব একটি মসলা সিস্টেম তৈরি করছেন?

খলিলুর রহমানঃ আমি এটা নিয়ে বিগত দেড় বছর ধরে কাজ করছি। এবং আমার আলহামদুলিল্লাহ অনেক সাকসেস। এটার শুরুতে একটু হোচট খেলেও এখন আমরা এটা নিয়ে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেয়েছি। প্রথমত আমি যখন এখানে এটা শুরু করছিলাম, এখানে সম্যাসা হলো আপনার জানেন লেবার কস্টিং

অনেক বেশী তারপরে প্রসেসিং, স্টোরেজ। এতে করে আমার কস্টিংটা অনেক হাই হচ্ছিল। এজন্য অনেক চিন্তা করে আমি এই প্রসেসিংটা আমি বাংলাদেশে শিফট করেছি। বাংলাদেশে লেবার কস্টিং অনেক কম। আমি বর্তমানে বাংলাদেশে আমার স্পাইসি একটা ফ্যাক্টরী করছি। অলরেডি আমার স্পাইসি শুরু হয়ে গিয়েছি, আমার গুলোই আমি এখন প্রসেসিং করে নিয়ে আসি। আমার নিজস্ব ব্যান্ডে আমার রাইস আসছে, আমি আমার রাইস দিয়েই এখন টোটাল রেষ্টুরেন্টগুলো পরিচালনা করছি। পাশাপাশি আমার এখানে ডাইরেক ফ্রেশ ফার্ম থেকে আমি কিন্তু মিট সরবারহ করছি। সেভাবে আমি শুরু করেছি যাতে করে আমি আমার মানটা ধরে রাখতে পারি। পাশাপাশি স্পাইসী আমার ইনগ্রিডিয়ান প্যাকেজিং প্রসেসিং সবকিছু কিন্তু আমরা শুরু করেছি। এটা ভব্যিষতে আমরা খুব শ্রিঘই আমরা মার্কেটেও দিবো, শুধুমাত্র আমাদের রেষ্টুরেন্টে সীমাবদ্ধ থাকবে না। আমাদের রাইস সমস্ত খলিল ফুডস সমস্ত আমেরিকার সব জায়গায়। আমেরিকা না ইউরোপ এবং আমেরিকা নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছি। সব জায়গা আমাদের এই খলিল ফুডস এর স্পাইসি নানা ধরনের আইটেম আপনারা পাবেন।

প্রশ্ন: : তার মানে কেউ যদি রান্না শিখতে চায় খলিলের। একটু আগেই আপনি বললেন আপনি এখন রন্ধন কাজ শেখানোর কাজে ব্যস্ত বেশি। শিক্ষক হিসেবে। আপনার কি পরিমান ছাত্র আছে? এবং কেউ যদি শিখতে চায়? যেমন ধরেন অনেকের আগ্রহ আছে। আমাদের কমিউনিটিতে মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে তারা কিভাবে আপনার কাছ থেকে, আপনার ছাত্র হতে পারে। কিংবা আপনি কিভাবে তাদেরকে শিক্ষাদান এই খলিলের যে রেসিপি...

খলিলুর রহমান ঃ বর্তমানে আমার এখানে ইন্সটিটিউট নেই। তারপরও যারা শিখতে চায় আমাদের সঙ্গেই কাজের মাধ্যমে আমরা কাজ শিখাচ্ছি। আমাদের কাছে যারা আসে তার অধিকাংশই নতুন অবস্থায় আসে তারা কোনো কিছুই কিন্তু জানে না। তারা আসার পর তাদের আগ্রহর উপর নির্ভর করে কে কোথায় কাজ করতে পারবে সেভাবে কিন্তু আমরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছি এবং বেতন তাদেরকে সেলারি দিয়েই আমরা তাদেরকে কাজ শিখাচ্ছি। আপনারা শুনলে অত্যন্ত আনন্দিত হবেন, আমার কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন অনেক রেষ্টুরেন্টে প্রায়ই রেষ্টুরেন্টে গিয়ে দেখবেন খলিলে কাজ করছে, খলিলের সাথে কাজ করেছে তারা ভালো ভালো পজিশনে আছে। অনেক জায়গায় প্রধান শেফ হিসেবে আমার স্টুডেন্টরা কাজ করছে। অনেক জায়গায় ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছে, অনেক জায়গায় ওয়েটার হিসেবে কাজ করছে। আপনি বাঙ্গালী কমিউনিটি ছাড়াও অন্যান্য জায়গায়ও তারা ভালো করছে। অনেক ভালো ভালো জায়গায় তারা জব নিচ্ছে। মেলাটুনিয়ায় আমার স্টুডেন্ট প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন মেলাটুনিয়ায় বিভিন্ন রেষ্টুডেন্টে কাজ করছে। তারা কিন্তু খুবই সম্মানের সাথে ভালো বেতনে ভালো স্যালারিতে কাজ করছে। কেউ কেউ আবার নিজস্ব রেষ্টুরেন্ট দিয়েও সফলতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। এটা হলো আমার একটা ভালো দিক, এবং আমি অনেক সম্মানও পাচ্ছি এবং আমি কাজটা করেও অনেক গর্ববোধ করছি।

প্রশ্ন ঃ আপনিতো একসময় নিউইয়র্কে ক্লিনার ইন্সটিটিউট রন্ধন, রান্না শেখানো যে ইন্সটিটিউটগুলো আছে সেখানে ছাত্র ছিলেন? নিজে কি একটি চালু করতে চাচ্ছেন?

খলিলুর রহমান ঃ হ্যা। ভব্যিষতে আমার শিক্ষাটাকে, আমার অর্জনটাকে আমি সারা জীবনের জন্য ধরে রাখার জন্য এটা আমার ইচ্ছা আছে। আমি এখানেও চেষ্টা করছি পাশাপাশি আমি বাংলাদেশেও একটা উন্নতমানের কালিনারি ইন্সটিটিউশন খোলার চেষ্টা করছি। সব যদি ঠিক থাকে ইনশাআল্লাহ ভ্যারি সুন ওটাও আমরা করবো। এবং বাংলাদেশেও আমি আমার খলিল বিরিয়ানীর একটা ব্রাঞ্চ করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন ঃ খলিল একটা রেষ্টুরেন্ট হবে বাংলাদেশে?

খলিলুর রহমান ঃ জি।

প্রশ্নঃ কোথায় হবে?

খলিলুর রহমান ঃ আমরা চেষ্টা করছি যেখানে দেখা যাচ্ছে সব ফরেনিয়াররা থাকে। যেমন, গুলশান বনানী বা বারীধারার আশেপাশে। প্রথমে একটা দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি।

প্রশ্নঃ আপনি একটু আগে জানালেন খলিল এগ্রো ফার্ম করবেন। খলিলের একটা নিজস্ব শাকসবজি আবাদ একটা উদ্যোগ আপনার আছে। এটার ব্যাপারে আপনি যদি কিছু বলেন?

খলিলুর রহমান ঃ আমি অলরেডি এটা নিয়ে কাজ করছি। কিন্তু এখন আপনার এটার নিজস্ব কোনো ঠিকানা করতে পারছি না। কিন্তু অলরেডি এটা আমার প্রসেসিং এ আছে এবং আমার সেখান থেকে কাজে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি। ভ্যারি সুন ওটাও আমরা প্রকাশ করবো ইনশাল্লাহ। তবে আমরা একটা ফার্মের নির্দিষ্ট ফার্ম থেকে আমাদের মিট গুলো সরবরাহ করছি এবং সেখানে প্রসেসিং হচ্ছে। যেটা দেখা যাচ্ছে গ্লাস ফিট বা অর্গানিক বা ফ্রেশ যেটা দেখা যাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের মতো। এভাবেই হচ্ছে ইনশাআল্লাহ। এটা আরো কিছুদিন পরে আমরা সবার সম্মুখে নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্নঃ খলিল বিরিয়ানীর সবচেয়ে জনপ্রিয় আইটেম কোনটা?

খলিলুর রহমান ঃ বিরিয়ানী তো বটেই। আমাদের প্রত্যেকটা বিরিয়ানীর অন্যান্য যেকোনো রেষ্টুরেন্টের বিরিয়ানীর থেকে ভিন্ন আছে। টেষ্ট, হাইজেনিক, স্বাস্থস্মাত, কোয়ালিটি এবং কোয়ানটিটি দিয়েই আমাদের বৈশিষ্ট্যটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করি এবং সেটাও আছে।

এরপরেও আমাদের বর্তমানে আমি খলিল বিরিয়ানীকে ফিউশন করে। আমাদের বিরিয়ানি বাদেও আমাদের চাইনিজ অথেনটিক বাংলাদেশী স্বাদটা দেওয়ার চেষ্টা করছি। পাশাপাশি এখন আপনার রিসেন্ট আমি ফুড কোডের মাধ্যমে গ্রীল যেটা এখন সবচেয়ে হট আইটেম হলো আমাদের ফিউশন করে আমি টার্কিজ গ্রীলটা করছি। আমাদের এই গ্রীলের বৈশিষ্ট্য হলো, স্বাস্থ্যসম্মত হেলদি খাবার দেওয়া। সরাসরি আমাদের ল্যামচপ, আমাদের ফিস, আমাদের একটা রোটেশ্বরী গ্রিল যেটা বাংলাদেশে যেটা আছে। এটা একবার যে খাবে শুধু নিউইয়র্ক না সমস্ত আমেরিকাতে দ্বিতীয় কোথায় এই স্বাদের গ্রীল আপনি পাবেন না। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে চাই। এটা আমার নিজস্ব রেসিপি এবং নিজস্ব স্পাইসি। আমি বাংলাদেশে একসময় এটার খুবই ফ্যান ছিলাম যেটা প্রায়ই আমরা গ্রীল খেতাম। আপনারা জানেন যে স্টার কাবাবে গ্রীল একেবারে খুবই জনপ্রিয়। দেখা যাচ্ছে ওই গ্রিলটা খাওয়ার জন্য অনেকসময় আমরা লাইন দিয়েও ওটা আমরা পেতাম না। আমার খুব ইচ্ছা ছিলো যে আমি এটা আমি করবো। আল্লাহর রহমতে সেটা করতে সক্ষম হয়েছি। এখন আমার রেষ্টুরেন্টে এই গ্রীল আইটেম। পাশাপাশি আপনারা জানেন যে, বাচ্চাদের জন্য বাবল ট্রি জুস এগুলো শুরু করেছি। চটপটি।

প্রশ্নঃ আপনি তো প্রথম ফুড কোড জাজ ই আমাদের কমিউনিটিতে শুরু করলেন। একই ছাদের তলে অনেক দেশের খাবার অনেক সংস্কৃতির খাবার। যেমন আমি সুফলাকে দেখি। তারপর এখানে শর্মা দেখি। তারপর আমাদের বিরিয়ানি দেখি। লাউ চিংড়ি দেখি। কাবাব দেখি। টার্কিস কাবাব দেখি। তো এই যে কনসেপ্টটা, এটার ব্যাপারে যদি আপনি কিছু বলেন?

খলিলুর রহমান ঃ ধন্যবাদ নাজমুল ভাই আপনাকে। আসলে আপনি দেখেন আমরা একই পরিবারের ধরেন ৫ জন। একই জায়গায় খেতে গেলে আমি একধরনের রান্নার চাহিদা। কারণ এখানে কিন্তু বিশেষ করে আমেরিকাতে নিজস্ব সিদ্ধান্ত সবাই চলে। যার যার নিজস্ব মতে কিন্তু খাবারটা অর্ডার করে। একই ফ্যামিলিতে আমি যখন দেখা যাচ্ছে আমার ফ্যামিলি নিয়ে এক জায়গায় বসছি। তখন কিন্তু আমি একটা চয়েস করি আমার বাচ্চা আরেকটা চয়েজ করে, আমার মেয়ে একটা চয়েজ করে আমার ওয়াইফ একটা চয়েজ করে। এতে করে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় অনেক রেষ্টুরেন্টে কিন্তু আমরা পরিপূণ খাবারটা পাই না। আমি যে ধরনের খাবারটা চাচ্ছি সেটা হয়তো আছে।

প্রশ্ন: ফ্যামিলির খাবারটা। একটা ফ্যামিলি অনেক রুচির খাবার চাইতে পারে। চাহিদা থাকতে পারে?

খলিলুর রহমান ঃ সেই কিন্তু একটা গ্যাপ থেকে যায়। এসব কিছু চিন্তা করে আমি দীর্ঘদিন এই রেস্টুরেন্ট পেশায় থাকার পরে আমার ভিতরে যে এক্সপিরিয়েন্সটা তৈরি হয়েছে তার আলোকে কিন্তু আমার ফুড কোডটা। আমার এখানে আসলে আমার যে কোনো একটা ব্রাঞ্চে আসার পরে কোনো এক জায়গায় বসলে কাস্টমার এর চাহিদা মত ফুড কিন্তু আমার দিতে পারি। চাইনিজ, বিরিয়ানী, বাংলাদেশী, পিজ্জা, গ্রীল, আবার আইসক্রিম, ফুচকা, চটপটি, বার্গার। যেটা খুশি। আমাদের এখানে কিন্তু সব ধরনের খাবার আছে। যদি কেউ আমেরিকান খেতে চায়।

প্রশ্ন: সেটাই আপনার ফুড কোডের কনসেপ্ট?

খলিলুর রহমান ঃ হ্যা। এর জন্য আমার ভ্যরি সুন আমরা এটাকে যখন ফিউশন করবো। তখন এটার নাম থাকবে খলিল ফিউশন। আমরা সুন্দর করে আমাদের মেনু গুলো একটা জায়গায় নিয়ে এসে আমরা সবার কাছে প্রকাশ করবো।

প্রশ্ন: এইবার আমার আরেকটা প্রশ্ন। শেষ প্রশ্ন যদি বলি। খলিলের যে রান্না সেই কোয়ালিটিটা আপনি কিভাবে রক্ষা করেন ? এই কোয়ালিটির ব্যাপারটা খুবই ইমপরটেন্ট?

খলিলুর রহমান ঃ আমি এই কোয়ালিটিটা সিউর করি আমি একটা জায়গায় বসে কন্টোল করি। বিশেষ করে আমি আমার হেড ব্রাঞ্চ ব্রক্সসে বসে আমার খাবারের টোটাল কনসেপ্ট, কোথায় কি রান্না হবে আগামীকাল এগুলো সব পরিচালনা করি আমি একটা জায়গায় বসে। এবং আমার স্পাইসি, আমার রেসিপি সবকিছু কিন্তু আমি আমার নিজের দ্বারায় কন্টোল করি এবং শেয়ার করি। আমার সঙ্গে যারা কাজ করে, প্রায়ই আমার এখন টোটাল ৪টা কিচেনে আমার টোটাল কাজ করে ৪৫জন। শুধু কিচেনে। এর ভিতরে প্রায় ১০/১২ জন শেফ আছে, *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি চালু করলে লাভ হবে দেশের

সব বিশ্ববিদ্যালয়েই পিএইচডি করার সুযোগ থাকা উচিত বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। এ সংক্রান্ত একটি আলোচনায় অংশ নিয়ে তারা বলছে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অন্তত ডজনখানেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেই যোগ্যতা রাখে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচুর শিক্ষার্থী আছে, সেখানে পিএইচডি শুরু হলে দেশের জন্য অনেক উৎস তৈরি হবে বলে মনে করেন বক্তারা। এতে লাভ দেশেরই হবে বলেও মনে করেন তারা।

শনিবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দেশের শীর্ষস্থানীয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলা ট্রিবিউনের আয়োজনে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি: সম্ভাবনার নতুন দুয়ার' শীর্ষক বৈঠকিতে তারা এসব কথা বলেন। ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের (ইউল্যাব) সহযোগিতায় বাংলা ট্রিবিউনের নিয়মিত এই আয়োজনটি সরাসরি সম্প্রচার করছে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন নিউজ।

এটিএন নিউজের বার্তা প্রধান প্রভাষ আমিনের সঞ্চালনায় বৈঠকিতে অংশ নেন, ইউল্যাবের উপাচার্য অধ্যাপক ইমরান রহমান, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আতিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ চন্দ্র এবং বাংলা ট্রিবিউনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক এস এম আব্বাস।

বৈঠকিতে আলোচকরা

আলোচনায় বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ চন্দ্র বলেছেন, বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে মানুষের মনে যে সন্দেহগুলো আছে, সেই সন্দেহের উর্ধ্বে যেসব প্রতিষ্ঠানড় সেসব প্রতিষ্ঠানকে পিএইচডি করানোর সুযোগ দেওয়া উচিত।

অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ চন্দ্র বলেন, 'পাবলিক এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পার্থক্য করার সুযোগ নেই বলে আমার মনে হয়। সব বিশ্ববিদ্যালয়েই সুযোগ থাকা উচিত। তবে এটাও দেখতে হবে যে, সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার সুযোগ নেই। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে যারা শীর্ষে আছে, ২০১০ সালের আইন অনুযায়ী যারা সনদপ্রাপ্ত হয়েছে, অর্থাৎ যারা আইন মেনে চলে, যারা নিজেদের আজকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, যাদের যোগ্য শিক্ষক আছে, আবার অনেক শিক্ষক আছেন, যারা পাবলিক

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করে বেসরকারিতে এসেছেন, অথবা বিদেশে কোনও নামকরা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ছিলেন, তারা পিএইচডি গবেষণা তত্ত্বাবধায়ন করে এসেছেনড় তাদের যদি আমরা কাজে লাগাতে না পারি, সেটা আমাদের ব্যর্থতা। সেক্ষেত্রে অবশ্যই এটি শুরু করা দরকার।'

ড. বিশ্বজিৎ চন্দ্র

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আতিকুল ইসলাম বলেছেন, সব বিশ্ববিদ্যালয় একই মানের পিএইচডি করানোর যোগ্যতা রাখে না। আমরা ধরে নেইড় বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার যোগ্যতা সবার আছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আমি মনে করি, অন্তত ১২টি আছে কোনও না কোনও বিষয়ে পিএইচডি করার ক্ষমতা রাখে। কেউ কেউ হয়তো ৫-১০টি বিষয়ে পড়তে পারবে, কেউবা একটা-দুটাতে করতে পারবে।

. আতিকুল ইসলাম

গবেষণার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানের দিক দিয়ে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে বলে মন্তব্য করেছেন ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের (ইউল্যাব) উপাচার্য অধ্যাপক ইমরান রহমান। তিনি বলেন, 'এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) গবেষণার ক্ষেত্রে খুব সুনাম ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা সেটি ধরে রাখতে পারিনি। এ দেশের এখন অনেক ছেলে মেয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। এখন একটা সুযোগ আছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে... বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যাদের যোগ্যতা আছে, তারা পিএইচডি করলে আমাদের গবেষণার সোর্স অনেক বেড়ে যাবে।'

ইউল্যাব-ভিসি

অধ্যাপক ইমরান রহমান

আলোচনায় অংশ নিয়ে অধ্যাপক ইমরান রহমান বলেন, 'এক্ষেত্রে যারা সুপারভাইজ করবেন, তাদের পাবলিকেশনের মান এবং সংখ্যা বাড়ার সুযোগ আছে। এটা একদিনে হবে না। কিন্তু আমার মনে হয় শুরু করা খুব জরুরি দরকার। এটা আরও আগে শুরু করলে ভালো হতো।'

তিনি বলেন, 'যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা স্নাতক স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেই, সেখানে গবেষণার ডিগ্রি এমনিতেই দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এটার পেছনে একটা গাইডলাইন লাগবে, এজন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দিকে তাকিয়ে আছি। তারা যদি গাইডলাইন দেয়, তাদের সঙ্গে বসে আমরা যৌথভাবে তৈরি করলাম। আমি আশা করি, সেই গাইড লাইন সব ইউনিভার্সিটির জন্য প্রযোজ্য হবে, শুধু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির জন্য নয়।'

এস এম আব্বাস

এছাড়া বৈঠকিতে বাংলা ট্রিবিউনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক এস এম আব্বাস বলেন, 'যেহেতু আলোচনা আগে থেকেই হচ্ছে এবং নীতিমালা তৈরি হচ্ছে, সেহেতু দ্রুত নীতিমালা হলে আমার মনে হয় না কোনও সমস্যা হবে। বরং এটা করা হলে শুধু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় লাভবান হবে না, লাভবান হবে বাংলাদেশ।' তিনি বলেন, 'নীতিমালা করার পর সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। আমার জানা মতে, ডজনখানেক বিশ্ববিদ্যালয় সেই যোগ্যতা পূরণ করতে পারবে এবং নীতিমালা অনুযায়ী পিএইচডি করাতে পারবে। সব বিষয়ে পিএইচডি নাও হতে পারে, কেউ বাংলায় করালে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় হয়তো অন্য বিষয়ে করাবে।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং মঞ্জুরি কমিশনে সুযোগ দিতে আর পেতে সমস্যা নেই। তাহলে সমস্যা কোথায়? আমাদের দ্রুত নীতিমালার দিকে যাওয়া দরকার। মালয়েশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যৌথ ভাবে পিএইচডি করাতে পারে। আমি জানি না তারা যৌথ ভাবে পিএইচডি শুরু করেছে কিনা। যদি শুরু করে থাকে, এটিও একটি ভালো দিক হতে পারে।'

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

সর্বোচ্চ পেমেন্ট

নিম্মি নাহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট

মোবাইল

৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮
৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

87-47 164th Street Jamaica, NY 11432

ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com, Web. immigrantelderhomecare.com

বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র জাসদ এর তিনজন কর্মকর্তা প্রতিদন্ধিতা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন

পরিচয় রিপোর্ট: বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র জাসদ এর তিনজন কর্মকর্তা জাসদ এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে সম্মতিসাপেক্ষ বৃহত্তর সিলেটের তিনটি আসন থেকে প্রতিদন্ধিতা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এঁরা হলেন যুক্তরাষ্ট্র জাসদ এর সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী (হবিগঞ্জ ১), সহ সভাপতি মনসুর আহমেদ চৌধুরী (সিলেট ৩) ও সাধারণ সম্পাদক নুরে আলম জিকু (মৌলভীবাজার ৩)। সম্প্রতি এ বিষয়ে জাসদ এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে প্রাথমিক আলোচনার পর ত জাসদ এর পক্ষ থেকে উপরোক্ত তিনজন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

তবে যেহেতু জাসদ জোটের অধীনে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে, সেহেতু চূড়ান্ত প্রার্থীতা নির্ভর করছে জোটের সিদ্ধান্তের উপর।

যুক্তরাষ্ট্রের সেনা কর্মকর্তদের আশা স্যোসাল এডাল্ট ডে কেয়ার পরিদর্শন

পরিচয়ডেস্ক: গত ৫ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা মি: টাইরাডোর নেতৃত্বে দুই সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল নিউইয়র্কের আশা স্যোসাল এডাল্ট ডে কেয়ার পরিদর্শন করেছে। এসময় প্রতিনিধি দল প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার আকাশ রহমানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে। প্রতিনি ধি দলের সদস্যরা আশা স্যোসাল এডাল্ট ডে কেয়ার ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত হন। এসময় আশা ডে কেয়ারের প্রধান নির্বাহী আকাশ রহমান আগামীতে যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো দুর্যোগে কমুনিটির কাজে সেনাবাহিনী সহায়তা চাইলে তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন।

২৭ সেপ্টেম্বর - ১ অক্টোবর ম্যানহাটানে শিল্পীদের আর্ট প্রদর্শনী -সংবাদ সম্মেলনে জাকারিয়া মাসুদ

৫২ পৃষ্ঠার পর

হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এক সংবাদ সম্মেলনে আইভি টিভির প্রেসিডেন্ট জাকারিয়া মাসুদ এই ঘোষণা দিয়ে আরো জানান প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের খ্যাতিমান চিত্রশিল্পীদের পাশাপাশি প্রবাসের শিল্পীদেরও ছবি প্রদর্শিত হবে। দেন। নিউ ইয়র্ক এর আইবি টিভি আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন তারকা মডেল, অভিনেত্রী, চিত্রশিল্পী ও আইবি টিভির চেয়ারম্যান মিলা হোসেন, চিত্রশিল্পী ও শিক্ষক মতলুব আলী, তাজুল ইমাম, আর্থার আজাদ, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, কাজী রকিবসহ অন্যান্য শিল্পীরা।

সংবাদ সম্মেলনে জাকারিয়া মাসুদ আরো জানান, আইবি টিভি এই অনুষ্ঠানের আয়োজক থাকলেও সহযোগী হিসাবে রয়েছেন বাংলাদেশি আমেরিকান আর্টিস এবং ঢাকা চিত্রক গ্যালারি। তিনি জানান, এই প্রদর্শনীতে প্রবাসের সকল শিল্পীই উপস্থিত থ াকবেন (২৭জন)। বাংলাদেশ থেকে আসছেন প্রায় ১০ জন শিল্পী। বাংলাদেশ থেকে যারা আসছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন শিল্পী মনিরুল ইসলাম, আফজাল হোসেন, কনক চাপা চাকমা, শেখ আফজাল, জামাল উদ্দিন, রোকেয়া সুলতানাসহ অন্যান্যরা। তবে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ৩৭ জন শিল্পীর চিত্রকর্ম থাকবে। ইতিমধ্যেই চিত্রকর্মসমুহ আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। তিনি আরো জানান, সবমিলিয়ে ৫৭ জন শিল্পীর প্রায় ৬০টি মত ছবি প্রদর্শিত হবে।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে জাকারিয়া মাসুদ জানান, প্রদর্শনী ২৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় উদ্বোধন করা হবে। দুপুর বারটা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রদর্শনী চলবে। এটি সবার জন্য উন্মুক্ত। প্রদর্শনীতে বিক্রিত অর্থ শিল্পীরাই পাবেন বলেও এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান।

হাডসন নদীতে ৩১৫ মাইল সাঁতার কাটলেন লুইস পিউ

৫২ পৃষ্ঠার পর

গত বুধবার, ১৪ সেপ্টেম্বর তিনি ৩১৫ মাইল সাঁতারের এই ভ্রমণ শেষ করেন।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নদীদূষণের বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে কয়েক দশক ধরে কাজ করছেন পিউ। এক দশক আগে জাতিসংঘ সাগরদূষণ বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করতে তাঁকে বিশেষ পৃষ্ঠপোষক নিয়োগ দেয়।

পিউ (৫৩) বলেন, ৫০ বছর আগে বিশ্বের দূষিত নদীগুলোর অন্যতম ছিল হাডসন।

হাডসন উপত্যকা থেকে শুরু করে নিউইয়র্ক নগর পর্যন্ত দীর্ঘ সাঁতার শেষ করার পর পিউ সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাদের পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর নদী দরকার।'

পিউ বলেন, 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি এবং এর টর্চ সবার প্রিয়। ওই টর্চের দিকে তাকিয়ে প্রথম আমার এই পরিকল্পনা। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্ভবত একটু পরিষ্কার পানীয় জল পান করা। আর সে কারণেই আমার এই পরিকল্পনা।'

পিউ নিউইয়র্কের অতীত শিল্প এলাকার কথা তুল ধরে বলেন, একসময় দূষণে দিন দিন এই নদীর পানির রং পরিবর্তিত হয়েছে। কী ধরনের রং বা দূষিত বর্জ এই নদীতে ফেলা হয়েছে, তার ওপর নির্ভর করে পানির রং পরিবর্তন হয়েছিল।

তবে কয়েক দশকের দূষণবিরোধী পদক্ষেপের পর পিউ নিজে এই নদীতে নিরাপদে সাঁতার কাটতে পেরেছেন। তিনি আশা করেন, তাঁর মাসব্যাপী সাঁতার কাটা দেখে আরও অনেকে উৎসাহিত হবেন।

যুক্তরাজ্যের এই সাঁতারু বলেন, এখানে যা ঘটছে, তা দেখে অনেকে উৎসাহিত হতে পারেন এবং নিজেকে বলতে পারেন, 'তাঁরা যদি হাডসন নদীতে সাঁতার কাটতে পারেন, তাহলে আমরাও আমাদের নদীতে এভাবে সাঁতার কাটতে পারি। আমাদের নদীও রক্ষা পেতে পারে।'

এর আগে পিউ নদীদূষণের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে অ্যান্টার্কটিকা, উত্তর মেরু ও লোহিত সাগরে সাঁতার কেটেছেন।

পিউ এমন একসময় হাডসন নদীর ৩১৫ মাইল সাঁতার কেটে নিউইয়র্ক শহরে এলেন, যখন সেখানে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে বিশ্বনেতারা সেখানে আসছেন। এই অধিবেশন চলাকালে ঐতিহাসিক হাই সি'স ট্রিটি সই হতে পারে।

চলতি মাসেই নির্বাচনি গণসংযোগে নামছে আওয়ামী লীগ

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী ডিসেম্বর বা জানুয়ারিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হওয়ার কথা। সেই হিসাবে নির্বাচনের তফসিল হতে পারে নভেম্বরে। এই রোডম্যাপ সামনে রেখে নির্বাচনি পরিকল্পনা সাজাচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। এরই অংশ হিসেবে চলতি মাস সেপ্টেম্বর থেকেই গণসংযোগে নামছে দলটি। এবারের নির্বাচনি প্রচারণায় সরকারের তিন মেয়াদে খাতভিত্তিক উন্নয়ন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক অর্জন এবং 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়তে খাতভিত্তিক পরিকল্পনা সামনে আনা হবে। এসব বিষয় প্রাধান্য দিয়ে প্রণয়ন করা হচ্ছে নির্বাচনি ইশতেহারও। আওয়ামী লীগের নির্বাচনি পরিকল্পনা প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত একাধিক নেতা বাংলা ট্রিবিউনকে এমনটা জানিয়েছেন।

সূত্র জানায়, বিএনপি নির্বাচনে আসবে কিনা, সেটি নিয়ে ধোঁয়াশায় থাকায় নির্বাচনি গণসংযোগের ক্ষেত্রে দুই ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে আওয়ামী লীগ। বিএনপি ভোটে আসলে তাদের আমলের নানা 'অপকর্ম' নির্বাচনি প্রচারে বেশি গুরুত্ব দিবে ক্ষমতাসীনরা। আর বিএনপি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে না আসলে এই সরকারের উন্নয়নের চিত্র প্রচারে বেশি গুরুত্ব পাবে। এই দুইটি দিক সামনে রেখেই সেপ্টেম্বর থেকে নির্বাচনি প্রচারণা বা গণসংযোগ চলবে। তবে নভেম্বরে চূড়ান্ত হবে আওয়ামী লীগের পুরো নির্বাচনি পরিকল্পনা। বিএনপি ও তাদের যুগপৎ সঙ্গীদের সরকারবিরোধী আন্দোলন রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলায় রাজপথে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে আওয়ামী লীগকে। সংশ্লিষ্টরা বলছে, এ কারণে শান্তি সমাবেশের সঙ্গে 'উন্নয়ন' যুক্ত করে সমাবেশগুলো করা হচ্ছে, যাতে নির্বাচনি আমেজও তৈরি হয়। কেন্দ্রীয় নেতা থেকে শুরু করে মনোনয়ন প্রত্যাশী নেতাদের তিন মাস আগেই নির্বাচনি এলাকায় গণসংযোগ চালানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। 'আত্মপ্রচারের' চেয়ে সরকারের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং বিএনপি আমলের নেতিবাচক দিকগুলো বেশি প্রচার করতে বলা হয়েছে। এবার দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল সামনে রেখে গণসংযোগে গতি বাড়ানোর তাগিদ এসেছে। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর অন্তত তিন জন সদস্য বাংলা ট্রিবিউনকে বলেছেন, সভা-সমাবেশ ছাড়া কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায়ের নেতারা তেমন কোনও কাজ করছেন না। পোস্টার-বিলবোর্ড, তোরণ তৈরি আর ফেসবুকে প্রচারণা চালাচ্ছেন তারা। এসব প্রচারণায় নিজেকে জাহির করতেই ব্যস্ত সবাই। সরকারের উন্নয়ন খুব একটা প্রচারে আসছে না। এতে আত্মপ্রচার হলেও দল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সে কারণে চলতি সেপ্টেম্বর মাস থেকেই গত ১৫ বছরে সরকারের উন্নয়ন ও অগ্রগতি এবং আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রচারে নামার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আর অক্টোবর মাস থেকে নির্বাচনকেন্দ্রিক জনসভাও শুরু করবে ক্ষমতাসীন দলটি।

সবশেষ শুক্রবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনে আওয়ামী লীগের সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভায় নেতাদের নির্বাচনে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেন দলীয় প্রধান। সভাসূত্র জানায়, দলের সভাপতি শেখ হাসিনা তাদের বলেছেন, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে আগামী নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং একইসঙ্গে চ্যালেঞ্জিংও বটে। এখন থেকেই নির্বাচনি প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করতে হবে। সরকারের উন্নয়ন ও অগ্রগতি তুলে ধরে দেশের জনগণকে নির্বাচনের ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে হবে। নির্বাচনি প্রচারে সবাইকে মনোযোগ দিতে হবে, আর যাকে দল থেকে মনোনয়ন দেওয়া হবে তার পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে সবাইকে কাজ করতে হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন, আমাদের নির্বাচনি গণসংযোগ ইতোমধ্যে পুরোদমে শুরু হয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধনের সময় সুধী সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষণ দিচ্ছেন। শান্তি সমাবেশে উন্নয়ন যুক্ত হয়েছে। সমাবেশের সংখ্যাও আগের চেয়ে বেড়েছে। নির্বাচনি কার্যক্রমও গতি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সফর শেষে দেশে আসার পর নির্বাচনি জনসভা আরও বাড়বে।

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

রোববার, ১৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক আসছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ২২ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে ভাষণ

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘের ৭৮তম অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্ক আসছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৭ সেপ্টেম্বর, রবিবার রাতে তিনি নিউইয়র্কে পৌঁছবেন। 'যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রধানমন্ত্রীকে ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর যোগ দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন। তিনি আরো জানান, সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ২২ সেপ্টেম্বর সাধারণ বিতর্ক পর্বে বাংলাদেশের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য দিতে পারেন।' এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী এবং শ্রীলংকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নিতে পারেন, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে এসব দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরো জোরদার হবে বলে আশা প্রকাশ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। জাতিসংঘের ৭৮তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সফরসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ উপলক্ষে ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান মন্ত্রী।
সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, '১৯ সেপ্টেম্বর থেকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনের উচ্চ পর্যায়ের বিতর্ক পর্ব শুরু হতে যাচ্ছে। এ অধিবেশনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল ১৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে পৌঁছবেন। আমিও প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করব বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি। এছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিবার বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

ভুয়া খবরই তো তেজি ঘোড়ার মতো দৌড়ায়

গৌতম হোড় : ভোট আসলেই ভারতে ফেক নিউজের অভিযোগ বারবার সামনে আসে। অভিযোগের আঙুল ওঠে রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে। কয়েকবছর পিছনে তাকানো যাক। উত্তর প্রদেশে ২০১৭ সালে বিধান সভা নির্বাচনের প্রচার তখন বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

'পছন্দের বিষয়টি ভুয়া হলেও মানুষ শুনতে চায়'

পরিচয় ডেস্ক: জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভুয়া সংবাদ প্রচারের বিষয়টি নিয়ে ডয়চে ভেলের সঙ্গে কথা বলেছেন, সেন্টার ফর গর্ভনেন্স স্টাডিজ (সিজিএস)-এর বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

নতুন কৌশলে গুজব ও ভুয়া খবর

হারুন উর রশীদ স্বপন: গুজবনির্ভর সংবাদ পরিবেশন বা ভুয়া খবর প্রচার বেশ পুরোনো বিষয়। ফ্যাক্ট চেকারদের গ্রুপগুলো সেগুলো আগে ধরিয়েও দিয়েছে। তবে এবার এসেছে ভুয়া কলাম বা ভুয়া বিশেষজ্ঞদের কলাম। সেগুলো বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশী বিজ্ঞানী ড. বিজনের গবেষণায় ভিটামিন 'সি'র কার্যকারিতা নিয়ে জানা গেল যে নতুন তথ্য

পরিচয় ডেস্ক: ভিটামিন "সি" মানুষকে কীভাবে সুস্থ রাখে ও শরীরে কোন প্রক্রিয়ায় কাজ করে, এর কিছু বিষয় চিকিৎসা বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

জলবায়ু পরিবর্তন মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে

পরিচয় ডেস্ক: খুলনার দাকোপ উপজেলার কামারখোলা ইউনিয়নে রিপন মণ্ডলদের গ্রামের চারপাশে পাঁচটি নদী আছে। গতবছরের খরায় তার বাবার তরমুজের ফলন বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়

নিউ ইয়র্কে ৫ম বাংলাদেশ সম্মেলনে স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

বিভক্তির রাজনীতি আর নয়, এখন যুদ্ধ হবে একতা, ভালোবাসা আর দেশপ্রেমের

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশি শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষনের প্রত্যয় নিয়ে নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া ম্যারিওট হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে দুদিনব্যাপী পঞ্চম বাংলাদেশ সম্মেলন। ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ অনুষ্ঠিত ওই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। দু'দিনেই বাংলাদেশ ও বাংলাদেশির জীবন বাস্তবতার আলোকে দিক নির্দেশনাধর্মী বক্তব্য রাখেন তিনি। তিনি তার বক্তব্যে বাংলাদেশ ও সারাবিশ্বের বাংলাদেশি জনগোষ্ঠিকে ঐক্যবদ্ধ ও দেশপ্রেমে বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

হাডসন নদীতে ৩১৫ মাইল সাঁতার কাটলেন লুইস পিউ

পরিচয় ডেস্ক: নদীদূষণের বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্রের হাডসন নদীতে ৩১৫ মাইল (৫০০ কিলোমিটার) সাঁতার কেটেছেন যুক্তরাজ্যের সাঁতারু লুইস পিউ। বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা সীমিত করার চিন্তা করছে কানাডা

পরিচয় ডেস্ক: কানাডার সরকার দেশটিতে অভিবাসনের জন্য এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য ধরে এগোচ্ছে। এ বছর দেশটি চার লাখ ৬৫ হাজার বিদেশিকে বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি স্ট্রেট থেকে পাওয়া যাবে খলিল বিরিয়ানী -সেলিব্রেটি শেফ খলিলুর রহমান

"নিউইয়র্কের সেলিব্রেটি শেফ খলিলুর রহমান। যিনি খলিল বিরিয়ানি ও খলিল ফুডের প্রতিষ্ঠাতা। তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেছেন সাপ্তাহিক পরিচয়ের সম্পাদক নাজমুল আহসানের সাথে যা সাপ্তাহিক পরিচয়ের বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

২৭ সেপ্টেম্বর - ১ অক্টোবর ম্যানহাটানে শিল্পীদের আর্ট প্রদর্শনী -সংবাদ সম্মেলনে জাকারিয়া মাসুদ

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ম্যানহাটনের আন্তর্জাতিক গ্যালারি আর্ট আইফ্যাক্টে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশের শীর্ষ চিত্র শিল্পীদের আর্ট প্রদর্শনী 'কালার্স অব ফ্রিডম'। এই চিত্র প্রদর্শনী চলবে আগামী ১ অক্টোবর পর্যন্ত। গত ১০ সেপ্টেম্বর জ্যাকসন বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯